চাকরির
নানা খবর
দুয়ের পাতায়

৫৮ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাংস্কৃতিক বিভাগ মাঙ্গলিকী
৭ এর পাতায়

কলকাতা ঃ ৫৮ বর্ষ, ১০ সংখ্যা, ১৩ পৌষ – ১৯ পৌষ, ১৪৩০ ঃ ৩০ ডিসেম্বর ২০২৩ – ৫ জানুয়ারি, ২০২৪

Kolkata : 58 year : Vol No.: 58, Issue No. 10, 30 December 2023 - 5 January, 2024

৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : অবশেষে শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক হল রাস্তায় বসে থাকা

বৈধ চাকরিপ্রার্থীদের। খুব তাড়াতাড়ি জট খুলে নিয়োগের দাবি থাকলেও মন্ত্রী কোনো নির্দিষ্ট সময় দিতে নারাজ। শুধু দিলেন প্রতিশ্রুতি।

রবিবার : তাঁর নির্দেশ অমান্য করে সমাবর্তনের আয়োজন করায়

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁরই নিয়োগ করা অস্থায়ী উপাচার্যকে সরিয়ে দিলেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল তথা ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য সি ভি আনন্দ বোস।

সোমবার : বহু বিতর্ক পেরিয়ে প্রাথমিকে টেট পরীক্ষার আয়োজন

করেছিল প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। মেটাল ডিটেক্টর বসিয়ে, সার্চিং, চেকিং করে কড়াকড়ি করা হয়েছিল অনেক। তবু প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগ থেকে বাঁচতে পারল না এই টেট।

মঙ্গলবার : পুর নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে নেমে তল্লাশি চালিয়ে

পানিহাটি পুরসভায় কর্মরত এক আসিস্টেন্ট ইঞ্জিনিয়ারের বাড়ি থেকে উদ্ধার করল নগদ ১৪লক্ষ টাকা এবং প্রায় ২ কোটি টাকার গয়না। এছাড়াও আছে হীরের গহনা। এসবের সূত্র খুঁজে দেখছে ইডি।

বুধবার : কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে কাজে লাগিয়ে ভুয়ো ভিডিও বা ডিপফেক

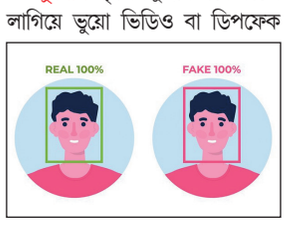

ছড়ানো আটকাতে সমাজমাধ্যম সংস্থার জন্য কড়া নির্দেশিকা জারি করল কেন্দ্রীয় ইলেকট্রনিকস ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রক। নির্দেশিকায় নিষিদ্ধ পোস্ট দেওয়ার ক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার: পশ্চিমবঙ্গে যখন নিয়োগ দুর্নীতির তদন্ত চলছে,

চাকরি চেয়ে চলছে বিক্ষোভ, শূন্য হয়ে রয়েছে লক্ষ লক্ষ সরকারি পদ তখন বিভিন্ন দপ্তরে দেড় হাজার পদে নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য মন্ত্রীসভা।

শুক্রবার : করোনার নতুন প্রজাতি জে এন-১ ছড়াতে শুরু

করেছে ভারতে ইতিমধ্যে আক্রান্তের সংখ্যা চার অঙ্ক ছাড়িয়েছে। এ রাজ্যেও খোঁজ পাওয়া গিয়েছে আক্রান্তের। এবার খবর এল এক মৃত্যুর। গভীরে ঢুকছে আতঙ্ক।

সবজান্তা খবরওয়ালা

১জানুয়ারি থেকে হতে চলেছে রেশন ধর্মঘট

নিজস্ব প্রতিনিধি : স্বাধীনতার পর খাদ্য সংকটে হাঁসফাঁস করা ভারতবাসীর মুখে দুমুঠো অন্ন তুলে দিতে দেশে চালু হয়েছিল রেশন ব্যবস্থা। আজ ৭৫ বছর পরেও তা সমান প্রাসঙ্গিক হয়ে জীবনের অঙ্গ হয়ে উঠেছে নিম্নবিত্ত থেকে মধ্যবিত্ত দেশবাসীর। বছর তিনেক আগে সারা পৃথিবী যখন কোভিড আতঙ্কে কাঁপছে তখন ভারতবাসীর মুখে অন্ন জুগিয়েছে এই ব্যবস্থা আজও যা চলছে। এই ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে কেন্দ্র থেকে রাজ্য সব সরকার তার খাদ্যশস্য বন্টনের পরিকল্পনা রচনা করে। অথচ রেশন ডিলার যারা এই পরিকল্পনার আসল কারিগর তারাই আজ ভালো নেই।

মান্ধাতা আমলের কমিশন ব্যবস্থা খাদ্য শস্যের পরিমানে কারচুপি গ্রাহকদের রোষ এদের জীবনে নিয়ে এসেছে চরম বিপর্যয়। বারবার সরকারকে বলা সত্ত্বেও কোনও সুরাহা পাননি রেশন ডিলাররা। ফলে আজ তারা চরম সিদ্ধান্ত নিতে চলেছেন। আগামী ১ জানুয়ারি থেকে রাজ্যে রেশন ধর্মঘট হতে চলেছে। শুক্রবার অল ইন্ডিয়া এমআর ডিলার অ্যাসোসিয়েশনের এর পক্ষ থেকে খাদ্য ভবনে এক ডেপুটেশন দেওয়া হয়। নেতৃত্বে ছিলেন রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিশ্বম্ভর বোস। রেশন ডিলারদের দাবি তারা নির্দিষ্ট সময়ে তাদের কমিশন পান না। মাল দেওয়ার পর যখন স্টক মেলানো হয় তখন দেখা যায় মালের স্টক বেড়ে গেছে কিংবা কমে গেছে। এই ভুতুড়ে কাণ্ড কেন হচ্ছে ডিলাররা বুঝতে পারছেন না। পরের মাসে মাল তোলার সময় ডিলারদের মাল কেটে রাখা হয়। এর ফলে অনেক ডিলার সমস্যায় পড়ছেন। এমন কি জনরোষ থেকে বাঁচতে অনেককে বাজার থেকে চাল কিনে গ্রাহকদের দিতে হচ্ছে। রাজ্য সরকার যে 'দুয়ারে রেশন' কর্মসূচি চাপিয়ে দিয়েছে তাতে ডিলাররা অনেক সমস্যায় পড়ছেন। তাদের কুইন্টাল পিছু মাত্র ৫০ টাকা কমিশন দেওয়া হয়। ডিলারদের দাবি তাদের ৪৭৫ টাকা কমিশন এবং দুয়ারের রেশনের জন্য ৫০ টাকা দিতে হবে। খাদ্য দপ্তরকে বারবার এ বিষয়ে জানিয়েও কোন কাজ হয়নি। বিশ্বম্ভর বোস ডিলারদের জানিয়ে দিয়েছেন সারা দেশজুড়ে ১ জানুয়ারি থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য রেশন দোকান বন্ধ থাকবে। আগামী ১৬ জানুয়ারি দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রীর দরবারেও ডেপুটেশন দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে অল ইন্ডিয়া এমআর ডিলার অ্যাসোসিয়েশন।

এরপর পাঁচের পাতায়

বর্ধমানের পর কি বজবজ

নিজস্ব প্রতিনিধি : কয়েকদিন আগে বর্ধমান স্টেশনে জলের ট্যাঙ্ক ভেঙে পড়ায় চাঞ্চল্য ছড়ায় সারা রাজ্যে। কাঠগড়ায় ওঠে ভারতীয় রেল। তারা কমিটি করে স্টেশনের ট্যাঙ্কগুলিকে নজরদারির সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এরই মাঝে বজবজ স্টেশনে সংস্কারের অপেক্ষায় পড়ে রয়েছে প্রাচীন জলের ট্যাঙ্ক।

নিজস্ব চিত্র

আলিপুরে জেলাশাসকের সাংবাদিক সম্মেলন

ভোটের আগে মেগা সাগর মেলার চ্যালেঞ্জ সরকারের

ছবি : অরুণ লোধ

কুনাল মালিক : লোকসভা ভোটের আগে পশ্চিমবঙ্গ সরকার তথা দক্ষিণ পরগণা জেলা প্রশাসন আসন্ন সাগর মেলাকে মেগা মেলা করার চ্যালেঞ্জ নিয়েছে। শুক্রবার (২৯ ডিসেম্বর) আলিপুরে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করেছিলেন জেলাশাসক সুমিত গুপ্তা। যেখানে জেলা সভাধিপতি নীলিমা মিস্ত্রি বিশাল সহ জেলার উর্ধ্বতন আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। জেলা শাসক জানান, এবছর মেলা ৮–১৭ জানুয়ারি পর্যন্ত চলবে। ২৭ ডিসেম্বর নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী এই বিষয়ে প্রস্তুতির খোঁজ খবর নেন। তিনিও জানিয়েছেন, এবার মেলায় ৪০ লক্ষ তীর্থযাত্রী আসতে পারে। জেলাশাসক বলেন, এবার পুণ্য স্নানের সময় ১৫ জানুয়ারি বেলা ১২টা ১৩ মিনিটে থেকে ১৬ জানুয়ারী বেলা ১২টা পর্যন্ত। এবার লট নম্বর ৮–এ বার্জের সংখ্যা বাড়ছে। ভেসেল থাকবে ৩২টি।

এরপর পাঁচের পাতায়

মুড়ি গঙ্গার চর ভাবাচ্ছে প্রশাসনকে

ডুবে থাকা বার্জ তোলা মুশকিল

নিজস্ব প্রতিনিধি : আসন্ন গঙ্গাসাগর মেলায় এবার মুড়িগঙ্গা নদীর জেগে ওঠা চর ভাবাচ্ছে প্রশাসনকে। ড্রেজিং প্রায় শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও জেগে উঠছে চর। গত ২৭ ডিসেম্বর নবান্নে গঙ্গাসাগর মেলার প্রস্তুতি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী এক সভা ডাকেন। সেখানে সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী তথা সাগরের বিধায়ক বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা সহ বিভিন্ন দপ্তরের উচ্চপদস্ত আধিকারিকরাও উপস্থিত ছিলেন। বঙ্কিম হাজরা জানান, ২০১৬–১৭ সাল নাগাদ মুড়ি গঙ্গায় একটি বাংলাদেশী বার্জ ডুবে গিয়েছিল। কচুবেড়িয়ার ২ নম্বর টাওয়ারের কাছে। মুখ্যমন্ত্রী জানতে চান, বিষয়টি সেনাবাহিনীকে জানানো হয়েছে কি। মন্ত্রী বলেন, যখন পি উলগানাথন জেলাশাসক ছিলেন তখন একবার জাহাজটি তোলার চেষ্টা হয়েছিল। তারপর কিছু হয়নি। দুর্যোগ মোকাবিলা দপ্তরের আধিকারিক জানান, বিষয়টি ড্রেজিং কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়াকে জানানো হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সাগর মেলা সামনেই, ওটা সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। তাই বিকল্প ব্যবস্থা করে তীর্থযাত্রীদের ভেসেল চলাচল স্বাভাবিক রাখতে হবে। যদিও জানা যাচ্ছে ঐ ডুবে যাওয়া জাহাজের কাছে চর ভালোই জেগে উঠছে। ভেসেল চলাচলে সমস্যা হচ্ছে। দিনে ৭–৮ ঘণ্টা ভেসেল চলাচল বন্ধ রাখতে হচ্ছে। সেচ মন্ত্রী পার্থ ভৌমিক জানিয়েছেন, মুড়িগঙ্গার চর পরিদর্শন করা হয়েছে। দ্বিতীয় দফায় ড্রেজিং শুরু হচ্ছে। চ্যানেল করে ভেসেল চলাচল করবে। কোনো রকম সমস্যা হবে না। সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিম হাজরাও জানিয়েছেন সাগর দ্বীপে আসার মূল মুড়িগঙ্গার নদীপথে যাতে কোনো সমস্যা না হয়, তার জন্য সব দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এখন দেখার মেলার সময় মুড়ি গঙ্গার নদীপথ কতটা সুগম থাকে।

খোলা আকাশের নিচে পরিবার, দেখার কেউ নেই

অমানবিকতার নজির

অরিজিৎ মন্ডল, মন্দিরবাজার: জল প্রকল্পের কাজ করতে গিয়ে ভাঙা হয়েছে আস্ত বাড়ি। শীতে খোলা আকাশের নিচে অসহায়ভাবে বাস করছে মন্দির বাজার থানা এলাকার গাববেড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের রামেশ্বরপুর গ্রামের বাসীন্দা বৃদ্ধা স্বর্ণলতা বৈদ্য ও তার পরিবারের লোকজন। প্রশাসনকে জানিয়েও মেলেনি কোন সুরাহা। অসহায় পরিবারের অভিযোগ, এলাকায় জলের পাইপ লাইনের কাজ করার সময় গত নভেম্বর মাসের ৩০ তারিখ তাদের বাড়িটি ভেঙে পড়ে। এরপরেই নিজেদের সমস্যার কথা স্থানীয় পঞ্চায়েতকে জানালে পঞ্চায়েত থেকে মাত্র একটি ত্রিপল দেওয়া হয়েছে বলে জানান বিধবা বৃদ্ধা মহিলা স্বর্ণলতা বৈদ্য।

ফলে কার্যত ঠাণ্ডাই খোলা আকাশের নিচে দিন কাটছে গোটা পরিবারের। এই ঘটনায় সরব হয়েছে বিজেপি। বিজেপি নেতা রনজিত হালদার বলেন, ওই বৃদ্ধার পরিবারের লোকজন বিজেপি কর্মী, তাই ইচ্ছাকৃতভাবে তাদের বাড়ি ভেঙে দেওয়া হয়েছে। এমনকি তারা কোন সাহায্য পাচ্ছে না।

গাববেড়িয়া পঞ্চায়েতের উপপ্রধান সুবির সর্দার বিজেপির অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে ওই বৃদ্ধাকে আপৎকালীনভাবে একটি ত্রিপল দেওয়া হয়েছে। তবে যেহেতু পিএইচইর পক্ষ থেকে কাজ করা হচ্ছে ফলে এখানে তাদের কিছুই করার নেই। পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে যতটা সম্ভব সাহায্য করা হবে। এই কূটকচালির মধ্যে বাস্তবে স্থানীয় প্রশাসনের গাফিলতিতে গত একমাস ধরে খোলা আকাশের তলায় দিন কাটছে বৈদ্য পরিবারের। পরিবারের কাতর দাবি প্রশাসন যদি তাদের সাহায্য করে তাহলে হয়তো শীত থেকে একটু নিস্তার পেতে পারে।

রাস্তা সংস্কার নিম্নমানের হাত দিলেই উঠে যাচ্ছে পিচ

কল্যাণ রায়চৌধুরী : উত্তর ২৪ পরগনার বাগদা পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত বয়রা গ্রাম পঞ্চায়েতের মুস্তাফাপুর। এই মুস্তাফাপুরের প্রধান রাস্তাটি দীর্ঘ প্রায় কয়েক দশক ধরেই বেহাল। এই রাস্তাটির সংস্কারের দাবি বাসিন্দাদের দীর্ঘ দিনের। প্রায় এক দশকের দাবি মেনে রাস্তাটির সংস্কারের কাজ শুরু হলেও তা এত নিম্নমানের যে হাত দিয়ে খুঁটলেই উঠে যাচ্ছে পিচ এবং খোয়া। পলে ক্ষুদ্ধ বাসিন্দারা রাস্তার কাজ বন্ধ করে দেন। তাদের বক্তব্য, এই রাস্তাটি বয়রা, বাগদাসহ বিভিন্ন জায়গায় যাবার প্রধান মাধ্যম। তাদের অভিযোগ, এবার পথশ্রী'র মাধ্যমে সেই কাজ শুরু হয়েছে। কিন্তু তা এত নিম্নমানের যে হাত দিলেই উঠে যাচ্ছে। খোয়া এবং পিচ যে পরিমাণ দেওয়ার কথা তা দেওয়া হচ্ছে না। সিডিউলে বলা আছে ৭০ এমএম বড় খোয়া, ২০ এমএম পিচ। সেখানে খোয়া কোথাও ৪০, কোথাও ৫০ এমএম। আর পিচ কোথাও ৫, কোথাও ১০ এমএম। বাসিন্দারা বলেন, 'আমরা প্রায় তিরিশ বছর রাস্তার বেহাল দশায় চলছি। ভাবলাম এই রাস্তা হলে আমাদের স্বপ্নপূরণ হবে। কিন্তু রাস্তা এত নিম্নমানের হচ্ছে, তাতে মনে হয়, এই রাস্তার থেকে বেহাল দশাই ভালো ছিল।' তাদের প্রশ্ন, 'প্রায় ৩২ লাখ টাকার বরাদ্দ। তাহলে কাজের মান এত নিম্ন হবে কেন?'

এরপর পাঁচের পাতায়

খাদ্য রসিকদের চাহিদা মেটাতে চলছে দেশি কচ্ছপ পাচার

দেবাশিস রায় : বঙ্গের খাদ্যরসিকদের চাহিদা মেটাচ্ছে ভিনরাজ্য থেকে চোরাপথে আসা দেশি কচ্ছপ। মাঝেমধ্যে রাজ্যজুড়ে পুলিশ–প্রশাসনের হাতে এধরনের চোরাই কচ্ছপ ধরা পড়লেও চোরাচালান কিন্তু পুরোপুরি বন্ধ হয়নি। এই অসাধু কারবারটা যে বহাল তবিয়তেই রয়ে গিয়েছে সেটা আরও একবার প্রমাণ হয়ে গেল। ২৭ ডিসেম্বর বুধবার সাতসকালে বর্ধমান জংশন স্টেশনে হাওড়াগামী ডাউন চম্বল এক্সপ্রেস ট্রেনের একটি কামরা থেকে জীবিত অবস্থায় ৯৮টি দেশি কচ্ছপ উদ্ধার করেছে আরপিএফ। কচ্ছপগুলোকে বর্ধমান বন দপ্তরের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। বন দপ্তরের একটি সূত্রে জানা গিয়েছে, এই নিয়ে ২০২৩ সালে শুধুমাত্র বর্ধমান জংশন স্টেশন এবং শহর সংলগ্ন এলাকা থেকে উদ্ধার হওয়া চোরাই কচ্ছপের সংখ্যাটা কয়েক হাজার। মাসকয়েক আগে উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার নৈহাটি জংশন স্টেশন থেকে বিপুল সংখ্যক কচ্ছপ উদ্ধার হয়েছিল। এভাবে কখনও শিয়ালদহ ডিভিশন, কখনও আসানসোল ডিভিশন আবার কখনও হাওড়া ডিভিশনের রেলপথ হয়ে একাধিক কৌশলে চোরাচালানকারীরা প্রতিনিয়ত কচ্ছপ পাচার করে চলেছে।

এরপর পাঁচের পাতায়

সম্পাদকের ফেসবুক জাল করল দুঃস্কৃতিরা

নিজস্ব প্রতিনিধি : আলিপুর বার্তা পত্রিকার সম্পাদক ড. জয়ন্ত চৌধুরীর ফেসবুক নকল করে একটি ফেক অ্যাকাউন্ট করা হয়েছে বলে তিনি পুলিশ প্রশাসনকে জানিয়েছেন। ড. চৌধুরী এই মর্মে গত ২৮ ডিসেম্বর পর্ণশ্রী থানায় একটি জিডি করেন (জিডি নং ২৩৮১) ও কলকাতা পুলিশের সাইবার সেলকে এ ব্যাপারে অবহিত করা হয়েছে। তিনি আশংকা প্রকাশ করেছেন যে এই ফেক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে তাঁর মর্যাদাহানির অপচেষ্টা হতে পারে কিংবা কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী, সংস্থা নিজদের দুরভিসন্ধির স্বার্থে এই ফেক অ্যাকাউন্ট তৈরি করেছে। উল্লেখ্য ড. চৌধুরী একজন সুপরিচিত নেতাজি বিশেষজ্ঞ ও লেখক। তাঁর ফেসবুক নকল করার তীব্র নিন্দা জানিয়ে তাঁর পাশে পুরো আলিপুর বার্তা পরিবার রয়েছে বলে জানানো হয়েছে।

নদীর চরে তৈরি হচ্ছে পাকা বাড়ি, নির্বিকার প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার পাথরপ্রতিমা ব্লকের শিবের মেলার ঢিল ছোড়া দূরত্বে শিবশক্তি ব্রিজ সংলগ্ন নদীর চরে গড়ে উঠছে একের পর এক পাকা বাড়ি,নদীর চরের মাটি কেটে বাঁধের ধার ভরিয়ে অবাধে চলছে ইটের ব্যবসা। কিন্তু এসব দেখেও দেখছে না প্রশাসন মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে নদীমাতা রক্ষায় আরো বেশি করে ম্যানগ্রোভ লাগানোর কথা সেখানে এমন ছবি ধরা পড়ল পাথর প্রতিমায়।

শিবশক্তি ব্রিজ সংলগ্ন অপর পাড়ের নদীর চরের এক প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক নদীচরের গাছ কেটে পাকা বাড়ি তৈরি করছে বলে অভিযোগ। তবে এই বিষয় নিয়ে প্রাথমিক স্কুলের অন্তর্ভুক্ত শিক্ষক শ্যামসুন্দর ডাকুয়া সংবাদ মাধ্যমের সামনে কিছু না বললেও জানান তার নাকি কাগজপত্র রয়েছে, সেই কারণেই তিনি ঘর তৈরি করছেন। তবে কোন অনুমতি ছাড়াই কি করে ঘর তৈরি হচ্ছে বা জলজমিকে ভরাট করার পারমিশন দেওয়া হচ্ছে তা নিয়েই উঠছে প্রশ্ন।

এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট রামগঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের বর্তমানের প্রধান প্রভাত কুমার সেনাপতি বলেন তার কাছ থেকে চরা ভরাটের কোনরূপ পারমিশন নেওয়া হয়নি। অন্যদিকে পাথর প্রতিমার বিএলআরও অপূর্ব পান্ডা বলেন তিনি অভিযোগ পেয়েছেন, ইতিমধ্যে তদন্তও শুরু করেছেন।

তবে প্রশ্ন উঠছে কিভাবে সরকারি নদীবাঁধ সংলগ্ন এলাকার কাগজপত্র থাকতে পারে? অন্যদিকে যেখানে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বারে বারে নদী বাঁধ রক্ষায় ম্যানগ্রোভ লাগানোর কথা বলছেন সেখানে ম্যানগ্রোভ ধ্বংস করে চলছে পাকা বাড়ি নির্মাণ কিভাবে? কেন চুপ করে রয়েছে প্রশাসন?

ডায়মন্ডহারবার কেন্দ্রে সোনালী কি বিজেপির প্রার্থী

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের ঢাকে কাঠি পড়ে গেছে। বিজেপি শিবির জোরদার তৎপরতা শুরু করেছে। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা কলকাতায় এসে নির্বাচন নিয়ে দীর্ঘ মিটিং করেছেন। কোন কেন্দ্রে কে প্রার্থী হবেন সে নিয়ে চলছে জোর জল্পনা। তবে এবার বিজেপি শিবির সবদিক খতিয়ে দেখে প্রার্থী নির্বাচন করতে চাইছে। সূত্রের খবর আলটপকা প্রার্থী না করে যারা দীর্ঘদিন ধরে বিজেপির সঙ্গে যুক্ত এবং আরএসএসের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক আছে তাদেরকেই প্রার্থী করা হবে বলে সূত্র মারফত জানা গিয়েছে। গত বিধানসভা নির্বাচনে যাকে তাকে প্রার্থী করতে গিয়ে দলকে বেশ অপদস্ত হতে হয়েছিল। সেই ভুল আর যাতে না হয়, তা

খতিয়ে দেখছে বিজেপি কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। সূত্রের খবর যারা ইতিমধ্যেই লোকসভা নির্বাচনে জিতে আছেন সকলেই হয়তো প্রার্থী হতে না পারেন। এর সঙ্গে বেশ কিছু নতুন মুখ তুলে আনা হতে পারে। অনেকের আবার কেন্দ্র পরিবর্তন হতে পারে। বেশ কয়েকজন মহিলা প্রার্থীও হবেন এবারের লোকসভা নির্বাচনে।

ডায়মন্ডহারবার লোকসভা কেন্দ্র একটি উল্লেখযোগ্য নির্বাচনক্ষেত্র। কারণ এখান থেকেই নির্বাচিত হয়েছেন সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক ব্যানার্জি। আবার তিনি মুখ্যমন্ত্রীর ভাইপোও বটে। সূত্রের খবর এই কেন্দ্রে নাকি বিজেপি মমতা ব্যানার্জীর এক সময়ের ছায়াসঙ্গী সোনালী গুহকে প্রার্থী করে চমক দিতে পারে। বিগত দিনে সোনালী গুহ সাতগাছিয়া বিধানসভা কেন্দ্র থেকে পরপর চারবার জিতে তৃণমূল থেকে বিধায়ক হয়েছেন। এমনকী একবার ডেপুটি স্পিকারও হয়েছিলেন। ২০২১ সালে তিনি টিকিট না পেয়ে দুঃখে তৃণমূল ছেড়ে বিজেপি শিবিরে চলে যান। যদিও নির্বাচনে লড়েন নি। পরবর্তী সময়ে তিনি বিজেপি থেকেও নিষ্ক্রিয় হয়ে গিয়েছিলেন। এমনকী তৃণমূলে ফিরে যেতে মত প্রকাশ করেন। যদিও তৃণমূল তাকে পাত্তাই দেয়নি। বেশ কিছুদিন ধরে হঠাৎই তিনি বিজেপি শিবিরে সক্রিয় হয়ে উঠেছেন। বিজেপির বিভিন্ন সভা সমিতিতেও তাঁকে দেখা গেছে। তিনি অভিষেক ব্যানার্জি তথা ব্যানার্জি পরিবারের প্রতি সংবাদমাধ্যমে সরব হয়েছেন বারবার। একদা মমতা ঘনিষ্ঠ সোনালী গুহর বিস্ফোরক মন্তব্যে রাজ্য রাজনীতি তোলপাড় হয়েছে। শোনা যাচ্ছে ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রে সোনালি গুহ প্রার্থী হলে তৃণমূল বেশ অস্বস্তিতে পড়তে পারে।

এরপর পাঁচের পাতায়

উত্তরের আঙিনায়

রক্ত সংকট দূর করতে উদ্যোগী সুভাষসেবি ক্লাব

জয়দীপ মৈত্র,দক্ষিণ দিনাজপুর: দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার ব্লাড ব্যাংকগুলোতে রক্ত সংকট দূর করতে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করল দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর পৌরসভার ১৭ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত সুভাষসেবী ক্লাব। রবিবার সুভাষপল্লী এলাকায় ক্লাবের তরফে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। রক্তদান করেন প্রায় ৩০ জন যুবক। এছাড়াও এলাকার ৪০০জন দুঃস্থ মানুষদের হাতে শীতবস্ত্র তুলে দেন গঙ্গারামপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান প্রশান্ত মিত্র সহ বিশিষ্ট কর্মকর্তারা। এদিনের অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন ক্লাব সম্পাদক

প্রসেনজি দাস,তৃণমূল নেতা তথা দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা আইএনটিটিউসির সহ সভাপতি আনোয়ার হোসেন, ১৭ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলার সুভাষ কুন্ডু,অতনু রায় সহ অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা। গঙ্গারামপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংক রক্ত সংগ্রহ করে। সুভাষসেবি ক্লাবের এই মহতি উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন গঙ্গারামপুরের মানুষ সহ জেলাবাসীরা।

বড়দিনে গঙ্গারামপুরের ক্যাথলিক চার্চে ভিড়

নিজস্ব সংবাদদাতা : প্রতিবারের মতো এবারেও বড়দিনের উৎসবে মেতে উঠেছে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুরের রাজিবপুর ক্যাথলিক চার্চ। বড়দিন উপলক্ষ্যে গির্জার পাশে বসেছে বিশাল এক মেলা। এদিন সকাল থেকে প্রার্থনা করতে চার্চে ভিড় জমায়

খ্রীষ্টান ধর্মাবলী মানুষজন। সেইসঙ্গে জেলার ঐতিহাসিক স্থান বানগরেও ভিড় জমান পর্যটকরা। প্রসঙ্গত, ২৫ ডিসেম্বর যিশুখ্রিস্টের জন্মদিন বা বড়দিন। এদিন সকাল থেকে প্রার্থনা করতে চার্চে ভিড় জমান খ্রিস্টান ধর্মের মানুষজন।

ওয়ার্ড উৎসবে মিনি ফুটবল

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি : শিলিগুড়িতে শুরু হয়েছে ওয়ার্ড উৎসব। ডেপুটি মেয়র তথা ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর রঞ্জন সরকারের ওয়ার্ডেও চলছে এই উৎসব। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পাশাপাশি ক্রীড়া অনুষ্ঠান চলছে। বিবেকানন্দ স্কুলের মাঠে দিবা-রাত্রি ব্যাপি নকআউট মিনি ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।শিলিগুড়িতে শীতকাল মানে জমজমাট উৎসব অনুষ্ঠান। বিভিন্ন ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে ওয়ার্ড উৎসব হয়ে থাকে। ডিসেম্বর মাসের শেষের থেকে ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত বিভিন্ন ওয়ার্ডগুলিতে ওয়ার্ড উৎসবের অনুষ্ঠান হয়ে থাকে।

শুরু হয়ে গিয়েছে চলতি বছরের ওয়ার্ড উৎসব। শিলিগুড়ি পুর নিগমের ১২ নং ওয়ার্ডের ওয়ার্ড উৎসব সুচিন্তন এর প্রভাত ফেরির মাধ্যমে শুভ সূচনা হল। এদিন সকালে প্রভাত ফেরির মাধ্যমে সূচনা হয় ওয়ার্ড উৎসবের। আগামী দিনগুলি ধরে চলবে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসহ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। এদিন এই ওয়ার্ড উৎসবের উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন ওয়ার্ডের কাউন্সিলর বাসুদেব ঘোষসহ বিশিষ্ট জনেরা।

নতুন বছরে ফের চালু শিলিগুড়ি–রাঁচি বাস

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি : দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর চালু হতে চলেছে শিলিগুড়ি–রাঁচি বাস পরিষেবা। কাগজপত্র রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত কিছু অসুবিধার কারণে শিলিগুড়ি থেকে রাঁচি বাস পরিষেবা বন্ধ ছিল। আবার এই বাস পরিষেবা চালু হবে। নতুন বছরে এই বাস পরিষেবা চালু হবে বলে পরিবহন ভবনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জানান উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার চেয়ারম্যান পার্থ প্রতিম রায়। তিনি আরো বলেন,

মোট ৫৫ সিটের বাস চলবে শিলিগুড়ি থেকে রাঁচি পর্যন্ত। এছাড়া নতুন বছরে কোচবিহার থেকেও দার্জিলিং পর্যন্ত বাস পরিষেবা চালু হবে।' এছাড়াও কোচবিহার থেকে দার্জিলিং বাস পরিষেবা সপ্তাহে তিন দিন চলবে।

সাপ্তাহিক রাশিফল

প্রিয়া জ্যোতিঃশাস্ত্রী

৩০ ডিসেম্বর ২০২৩ – ৫ জানুয়ারি ২০২৪

মেষ রাশি : যে কোনও কর্মে অমনোযোগিতা ও অন্যমনস্কতা বৃদ্ধি। অ্যালকোহল জাতীয় পানীয়ের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি। বিপরীত লিঙ্গের থেকে চাকরি পাওয়ার সুযোগ ও আর্থিক উপার্জনের সুযোগ আসার সম্ভাবনা। আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা। চাকরি ক্ষেত্রে বুদ্ধিমত্তার পরিচয়। ব্যবসায় সাফল্যে বাধা।

প্রতিকার : ২৮ বার ওম মন্ত্রটি পাঠ করুন।

বৃষ রাশি : ব্যবসায় বিনিয়োগে শুভ ফল লাভের সম্ভাবনা। অতিরিক্ত অর্থ ব্যয়ের দরুন ঋণের সম্ভাবনা। সন্তানের পড়াশুনার জন্য আর্থিক বৃদ্ধির দরুণ সংসারিক টানা পোড়েন বৃদ্ধি। ভাই বোনের সঙ্গে সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ আলোচনার মাধ্যমে সুরাহা হওয়ার সম্ভাবনা।

প্রতিকার : বট গাছ লাগিয়ে গাছে জল দিন।

মিথুন রাশি : ব্যবসায় উন্নতির সুবর্ণ সুযোগ আসতে পারে। বুদ্ধিমত্তার জেরে ব্যবসায় অগ্রগতি। চাকরি ক্ষেত্রে আশাতীত ফল লাগে বিলম্ব। প্রেসার, অর্শ প্রভৃতির রোগের বৃদ্ধির সম্ভাবনা। নানা ক্ষেত্র থেকে অর্থ আয়ের সুযোগ আসতে পারে। অর্জিত অর্থের অতিরিক্ত ব্যয় চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

প্রতিকার : নকল ক্রিস্টাল বা সাদা হাঁস উপহার দিন বিপরীত লিঙ্গকে।

কর্কট রাশি : যে কোনও কর্মে সিদ্ধান্ত নিতে দ্বিধাগ্রস্ত ভাব। অন্য কোনও সংস্থায় কর্ম করার সুযোগ মিলতে পারে। মূল্যবান তথ্য বা কোনও দ্রব্য হারিয়ে ফেলতে পারেন। গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া প্রয়োজন। দাম্পত্য সুখ ব্যহত হতে পারে। উঁচু জায়গা থেকে পতনের সম্ভাবনা।

প্রতিকার : গুরুজনদের সেবা করুন।

সিংহ রাশি : শারীরিক সুস্থতা বজায় রাখা কঠিন। হঠকারী সিদ্ধান্ত থেকে বিরত থাকুন। সাবধানে চলাফেরা করুন। সন্তানের আচরণে উদ্বেগ বৃদ্ধি। দাম্পত্য কলহ বৃদ্ধি। ভাইবোনের সঙ্গে সম্পত্তি নিয়ে বিবাদের সম্ভাবনা। ব্যবসায় বাধা। কর্মপ্রাপ্তির সম্ভাবনা।

প্রতিকার : কালো বা সাদা মুক্তোর মালা পরুন।

কন্যা রাশি : ব্যবসায় বিনিয়োগে আশাতীত ফল লাভে বিলম্ব। জ্যোতিষ চর্চায় আগ্রহ বৃদ্ধি। দাম্পত্য সুখ বৃদ্ধি। অতিরিক্ত পরিশ্রম করেও মান সম্মান হানি ও যথোচিত পারিশ্রমিক না পাওয়ার সম্ভাবনা। সম্পত্তি ক্রয়ের সুযোগ আসার সম্ভাবনা।

প্রতিকার : দুধ ও চাল দিয়ে সোনা বা রুপোর দ্রব্য ধুয়ে মাটিতে পুঁতে দুধ মাটিতে ঢালুন।

তুলা রাশি : সন্তানের আচরণে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণায় শুভ ফল লাভে বাধা। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। স্বাস্থ্য নিয়ে সতর্কতার প্রয়োজন। আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা। পথ দুর্ঘটনা থেকে সাবধান। ব্যবসায়ে বিনিয়োগে সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। লটারিতে অর্থ বিনিয়োগ না করাই শ্রেয়। শিল্পী সত্তার বিকাশের সম্ভাবনা।

প্রতিকার : কুষ্ঠ রোগী এবং মূক-বধিরদের সেবা করুন।

বৃশ্চিক রাশি : সরকারি কর্মচারীদের ক্ষেত্রে পদোন্নতির সঙ্গে দায়িত্ব বৃদ্ধির সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে উপস্থিত বুদ্ধির সম্ভাবনা। অংশীদারী ব্যবসায় সাফল্য। কর্মক্ষেত্রে মান-সম্মান বৃদ্ধির সঙ্গে আয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা। চাকরি ক্ষেত্রে সাফল্যে বিলম্ব। উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের বিরাগ ভাজন হওয়ার সম্ভাবনা।

প্রতিকার : জন্মদিনে গরিবদের সেবা করুন।

ধনু রাশি : ব্যবসায় সুফল লাভের সম্ভাবনা। চাকরি ক্ষেত্রে মান-সম্মান হানির সম্ভাবনা। 'ঋণ নেওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি। উপার্জন বৃদ্ধির সম্ভাবনা। স্বজনের সঙ্গে সম্পর্ক হানির সম্ভাবনা। জ্ঞাতি শত্রু বৃদ্ধির সম্ভাবনা। বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে আয়ের সুযোগ। যে কোন কর্মে দ্বিধাগ্রস্ত ভাব ত্যাগ করুন। উপযুক্ত পারিশ্রমিক পেতে বিলম্ব।

প্রতিকার : রুপোর টুকরো পকেটে রাখুন।

মকর রাশি : কর্মক্ষেত্রে অতি সতর্কতার সঙ্গে কর্ম করার প্রয়োজন নতুবা বুদ্ধি বিভ্রমের দরুন কর্মক্ষেত্রে সমস্যার মধ্যে পড়তে পারেন। উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার জন্য বিদেশ যাওয়ার সম্ভাবনা। ঠাণ্ডা জনিত রোগে নার্ভ ও চোখ সংক্রান্ত রোগের বৃদ্ধির সম্ভাবনা। সম্পত্তি নিয়ে পারিবারিক মতানৈক্য বৃদ্ধি। গুরুজনের স্বাস্থ্যের যত্ন নিন।

প্রতিকার : অন্যায় কাজ থেকে বিরত থেকে অন্যের উপকার করুন।

কুম্ভ রাশি : বাড়ি বা গাড়ি ক্রয় করার সুযোগ আসতে পারে। বুদ্ধিমত্তার জেরে কর্মক্ষেত্রে সুযোগ লাভের সম্ভাবনা। ব্যবসায় সুফল লাভের সম্ভাবনা। ভাই-বোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতির সম্ভাবনা। অতিরিক্ত ব্যয় বৃদ্ধির দরুণ ঋণ করার পরিকল্পনা।

প্রতিকার : বাদামি রঙের কুকুর পালন করুন।

মীন রাশি : ভাবাবেগের দরুন কর্মে আলস্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা। উচ্চ স্থান থেকে পতন বা দুর্ঘটনার কবলে পড়তে পারেন। নানা ক্ষেত্র থেকে অর্থ উপার্জনের সুযোগ আসতে পারে। ভাই বোনকে নিয়ে ভ্রমণের পরিকল্পনা হতে পারে। ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে শুভ ফল লাভের সম্ভাবনা। আর্থিক অনটন বৃদ্ধির সম্ভাবনা।

প্রতিকার : সকালে মধু খেয়ে বাইরে বেরোবেন।

কাজের খবর

স্বাস্থ্য দফতরে ১৬ নার্স, অ্যাসিস্ট্যান্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, : পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সমিতির অধীন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সমিতি স্টাফ নার্স, কমিউনিটি হেলথ অ্যাসিস্ট্যান্ট, মাল্টি রিহ্যাবিলিটেশন ওয়ার্কার পদে ১৬ জন ছেলেমেয়ে নিচ্ছে। কারা কোন পদের জন্য যোগ্য।

স্টাফ নার্স : ভারতীয় নার্সিং কাউন্সিল স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে জিএনএম কোর্স পাশরা আবেদন করতে পারেন। বাংলা ভাষায় লিখতে, পড়তে ও বলতে পারা দরকার। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে। পারিশ্রমিক মাসে ২৫,০০০ টাকা। শূন্যপদ : ৩টি (জেনাঃ ২, তঃউঃজাঃ ১)।

কমিউনিটি হেলথ অ্যাসিস্ট্যান্ট : এ এন এম কোর্স পাশরা পশ্চিমবঙ্গ নার্সিং কাউন্সিলে নাম নথিভুক্ত থাকলে যোগ্য। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে। জি এন এম কোর্স পাশরা যোগ্য। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে। পারিশ্রমিক মাসে ১৩,০০০ টাকা। শূন্যপদ : ৯টি (জেনাঃ ৩, ও বি সি-এ ক্যাটেগরি ১, তঃ জাঃ ৪, তঃ উঃ জাঃ ১)।

মাল্টি রিহ্যাবিলিটেশন ওয়ার্কার : ফিজিওথেরাপির ডিগ্রি কোর্স

পাশরা কোনো হাসপাতালে অন্তত ২ বছর কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকলে যোগ্য। ফিজিওথেরাপির মাস্টার ডিগ্রি কোর্স পাশ হলে ভালো হয়। বয়স হতে হবে ২১ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে। পারিশ্রমিক মাসে ১৮,০০০ টাকা।

শূন্যপদ : ৪টি (তঃজাঃ ২, তঃউঃজাঃ ১, ওবিসি-এ ক্যাটেগরি ১)। সব ক্ষেত্রে বয়স হতে হবে ১-১-২০২৩'র হিসেবে। তপশিলী, ও.বি.সি'র যথারীতি বয়সে ছাড় পাবেন। এই পদের মেমো নং : DHFWS/2406. Date : 15.12.2023.

প্রার্থী বাছাই হবে টেস্ট বা ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে।

দরখাস্ত করবেন অনলাইনে ৮ জানুয়ারির মধ্যে। এই ওয়েবসাইটে : www.wb-health.gov.in, www.ddi-najpur.nic.in এজন্য বৈধ ই-মেল আই ডি. থাকতে হবে। এছাড়াও পাসপোর্ট মাপের বৈধ ই-মেল আই.ডি. থাকতে হবে। এছাড়াও পাশপোর্ট মাপের ফটো ও সিগনেচার স্ক্যান করে নেবেন। প্রথমে ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলে নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তারপর পরীক্ষা ফি বাবদ ১০০ (সংরক্ষিত ক্যাটেগরি হলে ৫০) টাকা অনলাইনে জমা দেবেন। টাকা জমা দেওয়ার পর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওই ওয়েবসাইটে।

মেট্রো রেলে ১২৯ অ্যাপ্রেন্টিস

নিজস্ব সংবাদদাতা : কলকাতা মেট্রো রেল 'অ্যাপ্রেন্টিস' হিসাবে ১২৯ জন লোক নিচ্ছে। কোনো স্বীকৃত পর্ষদ বা, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মোট অন্তত ৫০% নম্বর পেয়ে মাধ্যমিক পাশ ছেলেরা এনসিভিটি'র অনুমোদিত আইটিআই থেকে ফিটার, ইলেক্ট্রিশিয়ান, ওয়েল্ডার, মেশিনিস্ট ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশ হলে আবেদন করতে পারেন। সংশ্লিষ্ট ট্রেডে আইটিআই কোর্স পাশ না আবেদন করবেন না। বয়স হতে হবে ১-১-২০২৪'র হিসাব ১৫ থেকে ২৪ বছরের মধ্যে। তপশিলীরা ৫ বছর, ওবিসি'রা ৩ বছর, শারীরিক প্রতবন্ধীরা ১০ বছর বয়সে ছাড় পাবেন। ১ বছরের ট্রেনিং। কোন ট্রেডে ক'টি শূন্যপদ : ৮৩টি (জেনাঃ ৩৪, ওবিসি ২২, তঃজাঃ ১২, তঃউঃজাঃ ৬, প্রতিবন্ধী ৩, প্রাঃসঃকঃ ৬)। ইলেক্ট্রিশিয়ান – ২৮টি (জেনাঃ ১৩, ওবিসি ২, তঃজাঃ ১, তঃউঃজাঃ ১)। ওয়েল্ডার – ৯টি (জেনাঃ ৫, ও.বি.সি ২, তঃজাঃ ১, তঃউঃজাঃ ১)। ১৯৬১ সালের অ্যাপ্রেন্টিস নিয়মানুযায়ী ট্রেনিং। তখন স্টাইপেন্ড পাবেন। হস্টেল নেই। ট্রেনিং শেষে চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। বিজ্ঞপ্তি নং : 01/24/Metro Railway/Kolkata, Dated : 05.12.2023.

মাধ্যমিক পাওয়া নম্বর দেশে ও আইটিআই কোর্স পাশের সার্টিফিকেট ও অন্যান্য প্রমাণপত্র দেশে প্রাথমিকভাবে বাছাই প্রার্থীদের শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষার জন্য ডাকা হবে।

কোনো লিখিত পরীক্ষা বা ইন্টারভিউ হবে না। উচ্চ শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকলে বাড়তি কোনো সুযোগ পাবেন না। মোট শূন্যপদের ১.২৫ গুণ প্রার্থীকে ডাকা হবে।

আগ্রহী প্রার্থীদের প্রথমে অ্যাপ্রেন্টিস হিসাবে নাম নথিভুক্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটে : www.appenliceshipindia.org নাম নথিভুক্ত করার কল লেটার প্রিন্ট করে নেবেন। এবার দরখাস্ত করতে হবে নির্দিষ্ট ফর্মে ও কল লেটারের বয়ান আলাদা কাগজে টাইপিং করার পর নিজের হাতে বল পয়েন্ট পেনে পূরণ করে। দরখাস্তের ফর্ম ডাউনলোড করতে পারবেন এই ওয়েবসাইটে : www.mtp.indian railways.gov.in তখন সঙ্গে দেবেন : (১) মাধ্যমিক পাশের মার্কশিট ও সার্টিফিকেটের প্রত্যায়িত নকল, (২) আই.টি.আই পাশের সার্টিফিকেটের প্রত্যায়িত নকল, (৩) বয়সের প্রমাণপত্র হিসাবে মাধ্যমিকের সার্টিফিকেটের প্রত্যায়িত নকল (৪) তপশিলী, ওবিসি'রা দেবেন কাস্ট সার্টিফিকেটের প্রত্যায়িত নকল, (৫) প্রাক্তন সমরকর্মীদের বেলায় ডিসচার্জ সার্টিফিকেটের প্রত্যয়িত নকল, (৬) প্রতিবন্ধীরা দেবেন যথাবিহীত সার্টিফিকেটের প্রত্যয়িত নকল, (৭) নিজের নাম-ঠিকানা লেখা ও ৫ টাকার ডাকটিকিট সাঁটা ১০×৫ ইঞ্চি মাপের ২টি খাম (তপশিলী, প্রতিবন্ধীদের লাগবে না), (৮) এখনকার তোলা ও নিজের সই করা আর গেজেটেড অফিসারের প্রত্যয়িত করা ২ কপি পাশপোর্ট মাপের ফটো (১ কপি দরখাস্তের নির্দিষ্ট জায়গায় সেঁটে ও আর এক কপি কল লেটারের নির্দিষ্ট জায়গায় সেঁটে), (৯) ১০০ টাকার ক্রসড পোস্টাল অর্ডার। 'PFA & CAO. Metro Railway, Kolkata 'র অনুকূলে ও পেয়েবল অ্যাট লিখবেন 'GPO/Kolkata'. তপশিলী, সংখ্যালঘু, মহিলা, প্রতিবন্ধী ও আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়াদের ফী লাগবে না। দরখাস্তের নির্দিষ্ট জায়গায় সই করবেন ও দরখাস্তের নির্দিষ্ট জায়গায় সই করবেন ও দরখাস্তের নির্দিষ্ট জায়গায় ছাপার কালো কালিতে বুড়ো আঙুলের ছাপ দেবেন (অন্য কোনো কালিতে ছাপ দিলে দরখাস্ত বাতিল হবে)। দরখাস্ত ভরা খামের ওপর লিখবেন 'Application for Metro Railway against Notice No 01/24/Metro Railway/Kolkata dated 05.12.2023 for engagement of Act Apprentics'. দরখাস্ত পাঠাবেন সাধারণ ডাকে। পূরণ করা দরকাস্ত পৌঁছনো চাই ৪ জানুয়ারির মধ্যে। এই ঠিকানায় : The Dy. Chief Personal Officer, Metro Railway/Kolkata. Metro Rail Bhavan. 33/1, J. L. Nehru Road. Kolkata 71. এছাড়াও পূরণ করা দরখাস্ত জমা দিতে পারবেন সরাসরি হাতে-হাতে বেলা ১০টা থেকে ৬টার মধ্যে নির্দিষ্ট বক্সে।

শব্দবার্তা ২৭৭

১	২			৩		৪	
			৫				
					৬		
	৭	৮					
				৯		১০	
১১	১২						
			১৩				
১৪					১৫		

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। দেবী দুর্গা ৩। অর্ধচন্দ্র ৫। পথ, রাস্তা ৬। নমস্কার ৭। হ এই বর্ণ ৯। ব্যয় ১৪। কাব্যে জন্ম ১৩। মূল্য, দাম ১৪। খড়্গ ১৫। মৃত্যুর দেবতা, যম।

উপর-নীচ

২। ভীতিজনক ৩। ত্রুটি, অপরাধ ৪। বোধ ৫। দ্রব্যাদির দর ৬। প্রধান ৮। দৃঢ়, মজবুত ৯। সংবাদ ১০। এক ধরনের মিষ্টি ১২। দৃষ্টি ১৩। শতরঞ্চি, সৃজনি।

সমাধান : ২৭৬

পাশাপাশি : ১। অঙ্গন ৪। গরিব ৫। তাসের ঘর ৬। সরকার ৭। অনুচর ৯। জনমানব ১১। দায়ের ১২। কফিন।

উপর-নীচ : ১। অবতার ২। নম্বর ৩। ঠাকুরঘর ৪। গতর ৬। সমাজপতি ৭। অবদান ৮। চতুর ১০। মানিক।

বিজ্ঞপ্তি

সভা, সাহিত্যসভা, সেমিনার, বই প্রকাশ, সিডি প্রকাশের জন্য আপনাদের অপেক্ষায়

হিন্দ্ সংঘ

যোগাযোগ

৮৫৮২৯৫৭৩৭০

বিজ্ঞপ্তি

কম খরচে পাত্র-পাত্রী, কর্মখালি, টেন্ডার নোটিশ সহ ক্লাসিফায়েড বিজ্ঞাপন দিতে যোগাযোগ করুন আলিপুর বার্তা দফতরে। ই-মেলেও বিজ্ঞাপন পাঠাতে পারেন।

কর্মখালি

দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুরের সামালি এলাকায় সমাজ কল্যাণ দফতর অনুমোদিত আবাসিক হোমে ছেলেদের দেখাশোনা করার জন্য একজন মাঝ বয়সী লেখাপড়া জানা অভিজ্ঞ সর্বক্ষণের পুরুষ কেয়ার টেকার প্রয়োজন। সত্বর যোগাযোগ করুন এই নম্বরে : ৮০১৩৫২৩০৯৫/ ৯৮৩০২৮৪৯৯২

রাজ্য সরকারের অডিট ও অ্যাকাউন্টস অফিসার

পিএসসি'র অডিট অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস সার্ভিস পরীক্ষার মাধ্যমে

নিজস্ব সংবাদদাতা : পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'ওয়েস্ট বেঙ্গল অডিট অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস সার্ভিস'এ কাজের জন্য কিছু ছেলেমেয়ে নেওয়া হবে। পশ্চিমবঙ্গ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের ডেপুটি সেক্রেটারি ২৩ ডিসেম্বর এক সংক্ষিপ্ত বিজ্ঞপ্তিতে জানান, ২০২৩ সালের অডিট অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস সার্ভিস পরীক্ষার জন্য দরখাস্ত নেওয়া শুরু হবে খুব শিগগিরই এই পদের জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতা, বয়স, প্রার্থী বাছাই পদ্ধতি ইত্যাদি দেওয়া হল। কমার্স শাখার গ্র্যাজুয়েট ছেলেমেয়েরা আবেদন করতে পারেন। চাটার্ড ও কস্ট অ্যাকাউন্ট্যান্সি কোর্স পাশরাও আবেদন করার যোগ্য। এম.বি.এ. / পি জি ডি এম (ফিনান্স) : কোর্স পাশরাও যোগ্য। এ আই সি টি ই'র অনুমোদিত সংস্থা থেকে ফিনান্সের ২ বছরের পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি কোর্স পাশ হলেও যোগ্য। কম্পিউটারে কাজ করার জ্ঞান থাকলে ভালো হয়। বয়স হতে হবে ১-১-২০২৩'র হিসাবে ২১ থেকে ৩৬ বছরের মধ্যে। তপশিলীরা ৫ বছর ও বি সি সম্প্রদায়ের প্রার্থীরা ২১ থেকে ৩৬ বছরের মধ্যে। তপশিলীরা ৫ বছর, ও বি সি সম্প্রদায়ের প্রার্থীরা ৩ বছর ও শারীরিক প্রতিবন্ধীরা ৯ বছর বয়সে ছাড় পাবেন। মূল মাইনে : ৫৬,১০০-১,৪৪,৩০০ টাকা। শূন্যপদের সংখ্যা পরে জানানো হবে।

প্রার্থী বাছাই করবে 'পশ্চিমবঙ্গ পাবলিক সার্ভিস কমিশন', '২০২৩ সালের ওয়েস্ট বেঙ্গল অডিট অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস সার্ভিস' পরীক্ষার মাধ্যমে। প্রথমে প্রিলিমিনারি লিখিত পরীক্ষা হবে জুন-জুলাই মাস নাগাদ, কলকাতা ও শিলিগুড়িতে। লিখিত প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় থাকবে 'জেনারেল স্টাডিজ' এর ২০০ নম্বরের একটি প্রশ্নপত্র। সময় আড়াই ঘন্টা। নেগেটিভ মার্কিং আছে। এই পরীক্ষায় থাকবে ২টি গ্রুপ। প্রথম গ্রুপে থাকবে : (১) ইংরিজি কম্পোজিশন ৫০ নম্বর (২) জেনারেল নলেজ, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গুরুত্ব ভারতের ইতিহাস, ভারতের জাতীয় আন্দোলন, ভূগোল ও রিজনিং- ৪০ নম্বর (৩) ভারতীয় সংবিধান (নীতি আয়োগ, প্ল্যানিং কমিশন, ফিনান্স কমিশন, ফিনান্স অ্যাকাউন্ট অ্যান্ড অডিট) ৩৫ নম্বর। দ্বিতীয় গ্রুপে থাকবে। (১) বিজনেস ম্যাথমেটিক্স অ্যান্ড স্ট্যাটিস্টিক্স ৩৫ নম্বর (২) অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড কস্টিং ৪০ নম্বর।

সফল হলে 'মেন' পরীক্ষা হবে কলকাতায়। ৮০০ নম্বরের মেন পরীক্ষায় ডেসক্রিপ্টিভ টাইপের প্রশ্ন থাকবে। এর মধ্যে ৫০০ নম্বরের ৫টি আবশ্যিক বিষয় থাকলে। (১) ইংরিজি প্রবন্ধ, প্রেসি লেখা ও কম্পোজিশন, (২) বাংলা প্রবন্ধ, প্রেসি লেখা ও কম্পোজিশন (৩) জেনারেল নলেজ ও কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স, (৪) বাণিজ্যিক অঙ্ক ও স্ট্যাটিটিক্স, (৫) অডিটিং।

এছাড়াও ঐচ্ছিক বিষয়ে থাকবে ৩০০ নম্বর : ৩টি গ্রুপের প্রতিটি থেকে ১টি করে পেপার নিতে হবে। 'এ' গ্রুপে থাকবে এইসব বিষয় : (১) ম্যাক্রো ইকনমিক্স অ্যান্ড পাবলিক ফিনান্স (২) ইন্ডিয়ান ফিনান্সিয়াল সিস্টেম (৩) ইকনমিক প্রিন্সিপাল অ্যান্ড ইন্ডিয়ান ইকনমিক প্রবলেম। 'বি' গ্রুপে থাকবে এইসব বিষয় : (১) বিজনেস রেগুলেটারি ফ্রেমওয়ার্ক (২) কস্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিং (৩) অ্যাডভান্সড অ্যাকাউন্ট্যান্সি। 'সি' গ্রুপে থাকবে এই সব বিষয় (১) বিজনেস ম্যানেজমেন্ট (২) ডিরেক্ট অ্যান্ড ইনডায়রেক্ট ট্যাক্সেশন, (৩) ইনফর্মেশন টেকনোলজি অ্যান্ড ইটস অ্যাপ্লিকেশন ইন বিজনেস।

প্রতিটি পেপারে থাকবে ১০০ নম্বর। সময় থাকবে ৩ ঘন্টা। সফল হলে ২০০ নম্বরের পার্সোন্যালিটি টেস্ট বিস্তারিত সিলেবাস পাবেন এই ওয়েবসাইটে : www.pscwbapplication.in. www.pscwbonline.org.gov.in কবে থেকে অনলাইন দরখাস্ত নেওয়া শুরু হবে তা পিএসসি'র ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে ৯৮৭৪০১৭৭১৬

ক্রাইম ডেস্ক

খুন তৃণমূলকর্মী, গ্রেপ্তার ২ ক্লোজড ওসি

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২০ ডিসেম্বর রাত ৯টা নাগাদ খয়রাশোল ব্লকের পশ্চিম বড়কলা গ্রামের অজয় নদের ধারে এক রক্তাক্ত মৃতদেহ দেখতে পেয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা পুলিশে খবর দেয়। কাঁকরতলা থানার পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে। নাকড়াকোনদা ব্লক হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করে। মৃতের নাম শেখ মতিন (৫০)। বাড়ি পশ্চিম বড়কলা গ্রামে। এলাকায় তৃণমূলকর্মী হিসাবে পরিচিত ছিল সে। গরু ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ছিল। পাথর দিয়ে থেঁতলে খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ মৃতের পরিবারের। দুইজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতরা হল শেখ হাসু এবং শেখ আসুর। ধৃতদের ২১ ডিসেম্বর দুবরাজপুর আদালতে তোলা হলে ধৃতদের সাতদিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। স্থানীয়সূত্রে জানা গিয়েছে, পুলিশ সুপারের নির্দেশ অমান্য করে ওসি সামিম খানের মদতে গত একমাস ধরে পশ্চিম বড়কলা ঘাট দিয়ে অবৈধ কয়লা পাচার হত। যার দেখভাল করতো শেখ মতিন। তাহলে ঘটনার নেপথ্যে রয়েছে অবৈধ কয়লা পাচার? এই ঘটনায় ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কাঁকরতলা থানার ওসি সামিম খানকে পুলিশ লাইনে ক্লোজড করা হয়েছে বলে জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে। কাঁকরতলা থানার নতুন ওসি হলেন সায়ন্তন ব্যানার্জী। তিনি এতদিন সিউড়ি থানায় কর্মরত ছিলেন। শুরু হয়েছে রাজনৈতিক জল্পনা।

মিড ডে মিলে দুর্নীতি, প্রধান শিক্ষিকার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, মগরাহাট: খাতা কলমে ২০০ জন ছাত্রের যে পরিমাণ মিড ডে মিলের প্রয়োজন উল্লেখ থাকলেও তা মিলছে না ছাত্রদের। নির্দিষ্ট পরিমাণে খাবার দেওয়া হয় না শিশুদের। যে পরিমাণ খাবার দেওয়ার কথা তার থেকে অনেক কম খাবার দেওয়া হয়। তাও আবার নিম্নমানের। এইসব অভিযোগ তুলে মগরাহাট থানার উত্তর মাধবপুর এফপি স্কুলের সামনে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে অভিভাবকেরা। অভিভাবকদের অভিযোগ, মিড ডে মিলের চাল ডাল সবই যায় ওই প্রধান শিক্ষিকার বাড়িতে। তাদের আরও দাবি, নিয়মিত স্কুলেও আসেন না দুর্নীতিগ্রস্ত প্রধান শিক্ষিকা। সরকারি খাতায় প্রত্যেকদিনই প্রায় অনুপস্থিত তিনি। এই বিষয়ে প্রধান শিক্ষিকা উমা নস্করের দাবি, সরকার বরাদ্দমতন চাল ডাল পাঠাচ্ছে না। যে কারণে পরিমাণ মতন খাবার তৈরি করা যাচ্ছে না। সমস্ত বিষয় নাকি রান্নি জানে বলে দায় সারেন তিনি। অন্যদিকে, রান্নির দাবি প্রধান শিক্ষিকা যে পরিমাণ জিনিসপত্র তাদের দেয় তা দিয়েই রান্না হয়, এর বেশি আর কিছুই জানে না তারা। মগরাহাট থানার পুলিশকে খবর দিলে মগরাহাট থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে বিক্ষোভকারী অভিভাবকদের আশ্বস্ত করার পাশাপাশি ওই শিক্ষিকাকে উদ্ধার করে ঘটনাস্থল থেকে নিয়ে যায়।

চোরাই কম্পিউটার সহ গ্রেপ্তার ২

জয়দীপ মৈত্র: দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর থানার আবেশকুড়ি হাই মাদ্রাসার একাধিক কম্পিউটার চুরির ঘটনায় জড়িত বিদ্যালয়ের প্রাক্তণ ছাত্র। বিদ্যালয়ে চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। ঘটনায় অভিযুক্তদের গ্রেফতার করার পাশাপাশি চোরাই কম্পিউটার সহ অন্যান্য সামগ্রী উদ্ধার করলো গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ। বুধবার গঙ্গারামপুর থানার উদয় অঞ্চলের জগদীশপুর এলাকা থেকে চোরাই কম্পিউটার উদ্ধার করে গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে ধৃতরা হলেন শামীম মণ্ডল (২২) বাড়ি গঙ্গারামপুর থানার বাসুরীয়া অঞ্চলের সর্বমঙ্গলা রথিনাথপুর এলাকায়। অপরজন আবুল আজাদ মিয়া (২০) বাড়ি উদয় গ্রাম পঞ্চায়েতের চালুন্দা এলাকায়। বৃহস্পতিবার পুলিশি হেফাজতে চেয়ে ধৃতদের গঙ্গারামপুর মহকুমা আদালতে পাঠিয়ে পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখছে গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, চলতি মাসের ১৬ ডিসেম্বর শনিবার বিদ্যালয় বন্ধ করে বাড়ি চলে যান শিক্ষকরা। রবিবার বন্ধ ছিল বিদ্যালয়। সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যালয়ের কম্পিউটার, প্রজেক্টার সহ অন্যান্য ইলেকট্রনিক সামগ্রী নিয়ে চম্পট দেয় চোরের দল। সোমবার বিদ্যালয় খুলতেই চুরির বিষয়টি নজরে পড়ে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় এলাকায়। ঘটনার পরেই গঙ্গারামপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন প্রধান শিক্ষক মনজুর আলম। অভিযোগ পাওয়ার পরেই পুলিশ তদন্তে নেমে বিদ্যালয়ের প্রাক্তণ ছাত্র শামীম মন্ডল নামে একজনকে আটক করে। তাকে জেরা করতেই কম্পিউটারের হদিশ পাওয়া যায়।

চাষের জমি নিয়ে মারামারি

নিজস্ব প্রতিনিধি : চাষের জমি নিয়ে মারামারির ঘটনায় গুরুতর জখম হলেন একই পরিবারের স্বামী,স্ত্রী ও ছেলে। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার ক্যানিং থানার অন্তর্গত ইটখোলা পঞ্চায়েতের গোলাবাড়ির ২ নম্বর মাঝের পাড়া এলাকায়। জখম হয়েছে কারিমা পিয়াদা, রুপজান পিয়াদা ও দম্পতির এক ছেলে।বর্তমানে কারিমা পিয়াদা আশঙ্কাজনক অবস্থায় ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে, চাষের জন্য জমিতে বাঁধ দিচ্ছিলেন রুপজান পিয়াদা ও তার স্ত্রী কারিমা। অভিযোগ সেই সময় আচমকা আলিহোসেন সরদার, ফিরুজা লস্কর'রা পাইপ নিয়ে চড়াও হয় রুপজানের উপর। তাকে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। মারধোরের হাত থেকে রুপজানকে উদ্ধার করতে এগিয়ে যায় তার স্ত্রী ও ছেলে। অভিযোগ তাদেরকেও বেধড়ক মারধর করা হয়। পাশাপাশি কারিমা কে পাইপ দিয়ে মেরে মাথা ফাটিয়ে হয়। ঘটনাস্থলে জখম হয় একই পরিবারের তিনজন। স্থানীয়রা তাদেরকে উদ্ধার করে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করে।

কুলপিতে ভেঙে পড়েছে সেতু জল পেরিয়ে স্কুলে যাচ্ছে পড়ুয়ারা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কুলপি : ভেঙে পড়েছে কাঠের সেতু। নেই পাকা রাস্তা। বন্ধ দুটি বিধানসভার বাসিন্দাদের যাতায়াত। জোড়া সমস্যায় জেরবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলপি বিধানসভার ঢোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের বেশ কয়েকটি গ্রামের বাসিন্দারা।

ঢোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের দ্বরি কৌতলা গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে গেছে বানাই নদীর খাল। খাল পেরিয়ে এলাকার বাসিন্দাদের যেতে হয় স্কুল,বাজার ও পোষ্ট অফিসে। সেতু ভেঙে পড়ায় খালের জল পেরিয়ে ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত করতে হচ্ছে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের। পাথর প্রতিমা বিধানসভার দক্ষিন গঙ্গাধরপুর এলাকার সাথে কুলপি বিধানসভার সংযোগ করে বানাই নদীর খালের উপর তৈরি হওয়া সেতুটি। গত কয়েক বছর আগে এই সেতু ভেঙে পড়ায় বন্ধ হয়েছে যাতায়াত। এমনকী সেতুটির আগে প্রায় দু কিলোমিটার কাঁচা রাস্তারও বেহাল অবস্থা।

এলাকার সমস্যা সমাধানের কথা একাধিকবার প্রশাসনকে জানালেও আজ পর্যন্ত কোন সমস্যার সমাধান হয়নি বলে অভিযোগ এলাকার বাসিন্দাদের। স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য বলেন, কাঠের সেতু তৈরির পাশাপাশি কাঁচা বেহাল রাস্তা পাকা করা যায় সেজন্যই ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে একাধিক বার জানিয়েও কোন সুরাহা মেলেনি। ফলে সমস্যায় ভুগছেন দুটি বিধানসভার কয়েক হাজার বাসিন্দা। সেতু বন্ধ থাকায় অনেকটা ঘুর পথে যাতায়াত করতে হয় এলাকার বাসিন্দাদের।

কুলপির বিধায়ক যোগরঞ্জন হালদার বলেন, সেতু ভেঙে পড়ায় এলাকার বাসিন্দাদের অনেক সমস্যা হচ্ছে। ইতিমধ্যে এই বিষয়টি সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে জানানো হয়েছে। এলাকার বাসিন্দাদের সমস্যার সমাধান দ্রুত করা হবে। ভেঙে পড়া সেতু নিয়ে সরব বিজেপিও।

বিজেপির পক্ষ থেকে দাবি করা হয় অবিলম্বে প্রশাসন এ বিষয়ে নজর দিক যাতে এলাকার সমস্যার সমাধান দ্রুত করা যায়।

বিক্ষোভ টেট পরীক্ষার্থীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজ্য প্রাথমিক শিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে প্রাথমিক টেট – ২০২৩ রবিবার দুপুর বারোটা থেকে আড়াইটা পর্যন্ত নেওয়া হয়। অ্যাডমিট কার্ডের সঙ্গে ছবি না মেলায় পরীক্ষা দিতে দেয়নি কর্তৃপক্ষ, এই অভিযোগ তুলে বোলপুর কলেজের বাইরে বিক্ষোভ দেখায় ১০জন টেট পরীক্ষার্থী। পরীক্ষা দিতে না পারা শেখ সোহেল আলি বলেন, ১৬৫০০ চুরি হয়েছে,২০১২ সালে ১৮০০০ চুরি হয়েছে, ২০১৪ সালে ৩২০০০ চাকরি চুরি হয়েছে। তাদের না ধরে আমাদের আটকাচ্ছে। পুলিশ,অবজারভারকে হাতে পায়ে ধরলাম, সমাধান পেলাম না। পাঁচ মিনিটের জন্য কি একটা পরীক্ষা দেওয়া যেতো না? আমাদের একটা বছর পরীক্ষা, চারবছর পর রেজাল্ট, নয় বছর পর নিয়োগ। আলি নিয়াজ মণ্ডল বলেন, অ্যাডমিটে ছবি আছে, সেখানে যে জামা পরে ছবি আছে যে ছবিটা এনেছি অন্য জামা পরা ছবি। তারজন্য আমাকে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে? প্রমাণের জন্য আধার কার্ড এনেছি । ১১:২০ তে এসেছি কিন্তু আমাকে পরীক্ষাকেন্দ্রে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। অ্যাডমিট কার্ডে কোথাও বলা নেই যে ১১:২০, ১১:২৫-র পর এলে ঢুকতে দেওয়া হবে না। টেট পরীক্ষা দিতে না পারা আরেক পরীক্ষার্থী আক্রামুল হক বলেন, ১১:১৫ ঢুকেছি। শুধুমাত্র সেম ফটোর জন্য ঢুকতে দেয়নি। এখানে একজন এসআই,একজন লেডি কনস্টেবল ছিল। আমার একটা বছর নষ্ট করে দিল। ফের প্রশ্ন তুলে দিল রাজ্যের প্রাথমিক টেট – ২০২৩ নিয়ে।

কল্যাণের কুশপুত্তলিকা দাহ

নিজস্ব প্রতিনিধি : তৃণমূল সাংসদ আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় উপরাষ্ট্রপতি তথা রাজ্যসভা চেয়ারম্যান জগদীশ ধনখরকে অশ্লীল মন্তব্য ও অঙ্গভঙ্গি করার প্রতিবাদে ২২ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় সিউড়ী শহর বিজেপি যুবমোর্চার উদ্যোগে এক ধিক্কার প্রতিবাদ মিছিল শহর পরিক্রমা করে। সিউড়ী চৈতালী মোড়ে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয়।

বিজেপি করায় গাছ কাটল তৃণমূল : অভিযোগ

অরিজিৎ মণ্ডল, কাকদ্বীপ : লোকসভা নির্বাচন যতই এগিয়ে আসছে ততই যেন জেলায় জেলায় বিরোধীদের কণ্ঠ রোধের চেষ্টা চলছে। আর তারই হয়তো মাশুল গুনছে কাকদ্বীপের পট্টনায়ক পরিবার। কাকদ্বীপের রামগোপাল পুরের পট্টনায়ক পরিবার পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিজেপি করেছে, এই সন্দেহের বশে ঐ পরিবারের বাস্তুতে থাকা লক্ষাধিক টাকার গাছ গায়ের জোরে লোক দিয়ে কেটে বিক্রি করে দেওয়ার অভিযোগ উঠল তৃণমূল নেতা তথা কাকদ্বীপের পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি সত্যব্রত মাইতি ও স্থানীয় অঞ্চল প্রধান সহ বেশ কিছু দুষ্কৃতীর বিরুদ্ধে । এই ঘটনায় রীতিমতন চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়।

বিবরণে প্রকাশ, আজ থেকে ২৫ বছর আগে ওয়ারিশ সূত্রে কন্যা হিসেবে বাপের সম্পত্তি পেয়ে স্বামী তাপস পট্টনায়ক ও তাদের ছেলেকে নিয়ে এখানে বসবাস শুরু করেন মনোরমা। তাদের নিজস্ব চলাচলের রাস্তার পাশে তাদেরই পৈত্রিক জায়গার উপর দামি দামি গাছও বসিয়েছিলেন মনোরমা। কিন্তু পরবর্তীকালে জানা যায় তাদের জায়গার বেশ কিছু অংশ ভেস্ট ল্যান্ড হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। যেহেতু তারা ২৫ বছর ধরে জায়গাটি দখল করে আছে সেই সুবাদে দুয়ারে সরকারে রেকর্ড সংশোধন ও তাদের নামে পাট্টার জন্য আবেদন করেছিলেন। মনোরমার অভিযোগ, মনোরমার অভিযোগ, ইতিমধ্যে এই এলাকার অঞ্চল প্রধান বেশ কিছু প্রভাবশালী নেতা ও পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি সত্যব্রত মাইতি নেতৃত্বে কাঠ কেনার লোক এনে জোর করে মোটা মোটা গাছগুলো কেটে বিক্রি করে দিয়ে যান। পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি সত্যব্রত মাইতির দাবি, এই ঘটনাটি পুরোটাই পারিবারিক গন্ডগোল। ইচ্ছাকৃতভাবে রাজনৈতিক হিংসা চরিতার্থ করতে তার নাম জড়ানো হয়েছে। তার নামে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই এই ঘটনায় ঢোলাহাট থানায় সত্যব্রত মাইতি সহ আরো বেশ কিছু জনের নামে অভিযোগ দায়ের করেছে পট্টনায়ক পরিবার।

প্রশ্ন উঠছে বিরোধী দল করে বলেই কি অন্যদিকে গাছ কাটার জন্য কেন কোন পারমিশন নেওয়া হলো না বনদপ্তরের। তবে সবটাই কি রাজনৈতিক হিংসা নাকি এর পেছনে রয়েছে অন্য কোন কারণ, তদন্ত শুরু করেছে ঢোলাহাট থানার পুলিশ।

বাসন্তী বাজারের স্বচ্ছতা ফেরাতে পথে বিডিও,সভাপতি

সুভাষ চন্দ্র দাশ,বাসন্তী : সুন্দরবনের ঐতিহ্যবাহী হোগল নদীর তীরে গড়ে উঠেছে বাসন্তী বাজার।বাজারেই রয়েছে ২০০০ এর অধিক ছোটবড় দোকান। প্রতিদিনই হাজার হাজার লোকের সমাগম হয়। এছাড়াও সুন্দরবন ভ্রমণের লক্ষ লক্ষ পর্যটকরা বাসন্তী থেকেই রওনা দেন সুন্দরবনের উদ্দেশ্যে। বর্তমানে বাসন্তী বাজারের অবস্থা অত্যন্ত জরাজীর্ণ। যত্রতত্র প্লাস্টিক। ময়লা-আবর্জনায় ভরপুর। দুর্গন্ধও ছড়াচ্ছে। বাজারের মধ্যে থেকে সাধারণ মানুষ যাতায়াত করতে অসুবিধায় পড়ে। এছাড়াও বর্ষায় জল জমে যায়। বাজারের মেন রোডের উপর ছোট বড় ব্যবসায়ীরা পসরা সাজিয়ে বসেন। পাশাপাশি কোন মুমূর্ষ রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকতে হয় যানজটের কারণে।

বাসন্তী বাজারের স্বচ্ছতা ফিরিয়ে আনতে এবং এলাকা যানজট মুক্ত করতে ১৯ ডিসেম্বর এক বৈঠকের আয়োজন করা হয়। সেখানে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, পুলিশ প্রশাসন থেকে বাসন্তী বাজারের সমস্ত ব্যবসায়ীরা উপস্থিত ছিলেন। সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত হয় সাধারণ মানুষের সুবিধার্থে এবং সুন্দরবনের বাসন্তী ব্লকের ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনতে সমস্ত রকম কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাসন্তী বাজারের ব্যবসায়ীদের সতর্ক করে ফুটপাত দখল মুক্ত করার জন্য ব্যবসায়ীদের স্বইচ্ছায় সরে যাওয়ার জন্য বুধবার মাইকিং করে সচেতনতার প্রচার করা হয়। এদিন মাইকিং প্রচারে উপস্থিত ছিলেন বাসন্তীর বিডিও সঞ্জীব সরকার, বাসন্তী পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রিয়াঙ্কা মন্ডল, বাসন্তী ব্লক তৃণমূল নেতা রাজা গাজী,মন্টু গাজী, বাসন্তীর পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য তাপস মন্ডল,কামালউদ্দিন লস্কর,শ্রীদাম মন্ডল সহ বাসন্তী থানার পুলিশ প্রশাসন। এদিন সকাল থেকে প্রায় দুপুর একটা পর্যন্ত বাসন্তী বাজারের ব্যবসায়ীদের কে সচেতন করে ফুটপাথ ছেড়ে দেওয়ার অনুরোধ করেন।পাশাপাশি বাসন্তী বাজারের বেশকিছু ব্যবসায়ী মাদক ব্যবসার সাথে জড়িত। তাদেরকে ও সতর্ক করা হয়। তবে সতর্ক করার আগেই পালিয়ে যায় বেশকিছু মাদক ব্যবসায়ীরা।

ঘটনা প্রসঙ্গে বাসন্তীর ব্লক নেতা রাজা গাজী জানিয়েছেন, 'জনস্বার্থে এবং বাসন্তীর ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনতে ব্যবসায়ীদের ফুটপাথ দখল মুক্ত করা জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। এক সপ্তাহের মধ্যে সেটা করতে হবে সময় সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে।' তৃণমূল নেতা মন্টু গাজী জানিয়েছেন, 'জনস্বার্থে উন্নয়ণ করতে এবং বাসন্তী বাজারের ঐতিহ্য ফিরিয়ে সুস্থ পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য কোন কিছুরই সাথে আপোস করা হবে না। ব্যবসায়ীদের সতর্ক করা হয়েছে।' বাসন্তীর বিডিও সঞ্জীব সরকার জানিয়েছেন, 'সাধারণ ব্যবসায়ীরা যাতে ফুটপাত দখল করে ব্যবসা না করেন তারজন্য সতর্ক করা হয়েছে এবং আগামী ৭ দিনের মধ্যে ফুটপাথ দখল মুক্ত করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।' বাসন্তীর বিধায়ক শ্যামল মন্ডল বলেন, বিভিন্ন পদক্ষেপের পাশাপাশি বাসন্তী বাজারে যাতে করে কোন প্রকার অবৈধ ব্যবসা না হয় সেটা দেখার জন্য পুলিশ প্রশাসনকে বলা হয়েছে।'

ফিরে দেখা ৫০

আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২২ ৫৬ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৫৭ বছরে। নিরবিচ্ছিন্ন এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক

চলন্ত ট্রেনে ছুরিকাঘাত, তিনজন আহত

(নিজস্ব সংবাদদাতা)

গত ২১শে ডিসেম্বর তরিখে ডায়মণ্ড হারবার থেকে কলিকাতা গামী রাত্রি ৭।৩৮ মিঃ এর ট্রেনে দেউলা ও মগরাহাট ষ্টেশনের মধ্যে কতিপয় দুর্বৃত্ত বারুইপুরের দুই ঠিকাদার শ্রীনরেন বোস ও শ্রীমৃণাল বোসকে নৃশংসভাব ছুরিকাঘাত করে। ঐ কামরার সহযাত্রী শ্রীঅসিত চক্রবর্ত্তী সাহসিকতার সঙ্গে বাধা দিতে এলে দুর্বৃত্তরা তাকেও নির্মমভাবে ছুরিকাঘাত করে এবং চলন্ত ট্রেন থেকে মগরাহাট ষ্টেশনের ডিস্ট্যান্ট সিগন্যালের কাছে ফেলে দেয়।

স্থানীয় পথচারীর সাহায্যে শ্রীচক্রবর্ত্তী প্রথমে মগরাহাট হাসপাতালে ও পরে বাঙ্গুর হাসপাতালে স্থানান্তরিত হয়। উপরোক্ত ঠিকাদার দু জনকেও প্রথমে বারুইপুর হাসপাতালে ও পরে বাঙ্গুর হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। বর্ত্তমানে তিন জনেই এমারজেন্সী ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন ও আরোগ্যের পথে।

বিশ্বস্বসূত্রে সংবাদে প্রকাশ উক্ত ঠিকাদারদ্বয় এবার গঙ্গাসাগরের কন্ট্রাক্ট পাওয়ায় প্রতিদ্বন্দী কন্ট্রাক্টররা নাকি হত্যার ষড়যন্ত্র করে। দুষ্কৃতকারীদের নেপথ্যে কিছু কিছু রাজনৈতিক নেতাও আছে বলে আহতদের ধারণা। এ পর্য্যন্ত কেউই গ্রেপ্তার হয়নি। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য গত ১৭ই ডিসেম্বর প্রকাশ্য দিবালোকে বেলা ১০টার সময়ে সোনারপুর ও গড়িয়া-স্টেশনের মধ্যে মগরাহাটের জনৈক ব্যবসায়ীর ১২০০ টাকা ছিনতাই হয়। তারও নাকি আজ পর্য্যন্ত হদিশ হয়নি। অথচ মিঃ লাইজি যখন এখানে নিযুক্ত ছিলেন তখন এই ধরণের ঘটনা ছিল না বল্লেই চলে। একের পর এক এই ধরণের ঘটনা ঘটায় সাধারণ যাত্রীরা ক্রমেই আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ছে। রেল পুলিস কি নিষ্ক্রিয় হয়েই থাকবে?

৮ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ২৯ ডিসেম্বর ১৯৭৩, ১৪ই পৌষ, ১৩৮০, শনিবার।

দুর্ঘটনা

মৃত্যু পরিযায়ী শ্রমিকের

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভিন রাজ্যে কাজে গিয়ে মৃত্যু হল দক্ষিণ ২৪ পরগনার উস্থি থানার স্বরাচি গ্রামের বাসিন্দা পরিযায়ী শ্রমিক রোহিত গাজীর (১৭)। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গত একমাস আগে বাড়ি থেকে উড়িষ্যার ভুবনেশ্বরে বুক বাইন্ডিং এর কাজে গিয়েছিল স্বরাচির বাসিন্দা রোহিত। শুক্রবার পরিবারের লোক ফোন মারফৎ তাদের ছেলের মৃত্যুর খবর পায়। পরিবারের লোকজন জানায়, শুক্রবার দুপুরে স্নান করার পর দড়িতে কাপড় শুকাতে গিয়ে বিদ্যুৎপৃষ্ঠ হয় রোহিত ও তার সঙ্গীরা। খবর বাড়িতে আসতেই কান্নায় ভেঙে পড়ে পরিবারের লোকজন। উড়িষা থেকে পরিযায়ী শ্রমিকের দেহ আনতে ইতিমধ্যেই রওনা দিয়েছেন পরিবারের লোকজন।

জলে ডুবে শিশু মৃত্যু

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায় : সুন্দরবনে জলে ডুবে শিশু মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে চলেছে। দরকার সচেতনতা। তবে এবার জলে ডুবে মৃত্যু প্রতিরোধে দেশ জুড়ে পদক্ষেপ করতে চলেছে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রক। বিভিন্ন দপ্তরের সঙ্গে সমন্বয় রেখে এ ব্যাপারে প্রচার ও সচেতনতা চালানো হবে বলে জানানো হয়েছে তাদের তরফে। আর তাতে আশার আলো দেখছেন সুন্দরবন এলাকায় জলে ডোবা প্রতিরোধে কাজ করা সংগঠনগুলি। সুন্দরবন ও তার সংলগ্ন এলাকায় জলে ডুবে মৃত্যুর ঘটনা ঘটছে প্রায়ই দিনই। সম্প্রতি এক সংগঠনের করা সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, সুন্দরবনের ১৯টি ব্লকে জলে ডুবে শিশুমৃত্যুর সংখ্যা গোটা বিশ্বের মধ্যে সর্বাধিক। এ ব্যাপারে প্রশাসনিক হস্তক্ষেপের দাবি উঠে আসছিল দীর্ঘদিন ধরেই।সুন্দরবন এলাকায় এক সংগঠনের করা সমীক্ষায় জানা যায়, দক্ষিণ ২৪ পরগনার ১৩টি এবং উত্তর ২৪ পরগনার ৬টি ব্লক মিলিয়েসুন্দরবনের ১৯টি ব্লকে জলে ডুবে শিশু মৃত্যুর হার সবচেয়ে বেশি। বেশি মৃত্যু হচ্ছে চার বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের। আর পরিসংখ্যান অনুযায়ী প্রতি এক লক্ষ জনসংখ্যায় এই বয়সি ২৪৩ জন শিশুর জলে ডুবে মৃত্যু হয়েছে। এক লক্ষ জনসংখ্যায় পাঁচ থেকে নয় বছর বয়সি শিশু মারা গিয়েছে প্রায় ৩৯ জন। গ্রামীণ এলাকায় প্রায়ই এই ঘটনা ঘটছে। অসতর্কতায় পুকুরে পড়ে যায় শিশু। কখনও স্নান করতে নেমেও তলিয়ে যায়। অনেক ক্ষেত্রেই মৃত অবস্থায় উদ্ধার হয়। জীবন্ত উদ্ধার হলে ও শিশুকে জল থেকে তোলার পর কী করা উচিত, কীভাবে প্রাথমিক চিকিৎসা দিতে হবে সে ব্যাপারে ধারণা নেই অনেকেরই।

আধাশীতে বাউন্স ভরা পিচে জমিয়ে ব্যাটিং শুরু করল বাঙালি ঐতিহ্যের মোয়া

সুব্রত মণ্ডল: ভোজন রসিক বাঙালিকে শীতের মৌসুমে জড়িয়ে থাকে মোয়ার আবেগ। মোয়া মুখে না পড়লে শীত ব্যর্থ। আবার এই মোয়ার জন্মস্থান নিয়ে বহুকাল ধরেই রয়েছে নানা বিতর্ক। মোয়া বলতেই বাঙালি বোঝে জয়নগর। কিন্তু সত্যিই কি তার উপত্তিস্থল সেখানে? এই নিয়ে বীণাপাণি মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের অধিকর্তা গনেশ দাস এবং শ্যামসুন্দর মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের অধিকর্তা বাবলু ঘোষ, রঞ্জিত ঘোষ বলেন, মোয়ার নামের আগে জয়নগরের নাম জড়িয়ে থাকলেও এর আসল জন্মভূমি বহরু নামক গ্রাম। অর্থাৎ বলা যেতে পারে বহরু হলো জয়নগরের মোয়ার আঁতুড় ঘর।

রায়মঙ্গল কাব্যে যে 'বড়ুক্ষ'র উল্লেখ করা যায় তারই বর্তমান নাম বহরু। এই গ্রামেই শৈশব কেটেছে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের মতো মহান ব্যক্তিদের। জানালেন, বহরু গ্রামের জনৈক যামিনী বুড়ো এই মোয়ার জন্মদাতা হিসাবে পরিচিত। সেইসঙ্গে জয়নগরের আপ্যায়ন সুইটসের কর্ণধর রাজবাবুও একই গল্প শোনালেন আমাদেরকে। জানালেন যামিনী নিজের জমিতে কনকচুর ধান ফলান। পরে সেই ধানের খই ও নলেন গুড দিয়ে মোয়া তৈরি করে কোন এক অনুষ্ঠানে তা পরিবেশন করেন। সেই অনুষ্ঠানেই খোদ হাজির ছিলেন শ্রী চৈতন্যদেব। তিনি মোয়ার খুব সুখ্যাতি করেন। এরপরই লোকমুখে জনপ্রিয়তা লাভ করে বহরুর জয়নগরের মোয়া। সুখ্যাতি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই মোয়ার চাহিদা বাড়তে থাকে। ফলে মোয়া প্রস্তুতকারকদের ব্যবসায়িক উন্নতি ঘটতে থাকে। যামিনী বাবুর মোয়ায় খই ও নলেন গুড় ব্যতীত আর বিশেষ কিছু ছিল না। এই মোয়াকেই পরবর্তীকালে নতুন রূপে ও স্বাদে প্রস্তুত করেন জনৈক পূর্ণচন্দ্র ঘোষ (বুঁচকি বাবু) ও নিত্য গোপাল সরকার। ১৯২৯ সালে তারা বহরুতে একটি মোয়া তৈরির দোকান স্থাপন করেন। এই ভাবেই যাত্রা শুরু হয়। সবচেয়ে বেশি পুরাতন ঐতিহ্যপূর্ণ দোকান বলতে বিনাপানি মিষ্টান্ন ভান্ডার,শ্যামসুন্দর মিষ্টান্ন ভান্ডার ও জয়নগরের আপ্যায়ন সুইটস।

এখন যুগের সঙ্গে সঙ্গে সবই পরিবর্তন হয়েছে। জিআই ট্যাগ প্রাপ্তির পর এই মিষ্টিটি হয়ে উঠেছে পৃথিবী বিখ্যাত। জিআই তকমা পাওয়ার পরে জয়নগর বহরু থেকে সমুদ্র পেরিয়ে মোয়া পাড়ি দিচ্ছে সুইডেন, মালয়েশিয়া। সপ্তাহ খানেক আগে কনকনে শীত পড়তেই খেজুর রসের জোগান বেড়েছে। কনকচুড় ধান সুগন্ধ ছড়াতে শুরু করেছে। ফলে মুখে হাসি ব্যবসায়ীদের। তাঁদের বক্তব্য খেজুর গাছ থেকে ভালো পরিমাণ রস সংগ্রহ হচ্ছে। গুড়ের যোগান পর্যাপ্ত। শীত ভালোভাবে না পড়লে এসব মিলতো না। ফলে গত বছরের তুলনায় এ বছর চলতি মাসের মাঝামাঝি থেকে বিদেশে রপ্তানি বেড়েছে। প্রস্তুতকারকরা জানান এই সুগন্ধি মোয়াটি তৈরি হচ্ছে ক্ষীর, কিসমিস, এলাচ, জয়িত্রী নলেন গুড়, কনকচুড় ধানের খই দিয়ে। বহড়ু এবং জয়নগর ব্যবসায়ীরা আগামী দিনে মোয়া হাবে প্যাকেজিং মেশিন যাতে তাড়াতাড়ি পাওয়া যায় তার জন্য রাজ্য সরকারের কাছে অনুরোধ রেখেছেন।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা: ৫৮ বর্ষ, ১০ সংখ্যা, ৩০ ডিসেম্বর, ২০২৩–৫ জানুয়ারি, ২০২৪

গৃহবধূদের বেতন

গৃহবধূকে গৃহলক্ষ্মীর সাথে তুলনা করা হত কিংবা এখনও করা হয়ে থাকে কোন কোন গৃহে। সময়ের নিয়মে আর্থ সামাজিক রাসায়নিক ক্রিয়া–বিক্রিয়ায় সম্পর্কগুলিতে নানা ভাঙন হয়েছে। আধুনিকতার উগ্র আগ্রাসনে সম্পর্কের নানা টানাপোড়েনে, বিশেষ করে আর্থিক স্বনির্ভরতার কারণে নারীর স্বাধীনতা নিয়ে নানা বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। পক্ষে–বিপক্ষে নানা মত থাকলেও স্বীকার করতেই হবে পরিবার পরিজনকে নিয়ে এগিয়ে চলা মানুষটি তাঁর প্রিয় মা বাবাকে ছেড়ে স্বামীর ঘরে চলে এসে আপন জগৎ খুঁজে নেবার চেষ্টা করে। গৃহবধূদের বাড়িতে কাজে শ্রম, নিষ্ঠা তুল্যমূল্য বিচারে কোন 'বেতন'ই যথেষ্ট নয়। সম্প্রতি কলকাতা হাইকোর্টে এক পর্যবেক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। পথ দুর্ঘটনায় এক গৃহবধূর মৃত্যু এবং সেই গাড়ির মালিক লক্ষাধিক টাকা দিতে অস্বীকার করায় আদালত জানায় গৃহবধূ চাকরি না করলেও বাড়ির জন্য যে পরিশ্রম করেন তার মূল্য অনেক। কোন চাকরিরতা গৃহবধূর চেয়ে কোন অংশে কম নয়।

আধুনিক পরিভাষায় গৃহবধূদের 'হোম মেকার' বলা হয়ে থাকে। হাইকোর্টের পর্যবেক্ষণ যে সামাজিক বার্তাটি দিয়েছে তাতে বহু ভাবনা চিন্তার পরিবর্তনের অনুকূল। বাড়ির গৃহবধূকে বেকার আখ্যা দিয়ে পরিশ্রম করার যন্ত্র কিংবা বাপের বাড়ির থেকে টাকা আদায়ে যে প্রবণতা এখনও তথাকথিত বহু শিক্ষিত পরিবারকে দেখতে পাওয়া যায় সেগুলি সামাজিক ভাবনা চিন্তার মাধ্যমে বদলের সময় এসেছে। কর্মসংস্থানের এই বাজারে ছেলে মেয়েদের পক্ষে সবসময় নিয়োগপত্র পাওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে না। সেক্ষেত্রে ঘর ও বাইরের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের জন্যই পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতা সর্বদাই কাম্য। সর্বক্ষেত্রে এমনটা ঘটে না বলেই পারিবারিক অশান্তি, আইন আদালত বঙ্গ সমাজের মুক্তাঞ্চল গুলিকে ক্রমশ দুর্বল করে দিচ্ছে। মূল্যবোধের শিক্ষা যখন ক্রমশ তলানিতে এসে ঠেকেছে বিভিন্ন গণমাধ্যমে মনোরঞ্জনের আড়ালে ক্ষয়িষ্ণু পরকীয়া সর্বস্ব সিরিয়াল সিনেমাকে মানুষের মনের গভীরে প্রথিত করে দেবার অসুস্থ প্রতিযোগিতা চলছে তখন কলকাতা হাইকোর্টের পর্যবেক্ষণকে অবশ্যই স্বাগত জানাতে হয়। শুধুমাত্র লক্ষ্মীরভাণ্ডার'ই নয়, গৃহলক্ষ্মীদের প্রতি যদি প্রকৃতভাবেই কোন অন্যায় অবিচার হয় তা যেন ন্যায্যভাবে প্রতিবিধান হয় সে ব্যাপারে 'দুয়ারে সরকার' প্রকল্পের কর্ণধাররা ভেবে দেখতে পারেন।

যোগবশিষ্ঠ সংবাদ

'উৎপত্তি প্রকরণ'

লীলা জিজ্ঞাসা করলেন, হে দেবি। এমন ঘটনা কি কখনও সম্ভব? অসংখ্য সন্তানের পিতা ব্রহ্মা, অসংখ্য জীব–সন্তান, আমার স্বামীর লোকান্তরবাসের সেই জগৎ–পর্বতশ্রেণী দিক্‌মণ্ডল একটি গৃহমধ্যে কি করে সন্নিবিষ্ট হতে পারে?

এ যেন ক্ষুদ্র সরষে দানার মস্ত হাতির বসবাস। সরস্বতী দেবী বললেন, অতি সূক্ষ্ম অন্তঃকরণে আমরা সুবিশাল পৃথিবী দেখি, প্রকৃতপক্ষে জীবাত্মা আকাশসদৃশ নিজগৃহে আকাশের আকার লাভ করে আকাশের মত নিজ সাম্রাজ্য দর্শন করলে, তার সে কল্পনা জগৎরূপে প্রতীত হয়। স্বপ্নকালে যেমন জাগ্রত অবস্থার কথা স্মরণে থাকে না, তেমনই মৃত্যুর পরে পূর্বজীবনের স্মৃতি লুপ্ত হয়। সেইজন্যই তুমি পূর্বজীবনের ঘটনাবলী বিস্মৃত হয়েছ। বশিষ্ঠ নামক সেই ব্রাহ্মণও তাঁর পূর্বজীবনের কল্পনা যে বাস্তবরূপে বর্তমান জগৎ হয়ে সরকারীভূত, তা তিনি বুঝতে পারছেন না। সুতরাং নির্মল আকাশে জীবের যাবতীয় কল্পনা, যা অসত্য, তা সত্যরূপে প্রতীত হয়। প্রকৃতই জগতের সত্যতা নেই। অথচ কোষমধ্যে বিরাজিত চিন্ময় আত্মার সত্যতা জগতে আরোপিত হয়, তাই জগৎকে সত্য বলে বোধ হয়। এই গৃহমধ্যে এই যে তুমি, আমি, এমনকি ঐ আসবাবপত্র, এই গৃহ সমস্তই চিদাকাশ ভিন্ন অন্য কিছু নয়। অতি সূক্ষ্ম ত্রাসরেণুর মধ্যে অনন্ত জগৎ থাকে জীব স্থূল বুদ্ধিতে তা ধারণা করতে পারে না। তাহলে অসংখ্য সন্তানের পিতা ঐ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণরূপী ব্রহ্মার গৃহমধ্যে নাগর–উপাদান–সাগর থাকবে না কেন?

লীলা– বললেন– দেবী! আপনি বললেন যে আমরা সেই বশিষ্ঠ–অরুন্ধতী, এবং ব্রাহ্মণের মৃত্যু হয়েছে আটদিন পূর্বে, কিন্তু আমরা তো বহু বৎসর পূর্বে জন্মগ্রহণ করে দীর্ঘকাল রাজ্য ভোগ করছি। সরস্বতী দেবী বললেন, দেশ–কাল–আকাশের পরিমাণ হয় না। কাল সর্বব্যাপক, অসীম। তাঁর গত হওয়া বা আগমণ হওয়া মিথ্যা ধারণাজাত। ক্ষুদ্র ক্ষণ হতে কল্পকাল পর্য্যন্ত সবই চিন্ময় আত্মার প্রতিভাস। দেহত্যাগের পর লিঙ্গদেহ (বুদ্ধি–অহং–মন দ্বারা গঠিত অন্তঃকরণ) প্রথমে মৃত্যুমোহ অনুভব করে, পরে পূর্ব জীবনের স্মৃতি ভুলে পুনরায় বিভিন্ন দৃশ্যের কল্পনায় আচ্ছন্ন হয়। আকাশের মতো নিরাকার বিদেহজীব তখন চিদাকাশেই কল্পনা করে, এই আমি জন্মালাম, এই আমার শরীর, আমি এখন শিশু হয়ে খেলায় মগ্ন, এই আমার মাতা–পিতা–আত্মীয়বর্গ, এই ঘর–তৈজসপত্র স্ত্রী–সন্তান... ইত্যাদি। এই ভ্রমমূলক কল্পনা চিত্তাকাশের শক্তিতে উদিত হয়। স্বপ্নকালে যেমন দৃশ্যাদি দর্শন হয়, পরলোক অবস্থায়ও তেমন হয়ে থাকে।

উপস্থাপক : শ্রী সুদীপ্তচন্দ্র

ফেসবুক বার্তা

'মন কি বাত' শুধু শোনালে হবে না দেশবাসীর মনের কথাও শুনতে হবে

নির্মল গোস্বামী

আগেকার দিনে রাজরাজারা দরবারে বসে প্রজাদের অভাব অভিযোগ, সুখ দুঃখের কথা শুনতেন, প্রজাদের সঙ্গে ঘটে যাওয়া ন্যায় অন্যায়ের বিচার করতে। ইতিহাসে এমন অনেক রাজার সন্ধান পাওয়া যায় যাঁরা মন্ত্রীর মুখ থেকে শোনা আর আমলা বর্গের চোখ দিয়ে দেখায় সব সময় আস্থা রাখতে পারতেন না। তাই সময় সময় ছদ্মবেশে বেরিয়ে পড়তেন রাজ্য পরিক্রমায়– প্রজাদের কাছে সরাসরি পৌঁছে

যেতেন এবং দেশের প্রকৃত অবস্থার খোঁজ নিতেন। সময়ের স্রোতে সে সব রাজরাজারা এখন গল্পের বইয়ে ঠাঁই নিয়েছেন। আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আমরা সবাই নাকি রাজা। আপনি আমি ইচ্ছা করলেই এই দেশটার রাজা হতে পারি। ঐ যেমন গুজরাটের চাওয়ালার ছেলে বা কালীঘাটের বস্তির বাড়িতে বেড়ে ওঠা মেয়ের মতো। বর্তমানে রাজা হাতে চাইলে রাজার ঘরের জন্ম নিতে হবে এ ধারণা ভ্রান্ত। এখন সাধারণ ঘরে জন্মেও যুবরাজ হওয়া যায় তার টাটকা উদাহরণ আমাদের রাজ্যেই আছে। ফলে আমরা কেউ কারো প্রজা নয়। আমরা স্বাধীন গণতান্ত্রিক দেশের স্বাধীন নাগরিক। কারো ব্যক্তিগত মর্জি মাফিক কেউ আমাদের শাসন করতে পারে না। কারণ কমবেশি একলক্ষ ৫০ হাজার শব্দ সম্বলিত আমাদের একটা সংবিধান আছে। তার বাইরে কেউ নাকি যেতে পারে না। সংবিধান আছে এটা সকলেই জানে। কিন্তু প্রজা রঞ্জনে বা প্রজা পীড়নে সেই সংবিধানের ভূমিকা কি তা নিয়েই সন্দেহ হয়। প্রজা পীড়নেও নাকি সংবিধানের অনুমোদন থাকে, আর প্রজা রঞ্জনের নাকি সংবিধানের সায় থাকে। ফলে সাধারণ প্রজাকুল ধন্দে পড়ে যায়। যাই হোক তবু আমরা স্বাধীন নাগরিক। আমরা ভোট দিয়ে আমাদের পছন্দ মতো রাজা নির্বাচন করে নিই। ফলে তিনি আমাদের, আবার আমরাও তাঁর লোক। ফলে তিনি ভুল করলে নিজেদের লোক বলে মেনে নিতে হয়, মুখ বুজে। তা আমাদের যত কষ্টই হোক। আবার অন্য ভাবে চিন্তা করলে মনে হয় তিনি দেশের মঙ্গলের জন্য সব করছেন– সেখানে আমাদের একটু কষ্ট হলেও হবে। কারণ আমরা তো কেউ দেশের বাইরে নয়। আবার যে হেতু আমাদের উপর তাঁর নিরুঙ্কুশ অধিকার তাই তিনি আমাদের নিয়ে ইচ্ছা মতো খেলতে পারেন। মনে রাখতে হবে এ খেলা দেশের স্বার্থে, দশের স্বার্থে। আমরা ক্ষুদ্রতম জীব। যে খুঁটিতে বাঁধবে তাতেই বাঁধা থাকব।

তবে আগের রাজা আর এখনকার নেতাদের মধ্যে পার্থক্য অনেক। নেতাদের একবার মসনদে বসিয়ে দিলে তিনি রাতারাতি পাল্টে যান। আগের দেওয়া কোন প্রতিশ্রুতিই আর মনে থাকে না। নাকি ইচ্ছা করে ভুলে যান, তা গবেষণার বিষয়। সেই নির্বাচিত রাজাকে যে মনে করিয়ে দেবো প্রতিশ্রুতির কথা তারও আর উপায় থাকে না। তিনি আর নিজের চোখে দেখেন না, নিজ কানে শোনেন না। পাত্র–মিত্র, আমলাদের মাধ্যমেই তিনি সব কাজ সারেন। তাঁর সাত মহলার বাড়িতে বিনা অনুমতিতে একটা মাছিও গলতে পারে না। রাস্তায় বের হলে চল্লিশ গাড়ির কনভয় সঙ্গে থাকে। হুটার বাজিয়ে হুস করে চলে যায়।

এই নেতারা শুধু বলেন, কিছু শুনতে চান না। তিনি মনে করেন আমি যা বলবো জনগণ তাই শুনবে, সেই মতো জীবন যাপন করবে। কারণ ঐ যে দেড় লক্ষ শব্দেই বই আছে না, তাতে নাকি নাগরিকগণের কর্তব্যের কথাও আছে। নেতার কথা শুনতে হবে। ১০ বৎসর ধরে প্রতি মাসে রাজামশাই মনের কথা বলেন। আর জনগন আপ্লুত হয়ে শোনে বা জোর করে শোনবার বন্দোবস্ত করা হয়। তিনি শুধুই বলেন, শোনেন না কিছুই। তাও বলার স্থানে বলবেন না। নিজের পছন্দ মতো স্থানে বলেন। যে কথা লোকসভায় বলার কথা সে কথা তিনি জনসভায় বলতে অভ্যস্ত। প্রশ্ন শোনার ভয়ে তিনি সাংবাদিকদের এড়িয়ে চলেন। তিনি প্রশ্নের উত্তর দেন না, তিনি বক্তৃতায় দড়।

মনে রাখা উচিত যে শুনতে শুনতে মানুষ ক্লান্ত হয়ে পড়ে। এক সময় তার তা বলতে ইচ্ছা করে রাজাকে। প্রশ্ন করতে ইচ্ছা করে। ওই সংবিধানে সেই ক্ষমতাও দিয়েছে জনগণকে। প্রশ্ন করা বারণ নয়। জনতার প্রশ্ন মন্ত্রীমশাইদের শুনতে বারণ। তাই প্রশ্ন করার সব পথ বন্ধ করে বসে থাকেন।

দেশের বেকার ছেলেরা প্রশ্ন করতে চায়, কেন রাজ্যে আট হাজার এবং সারা দেশে পঞ্চাশ হাজার স্কুল বন্ধ হল? কেন রাজ্যে ১ লাখ এবং সারা দেশে দশ লাখ শিক্ষক পদ খালি পড়ে আছে? কেন রেলে পাঁচ লক্ষ পদ পূরণ হয় না? কেন রাজ্য এবং দেশে লক্ষ লক্ষ সরকারি পদ ফাঁকা থাকবে? দেশের তরুণ প্রজন্ম জানতে চায় সংবিধানের কোন ধারায় ব্যাঙ্ক লোনের ক্ষেত্রে দুরকম নিয়ম হয়? সাধারণ নাগরিকদের লোন পেতে হলে উপযুক্ত প্রয়োজনীয় তথ্যাদি জমা করতে হয়। কিন্তু আদানী–আদবানীদের ক্ষেত্রে টেলিফোনে হাজার হাজার কোটি টাকার লোন অনুমোদন পায়? সাধারণ মানুষ লোন দিতে না পারলে সম্পত্তি নিলাম করা হয়। কিন্তু সংবিধানের কোন ধারায় প্রায় চার লক্ষ কোটি টাকার লোন ব্যাঙ্কের খাতা থেকে মুছে যায়? সেই লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা কাদের কাছে পাওনা ছিল তার তালিকা প্রকাশ হয় না কেন? কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পুরানো নোট বাতিল হল, আবার কিছু দিন পরে সেই নতুন ২০০০ টাকার নোট তুলে নেওয়া হল? এই নোট বদলাতে কত হাজার কোটি খরচ হল? কেন এই বাজে খরচ? এই প্রশ্ন রাজাকে করতে চায়। কিন্তু রাজা ভয়ে পালিয়ে বেড়ায়। আজকের যুবকরা জানতে চায় কেন একটা 'ডোমের' চাকরির জন্য পিএইচডি করা ছাত্ররা দরখাস্ত করে? দেশের এই অবস্থা কেন হল তা জানতে চায় এবং এর থেকে মুক্তির উপায় কি?

পথ খোঁজার দায়িত্ব ছিল যাদের তারা রামমন্দির আর জগন্নাথ মন্দির নির্মাণে ব্যস্ত। রাজ্যের শাসকরা নিজ হাতে বেকার যুবকদের ভাগ্য চুরি করল তার বিচার এবং শাস্তি হবে কি? নাকি ভোটে জিতেই পাপস্খালন করবে। তারা সব সাধু হয়ে যাবে? এই অন্যায় কূট কৌশলের অবসান হবে কি? দেশের রাজার মুখ থেকে শুনতে চায় বর্তমান প্রজন্ম। ফকির রাজা কেন পিএম কেয়ারের কাণ্ডের জমা খরচের হিসাব দেবেনা? ভয়টা কোথায়? সংবিধানে কি তা বলা আছে? দেশের ৭৫% সম্পদ দেশের ৩% শতাংশ মানুষের হাতে জমা হয়েছে কেন? ৫৬ ইঞ্চির চৌকিদার থাকতে দেশের হাজার হাজার কোটি টাকা মেরে পালায় কি করে? দেশে এতো সম্পদ তবুও ৩০ কোটি শিশু অপুষ্টিতে ভোগে কেন? এমন হাজার প্রশ্নের উত্তর দেবার কেউ নেই শুধু নয়— শোনারও কেউ নেই। তাই বধির রাজার ঘুম ভাঙাতেই কি গণতন্ত্রের পীঠস্থানে অবৈধ অনুপ্রবেশ? রাজার কাপড়ের খোঁজ যারাই করেছে তারা যুগে যুগে রাজদ্রোহী আখ্যায় ভূষিত হচ্ছে। পথ ভুল হলেও দাবি অন্যায্য নয়। রাজাকে বুঝতে হবে, শুধু বাণী বিতরণ নয় অপরের কথাও শুনতে হয়।

দেশ দেশান্তরে

প্রথম হিন্দু মহিলা প্রার্থী

সুমন্ত ভৌমিক

প্রথমবারের মতো পাকিস্তানের নির্বাচনে প্রার্থী হচ্ছেন এক হিন্দু মহিলা। খাইবার পাখতুনখোয়ার বুনের জেলার হিন্দু সম্প্রদায়ের সদস্য সাভেরা প্রকাশ। তিনি ২৩ ডিসেম্বর প্রথমবারের মতো আসন্ন সাধারণ নির্বাচনে তাঁর মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। পাকিস্তান পিপলস পার্টির (পিপিপি) টিকিটে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন বলে জানা যাচ্ছে। গত ৩৫ বছর ধরে এই দলের একজন সক্রিয় সদস্য সাভেরা। প্রকাশ বুনেরে পিপিপি মহিলা শাখার সাধারণ সম্পাদকের পদেও রয়েছেন। ২০২২ সালে অ্যাবোটাবাদ ইন্টারন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ থেকে ডাক্তারি পাশ করেন প্রকাশ। প্রকাশ জানিয়েছেন যে তিনি এলাকার দরিদ্রদের জন্য কাজ করতে তাঁর বাবার দেখানো পথ অনুসরণ করতে চেয়েছিলেন। যে উন্নয়নের ক্ষেত্রে নারীরা ধারাবাহিকভাবে নিপীড়িত ও উপেক্ষিত। তাই তাঁদের উন্নতি কাজ করতে চান। ডাক্তার হিসেবে তিনি সরকারি হাসপাতালে সেবার কাজে যুক্ত ছিলেন। এবার সেই কাজের পরিধি আরও বাড়াবেন। তিনি আরও জানান, পাকিস্তানে হিন্দু মন্দিরগুলিতে হামলা শুধু নয় এই দেশের মসজিদেও একাধিক হামলা হচ্ছে। এখানে শিক্ষার হার বেশি থাকলে পরিস্থিতি অনেক উন্নত হতে পারত। সে ক্ষেত্রে ধার্মিক সহিষ্ণুতা আরও বেশি থাকত। পাকিস্তানে সংখ্যালঘু মহিলাদের পরিস্থিতি নিয়ে বলেন, মহিলাদের জন্য সঠিক শিক্ষার প্রয়োজন রয়েছে। শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যের দাবি নিয়েই আমি নির্বাচনী ময়দানে নেমেছি। অধিকারের দিক থেকে মহিলারা বঞ্চিত। আমি চাই আরও বেশি সংখ্যক স্কুল তৈরি হোক। কন্যাশিশুদের পড়াশোনার দায়িত্ব নিক সরকার। ভারত ও পাকিস্তান এই দুই দেশ একসঙ্গে স্বাধীনতা পেয়েছিল। কিন্তু ভারত কোথায় এগিয়ে গিয়েছে আর পাকিস্তানের অবস্থা অনেকটাই শোচনীয়। শিক্ষায় ভারতে আমাদের থেকে অনেকটাই এগিয়ে। সে কারণেই দুই দেশের মধ্যে এত তফাৎ।

পাঠকের কলমে

ব্লকে ব্লকে ছাত্র–যুব উৎসব বন্ধ কেন?

আমি দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বিষ্ণুপুর–২ নম্বর ব্লকের বাসিন্দা। আগে প্রতিবছর ডিসেম্বর–জানুয়ারি মাসে ব্লকে ব্লকে ছাত্র–যুব উৎসব করত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুব কল্যাণ দপ্তর। যেখানে ছাত্র–যুবরা আবৃত্তি, সঙ্গীত, নৃত্য, নাটক, বাঁশি সহ নানা ইভেন্টে প্রতিযোগিতায় অংশ নিত। তারপর জেলা এবং রাজ্যস্তরে সফল প্রতিযোগীরা অংশগ্রহণ করে পুরস্কার পেত। ছাত্র–যুবরা তাদের সাংস্কৃতিক প্রতিভার স্বীকৃতি পেত। একটা উৎসবের সুস্থ পরিবেশ তৈরি হত। ২০১৮–১৯ সালের পর আর এসব হচ্ছে না। এখন তো করোনা নেই। কলকাতায় সঙ্গীতমেলা সহ নানা অনুষ্ঠান হচ্ছে। তাহলে গ্রামীণ এলাকায় ছাত্র–যুব উৎসব বন্ধ হয়ে গেল কেন? বিষয়টি রাজ্য সরকার ভেবে দেখলে ছাত্র–যুবরা উপকৃত হবে।

তপন চ্যাটার্জী
বিষ্ণুপুর–২, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

সমস্ত বক্তব্য পাঠকের নিজের, এতে সম্পাদক বা কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।

শিক্ষায় যখন অশিক্ষা কুশিক্ষা

অর্পণ কর

পথটা চিনিয়ে ছিলেন বেহালার পার্থবাবু। শিক্ষা বিভাগের পয়লা স্তরের মন্ত্রিত্বের অবসান ঘটিয়ে একা কুম্ভ রক্ষা করতে গিয়ে যা কাণ্ড করলেন তা এ ভূভারতে বিরলতম ঘটনা। আগের জমানা গুলিতে শিক্ষা নিয়ে নানা পরীক্ষা নীরিক্ষা, কমিটি, কমিশন হতো। কখনও রবি ঠাকুরকে ঢাল করে 'মাতৃভাষাই মাতৃদুগ্ধ' বাক্য বন্ধনীকে ব্যবহার করে প্রাথমিকে ইংরাজি ভাষাটাকেই লোপাট করা হল। রবি ঠাকুরের বাক্যের সম্পূর্ণ বক্তব্যটি গ্রহণ না করেই দেওয়ালে দেওয়ালে মাতৃভাষার প্রতি সমর্থনে। অলিতে গলিতে নানা স্লোগান থাকত। এমনভাবেই মনুষ্য হিতকে অপমান করতে মনুর ভাষ্যকে 'নারী' বিদ্বেষকে 'প্রামান্য' কথা প্রচার করতে মার্ক্স সাহেবের নবীন অনুরাগীরা তাদের অনুরাগিনীর কাছাকাছি আসতো। সে সব আজ অতীত তবু কুশিক্ষার এমন নজির বারংবার এই পরিবর্তনের বাংলায় দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। সম্প্রতি স্বামী বিবেকানন্দের উক্তিকে নিয়ে রাজপথে নেত্রীদের ফুটবল–ফুটবল খেলা, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে নিয়ে নাট্যকার অভিনেতা মন্ত্রীর বক্তব্য কিংবা সাম্প্রতিক সময়ে চিকিৎসক নেতার মা সারদার কালীঘাটে জন্ম নিয়ে দৈববাণী তুল্য ভাষণ বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ক্ষণিক ঢেউ তুললেও তা মিলিয়ে গেছে একের পর এক 'অশিক্ষা–কুশিক্ষার' প্লাবনে। গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে ক্রিসমাসের কার্নিভাল যখন একদিকে গঙ্গার পাড় ভাঙনের স্পষ্ট ইঙ্গিত দিচ্ছে অন্য দিকে চাকরি প্রার্থী শিক্ষিত যুবক–যুবতীদের চাকরির নিয়োগপত্রের পরিবর্তে কারামুক্তির আবেদন পত্র দেখতে হয় তখন শাসকের অভ্যন্তরে টলমল ভূমিস্পর্শের আগাম পূর্বাভাস পাওয়া যায়। ঠগ বাঁচতে গাঁ উজার হয়ে যেতে পারে সেই ভাবনায় আদি ও নব্য দলের মধ্যে আপোষ মীমাংসার যার ফর্মূলা খুঁজতে হন্যে হতে হয় বড় নেতা, বড় নেত্রীদের।

চাকরি বাকরি, বিশেষ করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়োগের ক্ষেত্রে বাম আমলের 'লোকাল থেকে স্টেট লেভেল' নেতাদের সুপারিশ বার্তা ছিল অমৃতসমান। যোগ্য–অযোগ্যের বাছবিচার ছিল গৌণ। যোগ্য উত্তরসূরীরা খুল্লামখুল্লা গান্ধী নোটে ভরসা রেখে গেছে। ইডি–সিবিআই এর নাম মহিমা যেন এ রাজ্যের নামের সমার্থক হয়ে উঠেছে। দেখা যাচ্ছে সব দলের নেতানেত্রী অভিনেতা অভিনেত্রী থাকলেও প্রকৃত মানবিক শিক্ষায় শিক্ষিত লোকের অভাব। অনেক ডিগ্রিধারী নেতাদের নানা বক্তব্যে তাদের শিক্ষা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। অশিক্ষিত কেউ নন, কিন্তু কুশিক্ষার বাড়বাড়ন্ত শেষ করে দিচ্ছে রাজনীতি সচেতন বর্তমান প্রজন্মের যুবদের। চাকরি নেই, ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত, খেলা–মেলার সাময়িক উত্তেজনা ফিকে হয়ে আসে কঠিন বাস্তবের দিন শেষের সাক্ষাতে। তবু এগিয়ে বাংলা, পাতা জোড়া বিজ্ঞাপন আর হোর্ডিং–এ প্রতি বছরের লেখা আশারবাণী– বাংলা মানে ব্যবসা।

মতামত লেখকের নিজস্ব। সংবাদপত্র দায়ী নয়।

গৌরবময় ভারতবর্ষের আকর্ষণীয় ঔজ্জ্বল্য

ড. কেশব চন্দ্র মণ্ডল

উনবিংশ শতকের বিখ্যাত লেখক ও কৌতুকাভিনেতা মার্ক টোয়েন একদা বলেছিলেন 'ইন্ডিয়া ইজ দ্য ক্রেডেল অব দ্যা হিউম্যান রেস, দ্যা বার্থপ্লেস অব হিউম্যান স্পীচ, দ্য মাদার অব হিস্ট্রি, দ্যা গ্র্যান্ডমাদার অব লেজেন্ড, অ্যান্ড দ্য গ্রেট গ্র্যান্ডমাদার অব ট্র্যাডিশন, আওয়ার মোস্ট ভ্যালুয়েবল অ্যান্ড মোস্ট কনস্ট্রাকটিভ মেটেরিয়াল ইন দি হিস্ট্রি অব ম্যান, আর টেজারড্ আপ ইন ইন্ডিয়া ওনলি।' যার বাংলা অর্থ দাঁড়ায় ভারতবর্ষ হল মানবজাতির দোলনা, মানুষের বক্তৃতা ও কথাবার্তার জন্মস্থান, ইতিহাসের জননী, কিংবদন্তী ও কাহিনীর পিতামহী এবং ঐতিহ্যের প্রমাতামহী। আমাদের সবচয়ে মূল্যবান এবং মানব ইতিহাসের সব চেয়ে গঠনমূলক উপাদান সমূহ কেবলমাত্র ভারতবর্ষেই সঞ্চিত রাখা আছে।'' আরো একধাপ এগিয়ে রমন সিং 'দ্য ওয়ানডার দ্যাট ইজ ইন্ডিয়া' শিরোনামে টাইমস অফ ইন্ডিয়ায় (২৭ জানুয়ারি ২০২৩) একটি প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন যে, বিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইনও ভারতবর্ষের একজন অত্যন্ত গুণগ্রাহী মানুষ ছিলেন। আইনস্টাইন মনে করতেন যে, 'সারা পৃথিবী ভারতবর্ষের নিকট ঋণী। কারণ ভারতবর্ষই প্রথম বিশ্বকে গণনা শিখিয়েছিল। সঠিক গণনা পদ্ধতি ছাড়া কোন মূল্যবান ও গ্রহণযোগ্য বিজ্ঞানসম্মত গবেষণা করা সম্ভবপর হতো না।' প্রসিদ্ধ ভারতবর্ষ বিষয়ক গবেষক ও সাহিত্য বিষয়ক চর্চাকারী ম্যাক্স মূলার বলেছিলেন, 'আমাকে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে কোন আকাশের নীচে মানুষের মন সবচেয়ে পছন্দের উপহার লাভ করেছিল, যারা মানবজাতির সবচেয়ে বড় সমস্যাগুলি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করেছে এবং তার সমাধানসূত্র আবিস্কার করেছে আমি তাহলে ভারতবর্ষের কথা বলব।'

উপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে যে বিষয়গুলি স্পষ্ট হল সেগুলি হল ভারতবর্ষ অতি প্রাচীনকাল থেকেই শিক্ষা, সংস্কৃতি, গবেষণা ও দার্শনিক দিক থেকে অত্যন্ত উন্নত ও গৌরবময়। ভারতবর্ষের উত্তরে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ছয় হাজার ফুট উচ্চতায় অবস্থিত পর্বতমালা ভারতের সৌন্দর্য ও অকল্পনীয় মহিমার প্রকাশ ঘটায়। এই দেশের উর্বর মাটি ভারতবর্ষকে শস্য শ্যামলা ও খাদ্যে স্বনির্ভর করেছে। সুপ্রাচীনকাল থেকেই ভারতবর্ষ একটি মহান ও উজ্জ্বল এবং প্রাণবন্ত দেশ। ১৮১০ সালে ব্রাইস জেমস লিখিত পুরস্কার বিজয়ী গ্রন্থ 'অ্যা স্কেচ অব দ্যা স্টেট অব ব্রিটিশ ইন্ডিয়া, উইথ অ্যা ভিউ অব পয়েন্টিং আউট দ্যা বেস্ট মিনস অব সিভিলাইজিং ইটস ইনহ্যাবিট্যান্টস, অ্যান্ড ডিফিউজিং দ্য নলেজ অব খ্রিস্টিয়ানিটি থ্রু আউট দ্যা ইন্টার্ন ওয়ার্ল্ড' থেকে আমরা জানতে পারি যে, ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের সম্পদের প্রাচুর্য এদেশের সৈন্যদের সাহস বৃদ্ধি করেছে এবং দেশের অগ্রগতি অব্যাহত রেখে নাগরিকদের সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি ঘটিয়েছে। এদেশের কারিগরদের নির্মিত বিভিন্ন স্বাভাবিক ও কৃত্রিম জিনিসের উৎপাদন এই দেশের বণিক অভিযাত্রীদের মনোবল বাড়িয়েছে ও দেশে–বিদেশে বাণিজ্য করতে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। ভারতবর্ষের গবেষকগণ সর্বপ্রথম বহু প্রচীনকাল থেকেই নতুন নতুন জিনিস আবিষ্কার করেছে। এমনকি ভারতবর্ষের মনুষ্যজাতি সর্বপ্রথম বিভিন্ন পেশার ও জীবিকার অগ্রগতি ও পরিবর্তন ঘটিয়েছে। অনেকে মনে করেন যে, এক্ষেত্রে বুঝি ভারতীয়রা মিশরীয়দের থেকে জ্ঞান ধার বা ঋণ করে অগ্রগতি ঘটিয়েছে। কিন্তু বর্তমানে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, বাস্তবে বিপরীতটাই ঘটেছিল। শুধু তাই নয়, প্রাচীন ভারতবর্ষের প্রশাসনিক ব্যবস্থা শিল্প ও সাহিত্য পশ্চিমীদের নিকট অনুকরণীয় ছিল। জেমস ব্রাইস (১৮১০) আরো লিখেছেন, 'এই সময়ে ভারতীয়রা মৃদু ও ন্যায়পরায়ণ (mild and equitable govern-ment) সরকার পরিচালনা করতেন। তাঁরা যে সমস্ত আইন প্রণয়ন করতেন সেগুলি অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তা ও প্রজ্ঞার সাথে করা হত; যার ফলে এই আইন প্রণেতারা খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।' ভারতবর্ষের শিল্পকলা ও বিজ্ঞান অত্যন্ত সাফল্যের সাথে উন্নতিলাভ করেছিল ও তা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছিল।

এছাড়াও মেগাস্থিনসের ইন্ডিকা গ্রন্থের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, 'ভারতবর্ষের জমি এতটাই উর্বর ছিল যে, বছরে দুবার শষ্য ও ফল উৎপন্ন হত।' ইরাটোর্সথিনিস অনুরূপভাবে লেখেন যে, প্রত্যেক বছরে শীতকালে ও গ্রীষ্মকালে বৃষ্টি হত। এতে জমি উর্বর হত এবং খুব ভালো ফসল ফলত। এমন একটা বছরও ছিল না যে বচরে দুবার বর্ষা নামত না। উন্নত মাটির জন্য মিষ্টি ফলও ফলত। মেগাস্থিনিসের বিবরণ প্রশংসার সাথে ভারতীয়দের জীবন যাপন প্রণালী বর্ণনা করে, তিনি লিখেছেন যে, 'ভারতীয়রা সাধারণ মিতব্যয়ীভাবে জীবন কাটাতেন, বিশেষ করে যখন তারা কোন ক্যাম্প বা শিবিরে থাকতেন। তাঁরা শৃঙ্খলাহীন জীবন পছন্দ করতেন না। তাঁরা ভির ভালোবাসতেন না এবং সর্বোপরি তাঁরা শিষ্টাচার জীবন যাপন করতেন। চুরির ঘটনা ক্কচিৎ কোথাও ঘটত বা প্রায় ঘটত না বললেই চলে। সান্দ্রাকট্টুসের শিবিরে যেখানে চার লক্ষ লোক একসাথে থাকতেন, সেখানে কখনও চুরির ঘটনা ঘটলে তা কখনও দুশো দ্রাঘমা (গ্রীস দেশের মুদ্রা) মূল্যের বেশি হতো না। যাইহোক মানুষজন সেকালে ব্যবসা বানিজ্য ও সাধারণ কাজকর্ম করে খুশিতে জীবনে কাটাতেন। তাঁরা শিষ্টাচার জানতেন এবং মিতব্যয়ী ছিলেন, বলিদান ছাড়া তাঁরা কখনও মদ্যপান করতেন না। এই হল প্রাচীন ভারতবর্ষের এক সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

সপ্তাহের বাছাই

অন্নদাঠাকুরের ১৩৪তম জন্মোৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ৪ ডিসেম্বর থেকে ১০ ডিসেম্বর পর্যন্ত সংঘ প্রতিষ্ঠাতা শ্রীশ্রী অন্নদাঠাকুরের ১৩৪তম জন্মোৎসব দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ সংঘ আদ্যাপীঠ প্রাঙ্গণে যথোচিত মর্যাদার সঙ্গে পালিত হয়। মঙ্গল আরতির মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। এই উপলক্ষ্যে বিশেষ পুজো–হোম ভোগারতি ও নরনারায়ণ সেবার আয়োজন করা হয়। সংঘের সেবকগণ কর্তৃক স্বপ্নজীবন অবলম্বনে শ্রীশ্রী অন্নদাঠাকুরের কথা ও গান পরিবেশিত হয়। বিকালে বিভিন্ন বক্তা অন্নদাঠাকুরের জীবনী নিয়ে আলোচনা করেন। সভায় পৌরোহিত্য করেন সঙ্ঘ–সভাপতি ব্রহ্মচারী ঋতেন ভাই। সংঘ সম্পাদক ব্রহ্মচারী মুরালভাই তার মনোজ্ঞ ভাষণে সকলকে মুগ্ধ করেন। প্রত্যেকদিন সন্ধ্যায় সঙ্গীত শিল্পীরা ভক্তিগীতি গেয়ে শ্রোতাদের মুগ্ধ করেন। শেষদিন শ্রীশ্রী অন্নদা ঠাকুরের প্রতিকৃতিসহ নগর সংকীর্তন ও বিশেষ শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন তপন বণিক। সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সংঘ সহ সম্পাদক ও সকলের আপনজন ব্রহ্মচারী শুভভাই।

বোসপুকুর লোকনাথ মন্দির কমিটির উদ্যোগে রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিশিষ্ট সমাজ সেবিকা সুচরিতা চক্রবর্তী ও সমাজসেবক বিশ্বজিৎ ঘোষের উদ্যোগে এবং বোসপুকুর লোকনাথ মন্দির কমিটির সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ঝর্না ঘোষ দাতব্য প্রতিষ্ঠানে অনুষ্ঠিত হল ২৩ তম রক্তদান ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির। রাজপুর সোনারপুর পৌরসভার ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত বোসপুকুর লোকনাথ মন্দির কমিটির সম্পাদক শ্রী গদাই চক্রবর্তীর ব্যবস্থাপনায় ১৮ ডিসেম্বর এই শিবিরে চক্ষু পরীক্ষা, ছানি অপারেশন, হার্ট পরীক্ষা, ইসিজি, অর্থোপেডিক ও হেলথ চেকআপ এবং সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষদের জন্য বস্ত্র বিতরণের ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল। এক হাজার মানুষকে কম্বল বিতরণ করা হয়েছে। সেই সঙ্গে রক্তদান করেছেন ৬০ জন রক্তদাতা। গোপাল চক্রবর্তীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ২৩ বছর ধরে চলছে এই উদ্যোগ। বছরের শুধু ১দিন নয় বোসপুকুর লোকনাথ কমিটি সারা বছরই বিনামূল্যে মানুষের চিকিৎসার ব্যবস্থা করে থাকেন ঝর্ণা ঘোষ দাতব্য প্রতিষ্ঠানে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কলকাতা পুরসভার ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষ,সাহিত্যিক আবুল বাশার, সহঅন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

রামপুরহাট বিদ্যালয়ে কার্নিভাল

নিজস্ব প্রতিনিধি : পড়ুয়াদের উচ্ছাস ও উন্মাদনার মধ্যে দিয়ে ২৩ ও ২৪ ডিসেম্বর রামপুরহাট দিল্লি পাবলিক স্কুলে পালিত হল স্কুলের বার্ষিক অনুষ্ঠান ও কার্নিভাল। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন রামপুরহাট মহকুমাশাসক সৌরভ পানডে,রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত শিক্ষক দীনবন্ধু চৌধুরী, রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল সুপারিন্টেন্ডেন্ট ডাঃ পলাশ দাস। প্রায় ২ হাজার অভিভাবক প্রতিদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। অতিথিরা তাঁদের বক্তব্যের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের উদ্বুদ্ধ করেন। উদ্বোধনী নৃত্যের মাধ্যমে তাদের অনুষ্ঠান শুরু করে। সুন্দর সুন্দর প্রজেক্ট, মডেল, পোস্টার দিয়ে ছাত্র–ছাত্রীরা সাজিয়ে তুলেছিল চারটি বিষয়ভিত্তিক তাঁবু। অনুষ্ঠানের মাঝেই বিগত শিক্ষাবর্ষের বিশেষ পারদর্শীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। দুইদিনের এই কার্নিভালে বিভিন্ন স্টলও ছিল আকর্ষণের জায়গা। খাওয়া দাওয়া, খেলনা,বিভিন্ন স্টেশনারী জিনিসপত্রের স্টলের সমাহার দেখা যায় এই কার্নিভালে। শেষে ধন্যবাদজ্ঞাপন ও জাতীয় সঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

খাদ্য রসিকদের চাহিদা মেটাতে

প্রথম পাতার পর

এই চোরাই কারবারের মাধ্যমে আর্থিকভাবে ফুলেফেঁপে উঠছে পশ্চিমবঙ্গ সহ ভিনরাজ্যের অনেকেই। একাধিক সূত্রে জানা গিয়েছে, সুস্বাদু ও নরম মাংস হিসেবে দেশি কচ্ছপের চাহিদা রয়েছে। খাদ্যরসিকরা দেশি কচ্ছপের একটুকরো মাংসের স্বাদ পাওয়ার জন্য কার্যত হাপিত্যেশ করে বসে থাকেন। সুদূর অতীতে এই কচ্ছপের মাংস সহজলভ্য ছিল। হাটেবাজারে গিয়ে অতি সহজেই দেশি কচ্ছপের মাংস কেনা যেত। কিন্তু, একসময় এধরনের কচ্ছপ ধরা এবং তার কেনাবেচা আইনত নিষিদ্ধ ঘোষণা হয়। তারপর থেকে হাটেবাজারে প্রকাশ্যে দেশি কচ্ছপের দেখা না মিললেও চোরাই পথে বিকিকিনি কিন্তু বন্ধ হয়নি।

একটি জীবপ্রেমী স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের অন্যতম প্রধান সদস্য তথা একাধিক জীববৈচিত্র্য সম্পর্কে অভিজ্ঞ অর্ণব দাস বলেন, এধরনের কচ্ছপগুলিকে বলা ইন্ডিয়ান ফ্ল্যাপশেল টার্টল বা দেশি (তিলি) কচ্ছপ। অসাধু কারবারিরা এধরনের কচ্ছপগুলি বিভিন্ন নদী থেকে গোপনে ধরে এনে পুকুরে রেখে পরে সুযোগমতো অন্যত্র চড়ামূল্যে পাচার করে দেয়। মূলত উত্তর প্রদেশ, বিহার প্রভৃতি রাজ্যে বেআইনীভাবে দেশি কচ্ছপের চাষ হচ্ছে। বর্ধমান বন দপ্তরের বিভাগীয় কর্মী বাপন বৈরাগী এদিন বলেন, বুধবার সকালে আরপিএফ ডাউন চম্বল এক্সপ্রেসের একটি কামরায় রাখা একাধিক ব্যাগের মধ্য থেকে ৯৮টি দেশি কচ্ছপ উদ্ধার করেছে। তবে, কোনও পাচারকারী ধরা পড়েনি। আরপিএফ বর্ধমান বন দপ্তরে এখবর জানানোর পর আমি বর্ধমান জংশন স্টেশনে গিয়ে কচ্ছপগুলি রমনাবাগানে নিয়ে আসি। এরপর সেগুলি আধিকারিকদের নির্দেশ মতো জলাশয়ে ছেড়ে দেওয়া হবে। পরিবেশের বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য রক্ষা করে দেশি কচ্ছপ। এই কচ্ছপের কারবার আইনত নিষিদ্ধ। এধরনের কারবার বন্ধ করতে বন দপ্তরও ধারাবাহিক অভিযান চালাচ্ছে।

নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও ধানখেতেই নাড়া পোড়ানো হচ্ছে পূর্ব বর্ধমানে

নিজস্ব প্রতিনিধি : নিষেধাজ্ঞার কোনওরকম তোয়াক্কা না করে আমন ধানখেতের মধ্যেই নাড়া পোড়ানো হচ্ছে। এর ফলে কৃষিজমির স্বাস্থ্যহানির পাশাপাশি বায়ুমণ্ডল সাঙ্ঘাতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। কিছু অসচেতন এবং একগুঁয়ে কৃষকদের কারণেই পূর্ব বর্ধমান জেলার বিভিন্ন প্রান্তে এই ক্ষতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। যা দেখে জেলার প্রশাসনিক কর্তাব্যক্তিরা রীতিমতো চিন্তিত। পূর্ব বর্ধমানের জেলাশাসক পূর্ণেন্দু মাজি বড়োদিনে নাদনঘাটের কোবলা–বাঁশদহ বিলে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসে তাঁর বক্তৃতায় এবিষয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন। নাড়া পোড়ানোর বিরুদ্ধে তিনি সকলকে সচেতন হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। আইনের শাসনে যে এই সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয় তা সর্বৈব সত্য এবং এজন্য আরও নিবিড়ভাবে সচেতনতামূলক প্রচার কর্মসূচির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অনস্বীকার্য। রাজ্যের শস্যগোলা রূপে পরিচিত পূর্ব বর্ধমান জেলার চারটি মহকুমা এলাকায় বিস্তীর্ণ অংশের জমিতে আমন ধানের চাষ হয়।

এবারও যার ব্যতিক্রম ছিল না। অঘ্রাণ মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকেই ধাপে ধাপে সোনালী ফসল তোলার কাজ শুরু হয়। তবে, এবারে কীটপোকার অস্বাভাবিক আক্রমণের পাশাপাশি প্রতিকূল আবহাওয়ায় আমনচাষ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় ফলনে বিরূপ প্রভাব পড়েছে। সার্বিক পরিস্থিতিতে নাকাল চাষিরা এখনও পর্যন্ত অনেকাংশে মাঠ থেকে কাটা ফসল গোলায় ভরতে পারেননি। এদিকে, আমন ধান কাটার পর বহু জায়গায় সেই জমিতেই নাড়া(ধান কাটার পর গোড়ার যে গুচ্ছ অংশ অর্থাৎ খড় জমিতে পড়ে থাকে) পোড়ানোর মতো ক্ষতিকর কাজকর্ম শুরু হয়ে গিয়েছে। মঙ্গলকোট, পূর্বস্থলী, নাদনঘাট, কাটোয়া, মন্তেশ্বর প্রভৃতি থানা এলাকার বিভিন্ন অংশের জমিতে নাড়া পোড়ানো হচ্ছে বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে। কৃষি বিশেষজ্ঞদের মতে, নাড়া পোড়ানোর ফলে কৃষিজমির প্রভূত ক্ষতি তো হচ্ছেই সেইসঙ্গে ঘন ধোঁয়ার কারণে বায়ুমন্ডল সাংঘাতিকভাবে দূষিত হচ্ছে। যার ফলে পরিবেশ তথা বাস্তুতন্ত্রের ওপর ভয়ংকর প্রভাব পড়ছে। এই নাড়া পোড়ানো আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ।

কথা রাখলেন সুকান্ত, ঘরে ফিরল বিদেশে আটকে থাকা যুবকরা

জয়দীপ মৈত্র,দক্ষিণ দিনাজপুর : অবশেষে সাংসদের চেষ্টায় দুবাই আটকে থাকা শ্রমিকরা ঘরে ফিরলেন বুধবার রাতে।দেশে মাটিতে পা রেখেই সাংসদ সুকান্ত মজুমদারকে কৃতজ্ঞতা জানালেন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর সহ রাজ্যের ১৪ জন শ্রমিক। কথা দিয়ে কথা রাখলেন সুকান্ত মজুমদার।গত ১ ডিসেম্বরে মালদা জেলার দুই দালালের খপ্পরে পড়ে গঙ্গারামপুর সহ রাজ্যের ১৪ জন শ্রমিক দুবাইয়ে কাজ করতে গিয়ে আটকে পড়েন। আটকে পড়া শ্রমিকেরা দুবাই থেকে ভিডিও বার্তা পাঠান পরিবারের কাছে। এরপরেই উৎকণ্ঠার মধ্যে পড়ে ১৪ জন শ্রমিকের পরিবার। যার মধ্যে বিপ্লব সরকার ও দেবাশীষ সরকার গঙ্গারামপুর পৌরসভার ১৫ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা। বহু চেষ্টা করেও ফিরিয়ে আনা না গেলেও অবশেষে বালুরঘাট লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ তথা রাজ্য বিজেপির সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের শরণাপন্ন হন পরিবার। ঘটনার কথা জানার পরেই দিল্লিতে গিয়ে বিদেশ মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে শ্রমিকদের আটকে থাকার কথা জানান সুকান্ত বাবু। এরপরই তড়িঘড়ি ভারতীয় বিদেশমন্ত্রী

দুবাইয়ের বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে ১৪ জন শ্রমিককে ভারতীয় নিয়ে আসার প্রক্রিয়া শুরু করেন। aবুধবার সেই ১৪ জন শ্রমিক দেশে ফিরে গঙ্গারামপুরে পৌঁছায়। গঙ্গারামপুরে ফিরতেই মা–বাবা সহ বিজেপির পক্ষ থেকে সেই ১৪ জন শ্রমিককে ফুলের মালা পরিয়ে স্বাগত জানানো হয়। দুবাই থেকে ফিরে এসে গঙ্গারামপুরে দুই যুবক সহ অন্যদের গলায় সুকান্ত মজুমদারের প্রতি ছেলে ও পরিবারের লোকজনকে কাছে পেয়ে যথেষ্ট খুশি ও আপ্লুত পরিবারের লোকজন। পাশাপাশি প্রতিশ্রুতি দিয়ে কথা রাখার কারণে সংসদ সুকান্ত মজুমদারকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন সকলেই।

ডায়মন্ডহারবার কেন্দ্রে সোনালী কি বিজেপির প্রার্থী

প্রথম পাতার পর

ডায়মন্ডহারবার সাংগঠনিক জেলার বিজেপি নেতৃত্ব অবশ্য এ বিষয়ে মুখ খুলতে চাননি। অন্য একটি সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রে শঙ্কুদেব পণ্ডাও নাকি প্রার্থী হতে পারেন। আবার স্থানীয় এক ব্যবসায়ীও নাকি এই দৌড়ে আছেন। এক মহিলা তারকা প্রার্থীর নামও শোনা যাচ্ছে।

ডায়মন্ডহারবার সাংগঠনিক বিজেপির এক শীর্ষ নেতা জানালেন, যেসব রটছে সবই গুজব। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য নেতৃত্ব পর্যালোচনা করে প্রার্থীর নাম ঘোষণা করবেন। এখন সবই আলোচনার পর্যায়ে। তবে ডায়মন্ডহারবার সাংগঠনিক বিজেপির নানা কার্যকর্তা জানাচ্ছেন বিজেপি করা এবং আরএসএস'এর মনোভাবে বিশ্বাসী এমন কাউকেই প্রার্থী করা হোক স্থানীয় স্তর থেকে। সেক্ষেত্রে ডায়মন্ড হারবার সাংগঠনিক বিজেপির প্রাক্তন কনভেনার নীতিশ মণ্ডলের নামও উঠে আসতে পারে বলে গুঞ্জন চলছে। তবে বিজেপির কোন নেতা বা নেত্রী এ বিষয়ে মন্তব্য করতে চাননি। সোনালী গুহও এ ব্যাপারে কোনও তার প্রতিক্রিয়া দেন নি।

ডায়মন্ড হারবার কেন্দ্রে আগামী লোকসভা নির্বাচন যে বর্ণময় হতে চলেছে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। এই কেন্দ্রে অভিষেক ব্যানার্জী নিজের আধিপত্য বজায় রাখতে নানাভাবে সক্রিয়। কখনও মেলা, কখনও পুজো অনুদান, কখনও কম্বল দান সহ ডায়মণ্ড হারবার কেন্দ্রটিকে মডেল কেন্দ্র করতে তৎপর। সেই কেন্দ্রে এবার হানা দিচ্ছেন শুভেন্দু অধিকারী। ঘোষণা করেছেন এই কেন্দ্র থেকেও তিনি এবার অভিষেককে হারাবেন। আবার আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকি ডায়মণ্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রে দাঁড়াবেন বলে সাড়া ফেলে দিয়েছেন। র‍্যালিও করে গিয়েছেন কিছুদিন আগে। বিপুল সাড়া মিলেছে এই র‍্যালিতে। ফলে এই কেন্দ্রের ভোট সমীকরণ এখন মুখ্য আলোচনার বিষয়। সকলেই চাইছে ডায়মণ্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রে সাড়া জাগাতে। ছক কষছে সকলে। তবে শেষ কথাটা বলবে সাধারণ মানুষ।

অভিষেকের নির্দেশেই তৃণমূলের সভাপতি নবকুমার

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২৪ ডিসেম্বর দক্ষিণ শহরতলীর বিষ্ণুপুর দু'নম্বর ব্লকের অন্তর্গত বাখরাহাট বুড়ির পোলে বড় কাছারি গেটের কাছে বাখরাহাট অঞ্চল এবং পাথরবেড়িয়া জয়চন্ডীপুর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এক বর্ধিত সভার ডাক দেওয়া হয়েছিল। সম্প্রতি এই ব্লকের তৃণমূল সভাপতি হিসাবে নবকুমার বেতালের নাম ঘোষণা করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। যদিও সেই ঘোষণাকে অনেকেই মানতে চাননি। তার মধ্যে অন্যতম হলেন প্রাক্তন সভাপতি চিত্তরঞ্জন কাঁড়ার। তিনি দলের অবজারভার শওকত মোল্লার বিরুদ্ধে সংবাদ মাধ্যমে সরব হয়েছেন। এমনকী প্রথম ডাকা নবকুমার বেতালের সভায় অনুপস্থিত ছিলেন চিত্তরঞ্জন এবং স্থানীয় বিধায়ক মোহন চন্দ্র নস্কর। এদিনও সভায় অনুপস্থিত ছিলেন দুজন। যদিও প্রচুর মানুষের উপস্থিতিতে বর্ধিত সভা জনসভায় পরিণত হয়েছিল।

এমনকী এদিনের মঞ্চে তৃণমূলের অনেক আদি নেতাকে দেখা যায়। তার মধ্যে গোপাল মিত্র, কাজল দত্ত, অপূর্ব পাল ছিলেন অন্যতম। নবকুমার বেতালকে এদিন বিভিন্ন সংগঠন এবং দলীয়ভাবে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। নবকুমার জানান, আগামী দিনে বুথ স্তর থেকে দলকে সংগঠিত করা হবে। মহিলা ব্রিগেডও তৈরি করা হবে। আগামী লোকসভা নির্বাচনে সাতগাছিয়ার এই ১১টি অঞ্চল থেকে ৫০ হাজার ভোটে দলকে জেতানো হবে বলে দাবি করেন নবকুমার। শওকত মোল্লা তাঁর বক্তব্যে বলেন আমি কাউকে সভাপতি করিনি। সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক ব্যানার্জির নির্দেশেই সভাপতি হয়েছেন নবকুমার বেতাল। চিত্তরঞ্জন কাঁড়ারের মন্তব্য প্রসঙ্গে তিনি বলেন, উনি আমার সিনিয়র। দুঃখে কী বলেছেন আমি তা নিয়ে কোনও মন্তব্য করব না। নবকুমার বেতাল বলেন, কারা কী বলেছে তার কোনও উত্তর আমি দেব না। আমি সকলকে দলে সম্মান দিতে চাই। এদিনের এই বর্ধিত সভায় বিজেপি থেকে বেশ কয়েকজন তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন। তাদের হাতে পতাকা তুলে দেন শওকত মোল্লা।

১জানুয়ারি থেকে হতে চলেছে

প্রথম পাতার পর

বজবজ–২ নম্বর ব্লক এম আর ডিলার অ্যাসোসিয়েশন এর সাধারণ সম্পাদক দেবাশীষ নস্কর জানান, রাজ্য কমিটি আমাদের ১ জানুয়ারি থেকে রেশন দোকান বন্ধ রাখতে বলেছে। শনিবার অর্থাৎ ৩০ ডিসেম্বর আমরা এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব। তবে সত্যি সত্যি যদি রেশন দোকান বন্ধ হয়ে যায় বিশেষ করে গ্রামীন এলাকার গরিব দরিদ্র মধ্যবিত্ত মানুষরা মহা সমস্যায় পড়বেন এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। রেশন ব্যবস্থায় দুর্নীতির তদন্তে ইতিমধ্যেই হাজতবাস করছেন প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী তথা ব্যবসায়ীদের একাংশ। তদন্তকারী সংস্থা ইতিমধ্যেই আদালতে জানিয়েছে এখনও পর্যন্ত ১০০ কোটি টাকার দুর্নীতির হদিশ পাওয়া গিয়েছে। তদন্ত এখনও চলছে সংশ্লিষ্ট মহলের ধারণা এই দুর্নীতির পরিমান এক হাজার কোটিও ছাড়াতে পারে। বেশ বোঝা যায় এই বিপুল পরিমান দুর্নীতির ধাক্কা গিয়ে পড়েছে রেশন ডিলারদের জীবনে। তাই আজ তারা মরিয়া।

শেষ পর্যন্ত সরকার যদি পরিস্থিতি সামলাতে ব্যর্থ হয় বা ধর্মঘট বাস্তব চেহারা নেয় তাহলে নিঃসন্দেহে বলা যায় ভারতবাসী তথা বাংলার খেটে খাওয়া মানুষের দৈনন্দিন জীবনে নেমে আসতে চলেছে চরম বিপর্যয়। সরকার তার জনপ্রিয়তার খাতিরে দুয়ারে সরকারের মতো প্রকল্প রচনা করেও ডিলারদের দিকে তাকায়নি। প্রচার যাই চলুক না কেন বাস্তবে এই প্রকল্প সেভাবে দানা বাঁধতে পারেনি। এরপর যদি ধর্মঘট সফল হয় তাহলে কি ফের আর এক খাদ্য সংকট আসতে চলেছে?

হাত দিলেই উঠে যাচ্ছে পিচ

প্রথম পাতার পর

ফলে ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা বাগদার বিডিওকে লিখিত অভিযোগ জানিয়ে কাজ বন্ধ করেছেন। এ প্রসঙ্গে বাগদা পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ তথা তৃণমূলের বাগদা ব্লক প্রেসিডেন্ট পরিতোষ সাহা বলেন, 'কাজটা কিছু কিছু জায়গায় নিম্ন মানের হয়েছে। এনিয়ে সভাধিপতির সঙ্গে কথা হয়েছে। ইঞ্জিনিয়ার দিয়ে চেক করিয়ে সিডিউল অনুযায়ী কাজ করা হবে। তবে এটা তো জেলার কাজ। আর আমি তো বাগদা পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ।'এপ্রসঙ্গে বাগদা বিডিও আশীষ মণ্ডল বলেন, 'আমি একটি লিখিত অভিযোগ পেয়েছি। তবে কাজটি হচ্ছে জেলা পরিষদের। আমি শুধু মনিটরিং করতে পারি। আমি আগামীদিন আবার সেখানে যাব কি পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে রিপোর্ট পাঠিয়ে দেব।'

বিদ্যানগরে রাসমেলা উৎসব

অশোক সেন : বাংলা ১৩৫০ সালে ভক্তপ্রাণ বেচারাম দেউটি মহাশয় ও বিদ্যানগরের আসেপাশে আপামর গৌরাঙ্গ ভক্ত বৃন্দের সহযোগিতায় বিদ্যানগর মঠ প্রতিষ্ঠা হয়। পরবর্তীকালে সমস্ত গৌরাঙ্গ ভক্তবৃন্দ উৎফুল্লিত হইয়া এবং ধর্ম চেতনা প্রসার বৃদ্ধির উপর উৎফুল্লিত হওয়ায় তৎকালিন মহারাজ প্রয়াত ১০৮ দিব্যানন্দ গিরি মহারাজজী প্রায় শতাব্দী প্রাচীন জীর্ণ মন্দির ধীরে ধীরে সুবিশাল নাটমন্দির সহ বিশাল গৌরীয় মঠ বর্তমান রূপ পায়। ধর্মীয় প্রভাব ও অঙ্গ হিসেবে বর্তমান বর্ষে ২০২৩ এ গত ১০ ডিসেম্বর হইতে ২৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত মঠ প্রাঙ্গণে নাট–মন্দিরে রাসমেলা আয়োজন করে। এই মেলায়আশপাশ অঞ্চল সহ বাহির হইতে প্রচুর লোক সমাগম হয়। যাহা বিদ্যালয়ের মঠ রাসমেলা হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

প্রতিবাদ কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি : সম্প্রতি ঝাড়খণ্ডে কংগ্রেস নেতা ধীরাজ সাউয়ের ঘর থেকে বেআইনি তিনশো পঞ্চাশ কোটি জনতার লুটের টাকা উদ্ধার ও পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল নেতাদের ঘর থেকে জনতার কোটি কোট টাকা উদ্ধারের প্রতিবাদে সম্প্রতি ডায়মন্ড হারবার সাংগঠনিক জেলা বিজেপির পক্ষ থেকে এক প্রতিবাদ মিছিল অনুষ্ঠিত হল।

ভোটের আগে মেগা সাগর মেলার চ্যালেঞ্জ সরকারের

প্রথম পাতার পর

মুড়ি গঙ্গার চরের সমস্যার সমাধানের জন্য ৩১ ডিসেম্বর থেকে আবার ড্রেজিং শুরু হচ্ছে।

মেলা চলাকালীনও মুড়িগঙ্গায় ড্রেজিং চলবে। বাবুঘাট থেকে সাগর পর্যন্ত প্রতিটি পয়েন্টে একজন করে ইনচার্জ থাকবে। ড্রোন সহ ১১৫০টি সিসিটিভি থাকবে। থাকবে মেগা কন্ট্রোলরুম। প্রতিটি জেটিতে আলো বাড়ানো হচ্ছে। থাকবে অ্যান্টি ফগ লাইট। মুড়িগঙ্গায় নদীতে টাওয়ারে থাকবে অ্যাডভান্সড লাইট। এবার সাগর মেলাকে গ্রীন মেলা করা হবে। সাগরে ৩০০ বেডের অস্থায়ী হাসপাতাল থাকবে। এছাড়া কলকাতার ৭টি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে বেড সংরক্ষণ থাকবে। এবারও ওয়াটার ও এয়ার অ্যাম্বুলেন্সও থাকবে। সিভিল ডিফেন্সের হ্যান্ড মাইকের সংখ্যা বাড়ানো হচ্ছে। মহাসাগর আরতি হবে ১২–১৪ জানুয়ারি। এবার নামখানা পর্যন্ত ট্রেনের সংখ্যা বাড়ানো হচ্ছে। ৯–১৭ জানুয়ারী পর্যন্ত সাগরদ্বীপে আগত তীর্থযাত্রীসহ অন্যান্যদের জন্য থাকছে ৫ লক্ষ টাকা বিমার ব্যবস্থা। করোনা প্রসঙ্গে জেলা শাসক বলেন, এ ব্যাপারে স্বাস্থ্য দফতর যেমন নির্দেশ দেবে তেমনটাই মেনে চলা হবে। জেলাশাসক জানান মেলায় বাজেট বলে কিছু নেই, যেমন প্রয়োজন তেমন খরচ করবে বিভিন্ন দপ্তর। জেলা সভাধিপতি নীলিমা মিস্ত্রি বিশাল বলেন, মেলায় ৭০–৮০ লক্ষ তীর্থযাত্রী আসতে পারে। দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে কত তীর্থযাত্রী আসবে তা গণনা করে বলা সম্ভব নয়। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী দায়িত্ব নিয়ে সাগর মেলা করছেন। এবারের মেলা সব রেকর্ডকে ভেঙে দেবে।

প্রসঙ্গত মুখ্যমন্ত্রীর বা জেলা সভাধিপতির তীর্থযাত্রীর আগমণের পরিসংখ্যান যদি সত্যিই মিলে যায়, তাহলে সেই সংখ্যক তীর্থযাত্রীদের পরিষেবা দেবার পর্যাপ্ত পরিকাঠামো সাগর দ্বীপে আছে তো? সে প্রশ্নের উত্তরের জন্য আসন্ন সাগর মেলা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

অবশ্য আগামী ২২ জানুয়ারি অযোধ্যায় রাম মন্দিরের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হবে। সারা ভারতবর্ষের অনেক মানুষই এই জানুয়ারি মাসে অযোধ্যায় উদ্দেশ্যে পাড়ি জমাবেন। তাই এবারের সাগর মেলায় ভিন রাজ্যের অথবা উত্তর ভারতের কতো তীর্থযাত্রী সাগরদ্বীপে আসেন সেটাও একটা প্রশ্নের বিষয়।

আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চায় নতুন সংযোজন

প্রকাশিত হয়েছে

ইতিহাস দর্পণে

চেতলা

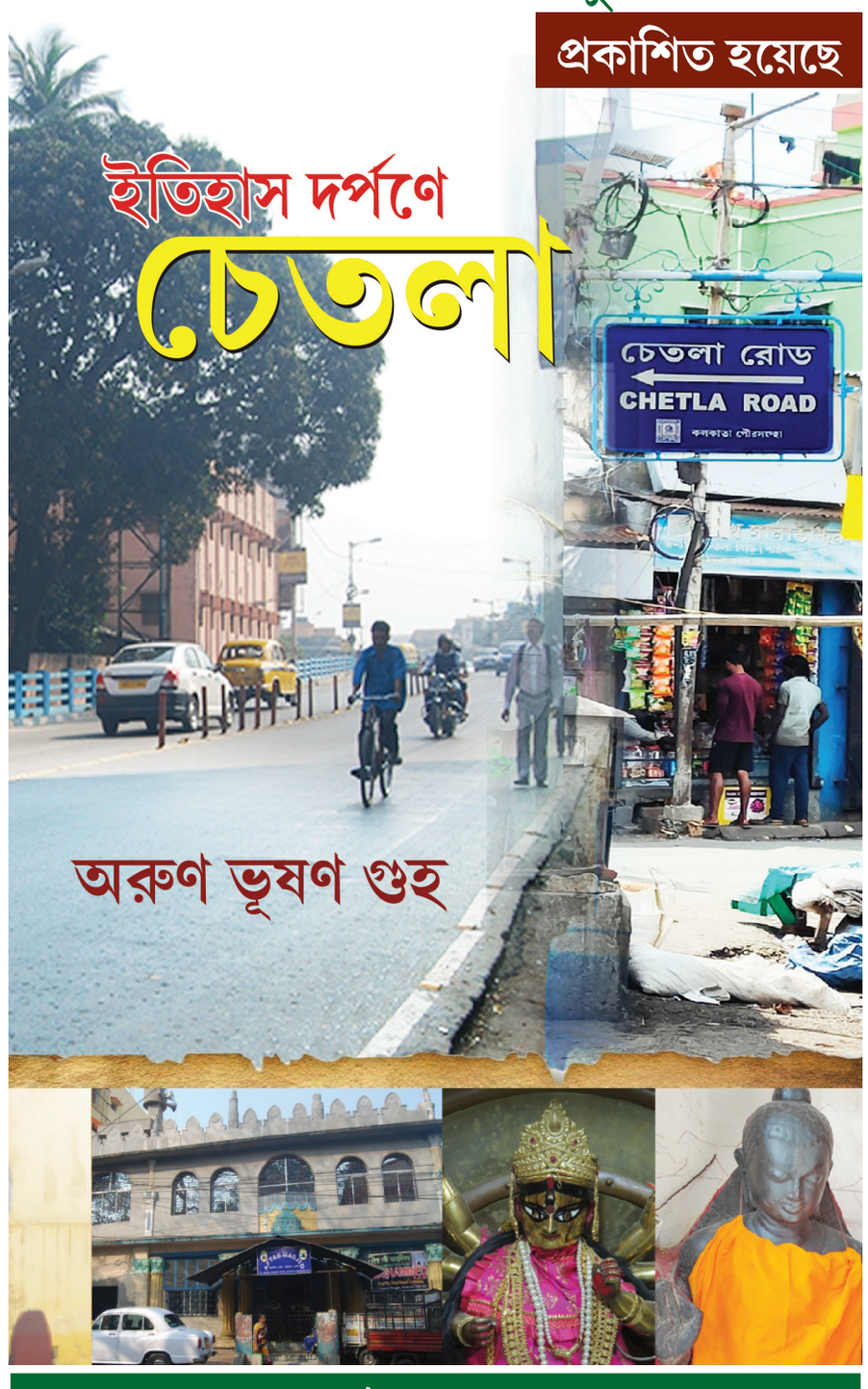

অরুণ ভূষণ গুহ

দোকানে ও স্টলে পাওয়া যাচ্ছে

মহানগরে

‘আশ্রয়ে’ অবৈধ উপার্জনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা

নিজস্ব প্রতিনিধি: কলকাতা পৌরসংস্থা এই মহানগরের ফুটপাথবাসীদের জন্য ‘আশ্রয়’ নিবাসের ব্যবস্থা করেছে। কিন্তু যে সংস্থাকে ওই ‘আশ্রয়’ নিবাস গুলি পরিচালনা করছে, তারা ফুটপাথবাসীদের বদলে অন্য লোকেদের থাকার ব্যবস্থা করে টাকা উপার্জন করছে। এ খবর আলিপুর বার্তায় প্রকাশিত হবার পরেই ব্যবস্থা নিল কলকাতা পৌরসংস্থা। কালো তালিকাভুক্ত করা হয়েছে ওই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকে। শীত–গ্রীষ্ম–বর্ষা সারা বছর ফুটপাথে বাস, আর ভিক্ষা করে দিন গুজরান, এমন মানুষদের জন্য বিনামূল্যে মাথায় ছাদের বন্দোবস্ত করতে গৃহহীনদের জন্য ১২টি ‘আশ্রয়শালা’ তৈরি করেছে কলকাতা পৌরসংস্থা। এই ১২টিতে থাকেন ৬৮৪ জন ভিখারি। এর মধ্যে ন’টি ‘শেল্টার ফর আর্বান হোমলেস’ স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা পরিচালনা করে। যদিও এই ন’টির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব সুডা’র ওপর। বাকি তিনটি ‘আশ্রয়’ আবাসস্থলের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব রাজ্যের শিশু ও নারী উন্নয়ন এবং সমাজকল্যাণ দফতরের।

কলকাতা পৌরসংস্থার সমাজকল্যাণ দফতরের মেয়র পারিষদ মিতালি বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, প্রতিটি আশ্রয়ে বিনামূল্যে থাকেন গৃহহীনরা। তাঁদের কাছ থেকে কোনও অর্থ নেওয়া যাবে না। কলকাতা পৌরসংস্থা ৪৮ নম্বর ওয়ার্ড পৌরপ্রতিনিধি একটি অভিযোগ করেন। একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা নিয়মভঙ্গ করেছিল। দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। মেয়র পারিষদ এও জানিয়েছেন, এবার থেকে ‘সারপ্রাইজ ভিজিটে’ আশ্রয়গুলিতে যাওয়া হবে। ১২টি আশ্রয়ের মধ্যে অনেকগুলিতে এখন খালি ঘর পড়ে রয়েছে। শিশু ও নারী কল্যাণ দফতরের দায়িত্বে থাকা তিনটিতে অনেকগুলি ঘর ফাঁকা পড়ে রয়েছে। উত্তর কলকাতার গালিফ স্ট্রিটে ১১টি। উত্তর কলকাতা নর্দার্ন পার্কে ১০টা জায়গা ফাঁকা পড়ে রয়েছে দীর্ঘদিন। মেয়র পারিষদ জানিয়েছেন, পৌরপ্রতিনিধিদের দায়িত্ব তার এলাকার দরিদ্র, গৃহহীনদের ‘আশ্রয়’ কেন্দ্রে পাঠানোর। মেয়র পারিষদ আরও জানান, এই ‘আশ্রয়’ কেবল বসবাসের জায়গা নয়, গৃহহীনদের যদি কোনওরকম অসুখবিসুখ করে তার চিকিৎসারও ব্যবস্থাপনা রয়েছে এই আশ্রয় গুলিতে। যেখানে ঘর ফাঁকা রয়েছে, সেখানে এলে থাকার ব্যবস্থা করবে কলকাতা পৌরসংস্থা। এজন্য অবশ্যই পৌরপ্রতিনিধিদের উদ্যোগ নিতে হবে।

পৌর স্বাস্থ্য পরিষেবার সময়সূচি আগের মতোই : অতীন ঘোষ

বরুণ মণ্ডল

কলকাতা পৌরসংস্থার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক প্রদত্ত ২০২৩ – এর ২৩ সেপ্টেম্বরের অফিস অর্ডারের বিষয়ে আলোকপাত করে কলকাতা পৌরসংস্থার ৪৮ নম্বর ওয়ার্ড পৌরপ্রতিনিধি বিশ্বরূপ দে প্রশ্ন করেন, পুর ওয়ার্ডের স্বাস্থ্য বিভাগ পরিচালনার যে সাপ্তাহিক সূচি নির্দেশ আছে, তা কী কলকাতার সবক’টি ওয়ার্ডে যথাযথ ভাবে মানা হচ্ছে?

তাঁর দ্বিতীয় তথা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, যদি কোনও ওয়ার্ডে এ নিয়ম মানা না হয়ে থাকে, তাহলে কলকাতা পৌরসংস্থার যে দুর্নাম হচ্ছে, তার দায়িত্ব শুধু পৌরপ্রতিনিধি’র কেন হবে? পৌর আধিকারিকদের উপর বর্তাবে না কেন? তৃতীয় প্রশ্নে তিনি জানতে চান, কলকাতা পৌরসংস্থার স্বাস্থ্য দফতর যথেষ্ট সচল। তা সত্ত্বেও কিছু লোকের দায়িত্বহীনতার জন্য কোনও ব্যবস্থা নেওয়ার নিয়ম আছে কী? আর তা থাকলে সেটাই বা কী?

এ বিষয় কলকাতা পৌরসংস্থার উপ–মহানাগরিক স্বাস্থ্য দফতরের দায়িত্বপ্রাপ্ত মেয়র পারিষদ অতীন ঘোষ বলেন, সল্টলেক সেক্টর – ফাইভস্থিত রাজ্যের স্বাস্থ্য ভবন থেকে ২০২৩ – এর ২০ সেপ্টেম্বর তারিখে প্রদত্ত অর্ডারের ভিত্তিতে প্রতি সপ্তাহের সোমবার থেকে শনিবার এই ছয় দিনে নির্দেশিত নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে খোলা থাকছে। এই পরিবর্তিত সময়সূচি কলকাতার বিভিন্ন ওয়ার্ডে যথাযথভাবে মানা হচ্ছে। এই পরিবর্তিত সময়সূচি কলকাতার পৌরসংস্থার ১৬টি বরোর ১৪৪টি ওয়ার্ডে যথার্থ ভাবে মেনে চলা হয়। তা দেখার দায়িত্বে রয়েছেন কোনও বরোর ক্ষেত্রে ‘বরো এক্সিকিউটিভ হেল্‌থ অফিসার’ বা কোনও বরোর ক্ষেত্রে ‘ডেপুটি চিফ মিউনিসিপ্যাল হেল্‌থ অফিসার’। আবার কোনও বরোর ক্ষেত্রে ‘মেডিকেল অফিসার ইনচার্জ’।

পৌর স্বাস্থ্য দফতরের মেয়র পারিষদ অতীন ঘোষ বলেন, ৪৮ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধির অবগতির জন্য জানাই যে, রাজ্যের স্বাস্থ্যভবন একটি নয়া পরিবর্তিত সময়সূচি ২০২৩ – এর ২৪ নভেম্বর প্রকাশ করেছে। সেই পরিবর্তিত সময়সূচি সময়সূচি অনুযায়ী সপ্তাহে চারদিন সোমবার, বুধবার, বৃহস্পতিবার ও শনিবার সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত এবং প্রতি সপ্তাহে দু’দিন মঙ্গলবার ও শুক্রবার দুপুর ১টা থেকে সন্ধে ৭টা পর্যন্ত স্বাস্থ্য বিভাগ বিভিন্ন ওয়ার্ডে পরিচালনা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এদিকে কলকাতা পৌরসংস্থার স্বাস্থ্য দফতরের পর্যবেক্ষণে উঠে আসে, এই পরিবর্তিত সময়সূচি অনুসরণ করতে গিয়ে জনগণের স্বাস্থ্য বিভাগের পরিষেবা পেতে খুবই অসুবিধা হচ্ছে। রোগীর সংখ্যা কমে যাওয়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। এছাড়া কলকাতা পৌরসংস্থার ভেক্টর কন্ট্রোলের কাজ সকালে হয়ে থাকে এবং ২৪ নভেম্বরের পরিবর্তিত সময়সূচি অনুযায়ী বিকেলের দিকে এই কাজ করতে খুবই অসুবিধা হচ্ছে।

এমতাবস্থায় কলকাতা পৌরসংস্থার মহানাগরিক রাজ্যের স্বাস্থ্য সচিবকে গত পয়লা ডিসেম্বর চিঠি দিয়ে প্রস্তাব দিয়েছেন, কলকাতা পৌরসংস্থার স্বাস্থ্যকেন্দ্র গুলির কার্যক্রমের সময়সূচি পূর্বের মতো প্রতি সপ্তাহের সোমবার থেকে শুক্রবার সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত এবং প্রতি শনিবার সকাল ৮টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত স্বাস্থ্য কার্যক্রমের সময়সূচি যদি করা হয়, তাতে কলকাতাবাসীদের পক্ষে সুবিধাজনক এবং গ্রহণযোগ্য ব্যবস্থা হবে। অতীন ঘোষ জানান, এটা আমরা জানতে পেরেছি যে, মহানাগরিকের প্রস্তাবে রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতর মৌখিক ভাবে অনুমোদন দিয়েছে। ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত অফিসিয়ালি অর্ডারটা আসেনি। এলেই কিন্তু পূর্বের যে সময়সূচি ছিল সেই সময়সূচি অনুযায়ী স্বাস্থ্য পরিষেবার কাজ পরিচালনা করবে।

লেন্স বার্তা

বাইক চেতনা: দিনের পর দিন বেড়ে চলেছে পথ দুর্ঘটনা, সমাজকে সচেতন করতে এ এক নতুন উদ্যোগ পথ চলতি বাইক চালকের বেহালায়।

বিজ্ঞান সাধনা : সমাজকে বিজ্ঞান সচেতন করে তুলতে প্রতি বছরের মতো এবারও অনুষ্ঠিত হল বিজ্ঞান মেলা, বেহালা রায় বাহাদুর রোডের একটি সুপরিচিত ক্লাবে। **ছবি :** অভিজিৎ কর

সাহিত্য সম্মান : কালচারাল অ্যান্ড লিটেরারি ফোরাম অফ বেঙ্গলের পক্ষ থেকে সাহিত্য একাডেমি পুরস্কার প্রাপ্ত লেখক তপন বন্দ্যোপাধ্যায়কে বাংলা সাহিত্য সম্মান ২০২৩ সম্মানে সম্মানিত করা হয়।

জন্মদিনে মা কিচেন!

নিজস্ব প্রতিনিধি : এবার থেকে যে কোনও মঙ্গলজনক কাজের জন্য দরজা খুলে দিচ্ছে কলকাতা পৌরসংস্থা পরিচালিত ‘মা কিচেন’। কলকাতা পৌরসংস্থার সমাজকল্যাণ দফতরের মেয়র পারিষদ মিতালি বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, কলকাতা শহরের অনেকেই নিজের সন্তানের জন্মদিনে কিংবা নিজেদের বিবাহবার্ষিকীতে কলকাতার দরিদ্র মানুষদের মধ্যাহ্ন ভোজ খাওয়াতে চান। সেক্ষেত্রে তাঁরা একদিন কলকাতায় চলা ‘মা কিচেনে’র দায়িত্ব নিতে পারেন।

ইতিমধ্যেই কলকাতার একাধিক ব্যক্তি মা কিচেনের মাধ্যমে কলকাতা শহরস্থিত দরিদ্র মানুষেদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। মিতালি বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, অনেকেই দু:স্থ মানুষের মুখে দু’মুঠো অন্ন তুলে দিতে চান। বাড়ির যে কোনও শুভকাজে তাঁরা কলকাতা পৌরসংস্থার সমাজকল্যাণ দফতরের কাছে আসছেন। তাঁরা প্রস্তাব দিচ্ছেন, এই দিনে আপনারা (কলকাতা পৌরসংস্থা) কারও কাছ থেকে পাঁচটাকা করে নেবেন না। ওইদিনের পুরো খরচটাই আমরা দেব। অনেকে আবার কলকাতার এই দরিদ্র মানুষদের বিশেষ দিনে মিষ্টি এমনকী ক্রিসমাসের কেকও এই ‘মা কিচেনে’র মাধ্যমে খাওয়ানোরও আয়োজন করছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কলকাতার দরিদ্র মানুষদের জন্য ২০২১ – এর ১৫ অক্টোবর এই ‘মা কিচেন’ চালু হয়েছিল। বর্তমানে কলকাতায় মোট ‘মা কিচেন’ চলছে ১৩৮টি। আগে ছিল ১৩৩টি।

গীতা পাঠকে কেন্দ্র করে সাধুদের পদধূলিতে সরগরম রাজনীতির ময়দান

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা সাক্ষী রইল ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে সনাতনী এক কর্মকাণ্ডের। ২৪ ডিসেম্বর হয়ে গেল ‘লক্ষ কণ্ঠে গীতাপাঠের’ অনুষ্ঠান। যে ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ড সব সময় সাক্ষী ছিল রাজনৈতিক মহা সমাবেশের সেই ব্রিগেড হয়ে উঠল সনাতনী হিন্দু ধর্মের এক মিলন ক্ষেত্র। বিভিন্ন মঠ ও মিশনের সন্ন্যাসীরা মেলা প্রাঙ্গণ শঙ্খ ধ্বনিতে মুখরিত করে তুলেছিল। ব্রিগেড সংলগ্ন রাস্তা ভক্তদের শঙ্খধ্বনি উলুধ্বনিতে গম গম করছিল। যাত্রা করে তারা ব্রিগেডের অভিমুখে শঙ্খধ্বনির মাধ্যমে পৌঁছানো মাত্রই সকলের হাতে পাঁচটি অধ্যায় পাঠ করবার জন্য যে গীতা ছাপানো হয়েছিল সেই গীতা সহ জল পৌঁছে যাচ্ছিল। পর্যাপ্ত চা এবং জলেরও ব্যবস্থা ছিল উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে। এরপর প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে শিঙা বাজিয়ে, মন্ত্র উচ্চারণে শঙ্খের ধ্বনিতে মঞ্চে আসীন হলেন শঙ্করাচার্য সদানন্দ সরস্বতী। স্বাগত ভাষণ দিলেন ভারত সেবাশ্রম সংঘের প্রধান সম্পাদক বিশ্বাত্মানন্দজী মহারাজ। প্রথমেই তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন করেন গীতাকে জাতীয় গ্রন্থ হিসাবে মান্যতা দেওয়ার। এরপর মাথায় করে গীতা মঞ্চে নিয়ে আসা হয়। ঠিক বারোটা পনেরো নাগাদ শুরু হয় নজরুল ইসলামের হে পার্থসারথী গানের মাধ্যেমে গীতা পাঠ। পরপর চারটি অধ্যায় পাঠ করেন সকলে। স্বেচ্ছাসেবক থেকে শুরু করে উচ্চপদাধিকারী রাজনৈতিক নেতারাও কণ্ঠ মেলান গীতাপাঠে। গীতা সকলকে যেন এক করে দিয়েছিল। যে যেখানে দায়িত্বে ছিলেন তারাও

সেই নিজ নিজ জায়গায় বসে ওই সময়টুকুর জন্য গীতাপাঠে সামিল হয়ে গিয়েছিলেন। সমগ্র অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক স্বামী প্রদীপ্তানন্দজী মহারাজ (কার্তিক মহারাজ) তাঁর জ্বালাময়ী ভাষণের মাধ্যমে ইতি টানেন এই অনুষ্ঠানের।

যদিও এই কর্মকাণ্ডকে বিজেপির রাজনীতির এক মাধ্যম হিসাবেই তুলে ধরেছে রাজ্যের শাসকদল সহ বাম–কংগ্রেস সকলেই। এই রাজনীতির কচকচানিতে তারা যে শ্রীকৃষ্ণের বাণী শ্রীমদ্ভাগবত গীতাকে জ্ঞানে–অজ্ঞানে অপমান করে ফেলছে তা তারা বেমালুম ভুলে বসেছে। কথার টিপ্পনিতে একে অপরকে উত্তরের মাধ্যমে মূলত যে গীতার বা সনাতন ধর্মের অপমান হচ্ছে তা তারা বুঝতে সক্ষম নয়। সাধু সন্ন্যাসীরা এসব বিষয়ে মাথা ঘামাতে নারাজ। তাদের মতে গীতা যে কণ্ঠস্বর হয়ে উঠছে আর দেশের ভাগ্য যে গীতার উপরেই দাঁড়িয়ে রয়েছে তা তারা প্রমাণ করতে সচেষ্ট এবং তার জন্য বাংলাই যে পথ দেখাচ্ছে তা তারা তুলে ধরছেন। যদিও রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা বলছেন রাজনীতির অভিমুখও আস্তে আস্তে ধর্মের দিকে ঘুরে চলেছে। তবে সব কিছুই প্রমান করবে ২০২৪–এর লোকসভা নির্বাচন। আর এর দুদিন পরেই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা এবং বিজেপির সভাপতি জে পি নাড্ডা বাংলা সফরে এসে ৩৫টি আসনের লক্ষ্যমাত্রা তৈরি করে কমিটিও গঠন করে দিয়েছে। তাই সব কিছুর সাথেই যে রাজনীতির নিবিড় যোগাযোগ রয়েছে তা বলা বাহুল্য।

এই অনুষ্ঠানকে ঘিরে যেমন রাজনৈতিক তরজা এবং রাজনৈতিক পারদ বাড়ছে তার সাথে সাথে স্বামী বিবেকানন্দের উক্তি নিয়েও তৈরি হয়েছে কূটকচালি। বামেরা স্বামী বিবেকানন্দের উক্তি গীতা পাঠের চেয়ে ফুটবল খেলা ভালো এই নিয়ে বিঁধতে শুরু করেছে আয়োজকদের। সেই কথার উত্তর দিতে দিয়ে বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারও এই উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে সিপিএমের চক্রান্ত এবং কমিউনিস্ট পার্টির আসল জিনিসটিকে সরিয়ে দিতে চাইছে। সেই নিয়ে তিনি বলেন, এই সব কথা যারা বলছে তারা কমিউনিস্ট। আর এই উক্তির রেশ ধরেই তৃণমূল কংগ্রেস স্বামী বিবেকানন্দকে অপমান করার কথা তুলে ধরেন। সেই নিয়ে তৃণমূল যুব কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ফুটবল হাতে নিয়ে প্রতিবাদ মিছিলও হয়। যদিও স্বামী বিবেকানন্দের এই উক্তিটি পাওয়া যায় ভারতীয় জীবনে বেদান্তের কার্যকারিতা শীর্ষক স্বামীজীর ও রচনার পঞ্চম খণ্ডে। যা তিনি দিয়েছিলেন মাদ্রাজে এক বক্তৃতার মাধ্যমে। সেখানে বলা রয়েছে, ‘এইরূপে তোতাপাখীর মতো কথা বলা আমাদের অভ্যাস হইয়া গিয়াছে– আচরণে আমরা পশ্চাৎপদ। ইহার কারণ কি? শারীরিক দুর্বলতাই ইহার কারণ। দুর্বল মস্তিষ্ক কিছু করিতে পারে না; আমাদিগকে সবলমস্তিষ্ক হইতে হইবে– আমাদের যুবকগণকে প্রথমতঃ সবল হইতে হইবে, ধর্ম পরে আসিবে। হে আমার যুবক বন্ধুগণ, তোমরা সবল হও– তোমাদের নিকট ইহাই আমার বক্তব্য। গীতাপাঠ অপেক্ষা ফুটবল খেলিলে তোমরা স্বর্গের আরও নিকটবর্তী হসবে। আমাকে অতি সাহসপূর্বক এই কথাগুলি বলিতে হইতেছে; কিন্তু না বলিলেই নয়। আমি তোমাদিগকে ভালবাসি। আমি জানি, সমস্যা কি– কাঁটা কোথায় বিঁধিতেছে। আমার কিছু অভিজ্ঞতা আছে। তোমাদের বলি, তোমাদের শরীর একটু শক্ত হইলে তোমরা গীতা আরও ভাল বুঝিবে। তোমাদের রক্ত একটু তাজা হইলে তোমরা শ্রীকৃষ্ণের মহতী প্রতিভা ও মহান বীর্য ভাল করিয়া বুঝিতে পারিবে।’ আমার এই বক্তৃতাতেই উনি বলছেন, ‘আমি তোমাদিগকে সেদিনই বলিয়াছি, যিনি স্বয়ং বেদের প্রকাশ, সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দ্বারাই বেদের একমাত্র টীকা– একামাত্র প্রামাণিক টীকা গীতা– চিরকালের মতো রচিত হইয়াছে। ইহার উপর আর কোনও টিকা টিপ্পনী চলিতে পারে না। এই গীতায় প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য বেদান্ত উপদিষ্ট হইয়াছে। তুমি যে কাজই করো না কেন, তোমার পক্ষে বেদান্তের প্রয়োজন।’

তাই সম্পূর্ণ ভাবে স্বামী বিবেকানন্দকে বুঝতে আর এক জন স্বামী বিবেকান্দেরই সত্যিই প্রয়োজন। সন্ন্যাসীরা বলেন, উক্তিটি বুঝে তবেই স্বামী বিবেকানন্দকে রাজনীতিতে টানা উচিৎ ছিল। এভাবে তাঁকে রাজনীতির পরিসরে নামিয়ে আনা যে আরও অপমান জনক সেটা রাজনৈতিক নেতাদের বোঝা প্রয়োজন এটি বাঙালির চরম অপমান। স্বামী বিবেকানন্দকে সম্পূর্ণ জেনে তবেই রাজনীতির ময়দানে নেতা হওয়া যায়। তাই জন্যই স্বামী বিবেকানন্দই ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সাহস জোগাবার মাধ্যম। সুভাষচন্দ্র বসুও স্বামীজীর ভাবশিষ্য হিসাবে রাজনীতিক পরিমণ্ডলে নিজেকে নেতাজি হিসাবে গড়ে তুলেছেন।

এখানে ওখানে

বাবার বাঘ শিকারের স্মৃতি নিয়ে পুত্রশোক ভুলতে চায় প্রফুল্ল

সুভাষ চন্দ্র দাশ

প্রত্যন্ত সুন্দরবন। বয়ে চলেছে দত্তপশুর নদী। নদীর একতীরে ঘন জঙ্গল,সুন্দরবনের রয়্যাল বেঙ্গলের আস্তানা। অপরদিকে রয়েছে লোক বসতি গ্রামাঞ্চল। এলাকায় রয়েছে রজতজুবিলির ১৩ নম্বর অ্যানপুর গ্রাম। সেখানকার জমিদার পরেশ মন্ডল। এদিকে সুন্দরবনের গোড়াপত্তনকারী স্যার ডেনিয়্যাল হ্যামিলটন সাহেব সুন্দরবনের মানুষের জন্য বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে ব্রতী হয়েছেন। যার ফলে সুন্দরবনের গোসাবার বিভিন্ন এলাকার জমিদারদের সঙ্গে তাঁর সখ্যতা গড়ে ওঠে। সালটা বাংলা ১৩৫৩। আজ থেকে প্রায় ৭৭ বছর আগে। শীতের মরশুম। মাঠের মধ্যে সোনালী ধানে ভরপুর। আচমকা দত্তপশুর নদী সাঁতরে ১৩ নম্বর অ্যানপুর গ্রামে ঢুকে পড়ে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার। খবর চাউর হতেই গ্রামের মধ্যে ত্রাহি ত্রাহি রব পড়ে যায়।ভয়ে জড়ো সড়ো হয়ে পড়ে গ্রামের মানুষ। বাঘের হাত থেকে কীভাবে পরিত্রাণ পাবেন সেই চিন্তায় গ্রামের মোড়ল মাতব্বর সহ সমস্ত গ্রামবাসীদের খাওয়া–দাওয়া সহ রাতে ঘুম উবে যায়। ঘটনার কিছুদিন আগেই গ্রামের জমিদার পরেশ মণ্ডল একটি বন্দুক কিনেছিলেন জঙ্গলে হরিণ শিকার করার জন্য। গ্রামের সমস্ত মানুষজন পরেশ মণ্ডলের বাড়িতে হাজির হলেন। গ্রামবাসীরা দাবি করলেন যেনতেন প্রকারে বাঘের হাত থেকে গ্রামকে রক্ষা করতে হবে। বাঘের কবল থেকে গ্রামবাসীদের জীবন রক্ষা করার জন্য পরেশ মণ্ডলের নেতৃত্বে সুরেন্দ্র নাথ মণ্ডল, গণেশচন্দ্র সরকার,অশ্বিনী কুমার মণ্ডল,ধীরেন্দ্রনাথ মণ্ডল,ক্ষেত্রমোহন সরকার, অশ্বিনীকুমার সরকার, দুর্গা মণ্ডলদের নিয়ে একটি দল গঠন করে বন্দুক নিয়ে বাঘ শিকারে বেরিয়ে পড়েন। মাঠের ধানক্ষেতে শুরু হয় বাঘে মানুষে লুকোচুরি খেলা। এমনভাবে কয়েকদিন চলার পর ধানক্ষেতের মধ্যে বাঘকে সামনে পেয়ে যায় পরেশ মণ্ডল ও তাঁর দলবল। ব্যস,আর এক মুহূর্ত দেরী না করে বন্দুক তাক করে পর পর ৩টি গুলি চালিয়ে দেন বাঘের শরীরে। কুপোকাৎ হয়ে পড়ে জঙ্গলের মহারাজ বাঘ মামা। বন্দুকের গুলিতে বাঘ মারা পড়েছে জানতে পেরে গ্রামের লোকজন ভিড় জমায় বাঘ দেখার জন্য। আনন্দ–উল্লাসে মেতে ওঠেন গ্রামবাসীরা। ধন্য ধন্য রব ওঠে পরেশ মণ্ডল ও তাঁর সঙ্গীদের নামে। বাঘ মারার পর মৃত বাঘ নিয়ে সোজা হাজীর হন স্যার ডেনিয়্যাল হ্যামিলটন সাহেবের অফিসে। সেখানে মৃত বাঘকে সামনে রেখে স্যার ডেনিয়্যাল হ্যামিলটন সাহেবকে পাশে নিয়ে একের পর এক ছবি তোলেন পরেশ ও তাঁর সঙ্গী সাথীরা। তৎকালীন সময়ে এমন বীরত্বের জন্য পরেশকে পাঁচ বিঘা জমি দিয়ে পুরষ্কৃত করেছিলেন হ্যামিলটন সাহেব। যা সুন্দরবনের বুকে এক বিরল ইতিহাস। বাঘ শিকার দলের অন্যতম সদস্য সুরেন্দ্র নাথ মণ্ডলের বড় ছেলে প্রফুল্ল মণ্ডল। প্রফুল্ল তৎকালীন সময়ে অষ্টম শ্রেণী পাশ করেছিলেন। বাংলা বিষয়ের থেকে ইংরাজী বিষয়ে বেশ দক্ষতা অর্জন করলেও সরকারিভাবে কোন কাজ না পেয়ে বাবার দেখানো পথ অবলম্বন করেন। প্রফুল্ল মণ্ডলও একজন শিকারি হয়ে ওঠেন। সুন্দরবনের জঙ্গলে বেশ কয়েকবার বাঘের সম্মুখীন হয়েছিলেন। তবে বাঘ শিকার করতে না পারলেও বাঘকে তাড়িয়ে গভীর জঙ্গলে ফেরত পাঠিয়েছেন প্রফুল্ল। ৮৩ বছরের বৃদ্ধ প্রফুল্ল’র তিন সন্তান প্রবীর,প্রশান্ত,প্রণব। বিভিন্ন রোগে তিনজনই অকালে মারা গিয়েছে। বর্তমানে প্রফুল্ল, স্ত্রী বিশাখা, পুত্রবধু রুপা ও এক নাতিকে নিয়ে সংসার। পুত্র শোকে জর্জরিত প্রফুল্ল বাবার সেই স্মৃতি বিজড়িত ঘটনার ছবি বুকে করে আগলে বেঁচে থাকার লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। প্রফুল্ল’র কথায়,বাবা ও তাঁর সঙ্গীরা বাঘ মেরে কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন,পুরস্কার জুটেছিল। সেটা ছিল খুব আনন্দের। আমিও একজন দক্ষ শিকারি হতে চেয়েছিলাম। সেটা সম্ভব হয়নি। এরই মাঝে অকালে তিন সন্তানকে হারিয়েছি। দুঃখ শোকে পাথর হয়ে গিয়েছি। মাঝে মধ্যে সেই দুঃখ যন্ত্রণা ভুলতে বাবার স্মৃতি আঁকড়ে রেখেছি। অন্যদিকে, সুন্দরনের এই ১৩ নম্বর অ্যানপুরের পাথরপাড়ার পাশ থেকে অবিরাম বয়ে চলেছে দত্তপশুর নদী। বিভিন্ন সময়ে পর্যটকরা আসেন ভ্রমণ করতে। পর্যটকদের সঙ্গে দেখা হলেই কথা বলে সেই বাঘ শিকার গল্প শোনায় প্রফুল্ল মণ্ডল। কারণ একটাই, বাবার কৃতিত্বের ছবি বুকের মধ্যে আঁকড়ে রেখে চোখের জল ফেলতে ফেলতে পুত্রশোকের কথা ভুলতে চান সুন্দরবনের প্রত্যন্ত দ্বীপের প্রফুল্ল!

আজব নিতাই! তিনশ অটো ও ৫০টি ফোন নম্বর হৃদয়ে লোড রাখে

কুনাল মালিক

নিতাই দাস। বয়স ৪৮ বছর। বাড়ি দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার পুজালী পৌরসভার গৌরাঙ্গতলায়। বজবজ স্টেশন লাগোয়া ‘তারা মা’ নামে একটি হোটেল চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে নিতাই। ওর হোটেলেই খাচ্ছিলাম। ৩৫ টাকায় মিনিকিট চালের ভাত, সবজি ডাল, মিক্সড সবজি, ডিমের ঝাল সঙ্গে লেবু পিঁয়াজ। খেতে খেতে জিজ্ঞাসা করলাম– এত কম টাকায় কিভাবে দিচ্ছেন? সহাস্যে নিতাই জানালেন, কম দামে সকলকে ভালো খাইয়ে সামান্য লাভ করতে ভালো লাগে। আমাকে নিতাই প্রশ্ন করে, আপনার বাড়ি কোথায়? আমি বললাম, সাত গাছিয়ায়। শুনে বলল, ওহ ওখানকার এমএলএ মোহন চন্দ্র নস্কর। আগে সোনালী গুহ ছিলেন। বলেই দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সব বিধানসভার নাম আর বিধায়কের নাম গড়গড় করে বলে গেল। আমি তো শুনে ‘থ’। জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি কি তৃণমূলের নেতা? হাসি হাসি মুখে নিতাই জানায়, না না আগে সিপিএম করতাম। কিন্তু এখন কোনো পার্টি করিনা। পড়াশোনা? আমি রবিবারের ছাত্র। বিদ্যালয়ে আর যাওয়া হয়নি। কিন্তু এই বজবজ স্ট্যান্ডে ৩০০ অটো চলাচল করে। কোনো ড্রাইভার আমার সামনে এলেই তার অটোর নম্বর বলে দিতে পারি। সঙ্গে সঙ্গে এক অটো ড্রাইভার তার হোটেলে খেতে ঢুকল। আমার সামনেই তার গড়ির নম্বর অনর্গল বলে গেল। এরপর নিতাই জানাল, তার কিপ্যাড ফোন। অ্যানড্রয়েড নেই। ৫০ জন আত্মীয় স্বজনের নম্বর সব মুখস্ত। পরীক্ষাও নিলাম। পরীক্ষায় ফুল মার্কস। আমি বললাম, কীভাবে ফোন নম্বর মনে রাখো? দেখুন আমি ফোন নম্বর ফোনে লোড করতে জানি না। তবে হৃদয়ে সব লোড হয়ে যায়। গরিব কেউ মারা গেলে নিতাই খুচরো ৫০ টাকা ও ১ কিলো খই দান করে। এতে নাকি তার দারুন তৃপ্তি হয়। এই প্রতিবেদন যদি বিশ্বাস না হয়, একদিন চলে যান বজবজ স্টেশনের ‘তারা মা’ হোটেলে।

মাঙ্গলিকী

আমতার মেলায় বিলুপ্তপ্রায় কালকেপাতাড়ি শিল্পী সম্মাননা

দীপংকর মান্না : হাওড়া জেলার নিজস্ব লোকনাট্য কালকেপাতাড়ি নৃত্য। নির্বাক সংঘের সঙ্গে নৃত্য।অভিনয় ও কাহিনীর মিশ্রনে এই নৃত্য পরিবেশিত হয়। এই নৃত্যের পালা কাহিনি মূলত শিব–চন্ডী কেন্দ্রীক। 'মহিষাসুর বধ', ও 'শুম্ভ–নিশুম্ভ বধ' এই লোকনাট্যে বেশ জনপ্রিয়। পুরুলিয়ার বিখ্যাত ছৌ নৃত্যের সঙ্গে এই নৃত্যের মিল খোঁজে পাওয়া যায়। তবে ছৌ নৃত্যের মুখোশ কালকেপাতাড়ি নৃত্যে দেখা যায় না।অনেকে বলে থাকেন কালী চরিত্রে, ঠিক মতো রূপসজ্জার জন্য শিল্পীরা তালপাতায় লাল সিঁদুর লাগিয়ে জিভে পরে নেন। কালকেপাতাড়ি নৃত্য কেবল নীলরাত্রির শেষ প্রহরে শুরু হয়ে থাকে। শুধু ভারত নয় – মালয়েশিয়া, কহেগা, নাইজেরিয়া সহ বহু কৃষি নির্ভর দেশে এই ধরনের নাট্যগুণ সম্পন্ন নৃত্য দেখা যায়। হাওড়ায় একদা সমস্ত হাওড়া জেলা জুড়ে এই লোকনৃত্যের প্রচলন থাকলেও এখন এটি জেলার অল্প কিছু জায়গাতেই সীমাবদ্ধ থেকে গিয়েছে। এই

বিলুপ্তপ্রায় লোকনৃত্যকে বাঁচিয়ে রেখেছে যে কয়েকটি দল তার অন্যতম হল রতনপুর রত্ন মালা কালকেপাতাড়ি গোষ্ঠী। এর প্রধান হলেন চন্ডী ধাউরে। গত ১৯ ডিসেম্বর আমতার উদং 'প্রগতি মেলা' মঞ্চে শিল্পী চন্ডী ধাউরে এবং তাঁর কালকেপাতাড়ি দলকে কালকেপাতাড়ি রিসার্চ সেন্টারের পক্ষ থেকে সম্মাননা জানানো হয়। কালকেপাতাড়ি রিসার্চ সেন্টারের পরিচালক তথা শিক্ষক প্রদীপ রঞ্জন রীত এর কথায়– হাওড়ার নিজস্ব এই লোকনৃত্যকে বাঁচিয়ে রাখছেন যাঁরা তাঁদেরকে উৎসাহিত করা আমাদের কর্তব্য। এই নৃত্য আধুনিক সভ্যতার মাঝেও টিকে থাকুক যুগোপযোগী অভিযোজন ঘটিয়ে – এটাই আমাদের কামনা। পুরুলিয়ার ছৌ নাচের মতো হাওড়ার কালকেপাতাড়িও যাতে সমান জনপ্রিয়তা লাভ করতে পারে ও দেশে– বিদেশে সমাদৃত হতে পারে – সেই চেষ্টা আমাদের করতে হবে।দাবি উঠেছে পাঠ্যপুস্তক গুলিতে পুরুলিয়ার ছৌ নাচের মতো হাওড়ার কালকেপাতাড়ির নৃত্যের নামও উল্লেখ করা হোক। কালকেপাতাড়ি দলটির পরিচালক তথা শিল্পী চন্ডী ধাউরে বলেন– আমরা সম্মাননা পেয়ে খুশি ও অভিভূত।

সম্মাননা পর্বের আগে মেলা মঞ্চে শিল্পীরা অনন্য সুন্দর কালকেপাতাড়ি নৃত্য পরিবেশন করেন। মেলায় উপস্থিত শত শত দর্শক শিল্পীদের উৎসাহিত করেন। বেঁচে থাক কালকেপাতাড়ি নৃত্য। বেঁচে থাক হাওড়ার সম্মান।

কথায় গানে গৌরাঙ্গর সোনালী দিনের গান

নিজস্ব প্রতিনিধি : বৃহস্পতিবার চন্দননগর রবীন্দ্রভবনে আয়োজিত হল একক লোকসঙ্গীত গানের অনুষ্ঠান। সুপ্রসিদ্ধ প্রয়াত লোকশিল্পী অমর পালের একনিষ্ঠ শিষ্য বর্ষীয়ান সঙ্গীতশিল্পী গৌরাঙ্গ বিশ্বাসের সঙ্গীত জীবনের ৫০ বছর ও স্টুডিও ডিলাক্স–এর ৪৪ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে এই সঙ্গীত মুখর সন্ধ্যা অনুষ্ঠানের আয়োজন।

প্রারম্ভে শিল্পীকে শুভেচ্ছা জানান ও বক্তব্য রাখেন 'লাল পাহাড়ী দেশে যা' গানের লেখক ও কবি অরুণ চক্রবর্তী। প্রথমে সঙ্গীত শিল্পী গৌরাঙ্গ বিশ্বাস গেয়ে শোনান 'জাগো হে নগরবাসী'। এরপর প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের গান 'আমি বাংলায় গান গাই'। ভাটিয়ালি গান 'মাঝি বাহিয়া যাওরে'। তারপর কিংবদন্তী চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের গুপী গায়েন বাঘা বায়েন ছবির গান 'কতই রঙ্গ দেখি দুনিয়ায়'। ঝুমুরের গান পলাশ ফুলের শোভা দেখে মনে কত আশা জাগে, এদিন তিনি একে একে ২১টি গান গেয়েছেন। এছাড়া মাটির গান, ভাটিয়ালি, ভাওইয়া, সারি গান সব ধরনের গানই পরিবেশন করেন। ৭০ বছর বয়সেও শিল্পীর সুরেলা দরদী কণ্ঠ শুনলে সত্যি অবাক হতে হয়। এমন কী শচীন কর্তার গাওয়া গানগুলিও গেয়ে শোনান।

প্রবীন শিল্পী গৌরাঙ্গবাবু বলেন, গানের জন্যই জীবন। ঈশ্বরকে গান দিয়েই পাওয়া যায়। উপস্থিত ছিলেন চন্দননগরের মেয়র রাম চক্রবর্তী, শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিভাগের আধিকারিক শুভেন্দু মুখার্জী, কাউন্সিলার পার্থ দত্ত। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুষ্ঠভাবে সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন স্মৃতি গুপ্ত বিশ্বাস ও দেবাশিষ মুখোপাধ্যায়।

জেনেসিস বার্তা পত্রিকার পূজা সংখ্যা প্রকাশিত

শ্রেয়সী ঘোষ : পূজা সংখ্যা জেনেসিস বার্তা পত্রিকাটি সম্প্রতি প্রকাশিত হল এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বয়েজ ওন লাইব্রেরী হলে। অতিথি হিসাবে মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন লেখিকা তুলিকা মজুমদার, সমাজসেবী পাপিয়া ব্যানার্জি, আইনজীবী পার্থ সরকার। তাঁরা সকলেই অনুষ্ঠানের ঐতিহ্য ও মাধুর্য সম্পর্কে আলোচনা করলেন। সম্বর্ধিত করা হল লেখক লেখিকাদের। তাঁরা অনেকে কবিতাও পাঠ করলেন। শ্রেয়া ঘোষের নৃত্য, ইন্দিবর সরকারের বাঁশি, দুর্গা রায়ের কবিতা পাঠ ও গান অনুষ্ঠানে অত্যন্ত বৈচিত্র এনে দিয়েছিল। সমগ্র অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনায় ছিলেন প্রেরণা ভট্টাচার্য। অনিন্দ্য ঘোষের সম্পাদনায় পূজা সংখ্যাটি আকর্ষণীয়। বৈচিত্রে ভরা নানান লেখা। প্রচ্ছদশিল্পী অপর্ণা মিত্রের ভাবনাও অপূর্ব।

বিদ্যানগর শ্রীশ্রী গৌরাঙ্গ মঠে রাসমেলা উৎসব

অশোক সেন : বাংলা ১৩৫০ সালে ভক্তপ্রাণ বেচারাম দেউটি মহাশয় ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার আলিপুর মহকুমার বিষ্ণুপুরে বিদ্যানগরের আশেপাশে আপামর গৌরাঙ্গ ভক্ত বৃন্দের সহযোগিতায় বিদ্যানগর মঠ প্রতিষ্ঠা হয়। পরবর্তীকালে তৎকালিন মহারাজ প্রয়াত ১০৮ দিব্যানন্দ গিরি মহারাজজীর প্রচেষ্টায় প্রায় শতাব্দী প্রাচীন জীর্ণ মন্দির ধীরে ধীরে সুবিশাল নাটমন্দির সহ বিশাল গৌড়ীয় মঠে রূপ পায়। গত ১০ ডিসেম্বর থেকে ২৫ ডিসেম্বর এই মঠ প্রাঙ্গণ ও নাট–মন্দিরে আয়োজিত হল রাসমেলা। প্রচুর লোক সমাগম হয় মেলায়।

স্মরণসভা ও ভক্তিগীতি

হীরালাল চন্দ্র : গত ২, ১৯, ২১, ২৩ এবং ৩০ ডিসেম্বর (২৩) সন্ধ্যায় 'বিবেকানন্দ সোসাইটির' উদ্যোগে প্রয়াত গদাধর দাস ঘোষ, প্রয়াত পঞ্চানন নন্দী, সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক, প্রয়াত ইন্দ্রনারায়ণ মিত্র ও প্রয়াত বিভাবতী মিত্র স্মারক বক্তৃতা সোসাইটির মঞ্চে সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হল। ভক্তিগীতি পরিবেশন করে অসংখ্য শ্রোতাদের মুগ্ধ করেন প্রতিভাময়ী শিল্পী দেবারতি সেন, ঝুনু ব্যানার্জী, সুদীপ পাল ও করুণাময়ী ভট্টাচার্য। তবলা বাজান বাবলু সামন্ত প্রমুখ। 'ভাগবত অনুধ্যান' 'শ্রী রামকৃষ্ণ সমীপে নরেন্দ্রনাথ' স্বামী প্রেমানন্দের মহান জীবনী ও আমি জন্মজন্মান্তরের মা সম্বন্ধে সারগর্ভ ভাষণ দেন অচিন্ত্য মুখার্জী, রাজেশ বসু, পঙ্কজ ব্যানার্জী, ভাস্কর রায়চৌধুরী ও তপন চক্রবর্তী। সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করেন সম্পাদক অরূপ বৈদ্য। সঞ্চালনা করেন সুভাষ মিত্র। সহযোগিতায় ছিলেন রঞ্জন রায়, মৃদুলা বাগ, রত্না দত্ত ভৌমিক প্রমুখ।

ঋতরশ্মির মিলন সন্ধ্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিগত ২২ ডিসেম্বর, ২০২৩ আশুতোষ মেমোরিয়াল হলে অনুষ্ঠিত হল 'ঋতরশ্মির' কথায় ও কবিতায় মিলন সন্ধ্যা। আবৃত্তি ও শ্রুতিনাটকে সাজানো সমগ্র অনুষ্ঠানটির পরিচালনায় ছিলেন 'ঋতরশ্মির' কর্ণধার রশ্মি বালা, উপস্থাপনায় ঋতরশ্মির ছাত্রছাত্রীরা। বিভিন্ন স্বাদের কবিতার কোলাজে তৈরি আবৃত্তি সংকলনগুলি ছিল অনবদ্য। তার মধ্যে খুদে শিল্পীদের 'আবোলতাবোল', নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'ভীমবধ', স্বদেশ, ভালোবাসার পাশে অসুখ শুয়ে আছে, ভূতের কীর্তন এবং সবশেষে শপথ দর্শক বা শ্রোতাদের মন কেড়েছে। কুনাল মালিক ও রশ্মির নিবেদনে শ্রুতিনাটক 'কলকাতার কপালকুণ্ডলা' ছিল বিনোদনের শীর্ষে। অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আলিপুর বার্তার কার্যনির্বাহী সম্পাদক ও দেশলোক পত্রিকার সম্পাদক প্রণব গুহ, আলিপুর বার্তার সহ সম্পাদক কুনাল মালিক, ন্যাশনাল স্যাম্পল সার্ভে অফিসের উপমহানির্দেশক ওঙ্কার প্রসাদ ঘোষ, চিত্র পরিচালক কৌশিক সেনগুপ্ত, চেয়ারপার্সন, সৃষ্টি কেবল টিভি নেটওয়ার্ক–এর রাজনারায়ণ চৌধুরী, কবি অসিত মণ্ডল, দূরদর্শন কেন্দ্র কলকাতার প্রযোজক চঞ্চলকুমার বাগ, সঙ্গীত শিল্পী সূচিস্মিতা বাগ। শিশু নৃত্যশিল্পী শতাক্ষী সাঁতরার নৃত্য অনুষ্ঠানটিতে শীতল আমেজ এনে দেয়। সর্বোপরি আবৃত্তিকার আবির ঘোষ, অরণ্য ভট্টাচার্য, রঞ্জনা অধিকারী, স্নেহা নস্কর, শ্রীজিতা সাহা, মোনালিসা মুখার্জী, গায়ত্রী ঘোষ এবং খুদে শিল্পী সৌজন্যা, দেবার্ঘ্য, কীর্তি, তীর্থঙ্কর, অধ্যয়ন, ঋতজা, অদিতির উপস্থাপনা সকলের মন কেড়েছে।

গানের ভুবনের অনুষ্ঠান

নিজস্ব সংবাদদাতা : ভারতবর্ষীয় ব্রহ্ম মন্দিরে তাঁদের ও ঈশিকার সহযোগিতায় গানের ভুবন সংস্থা রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ, রজনীকান্ত, নজরুলকে নিয়ে পঞ্চকবির গানের অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল গত ২৩ ডিসেম্বর শনিবার বিকেল পাঁচটায়। ওই দিনের অনুষ্ঠানের সভাপতি প্রখ্যাত অধ্যাপক ড. পিনাকেশ সরকার অনুষ্ঠানের উপযোগিতা বিষয়ে বললেন। শোনালেন দুটি গানও। প্রধান অতিথি বিশিষ্ট অধ্যাপক ও চলচ্চিত্রাভিনেতা ড. শঙ্কর ঘোষ ব্রহ্মমন্দির সম্পর্কে তথ্য জানালেন,সঙ্গে শোনালেন গান। গানের ভুবনের কর্ণধার দীপান্বিতা সেন এবং বাচিক শিল্পী সুহৃদ দাস পঞ্চকবির গান ও গানের উৎস সহ মনের কথা কই অনবদ্য গীতি আলেখ্যটি নিবেদন করলেন। বক্তব্য রাখলেন সরোজ ঘোষ, সুজয় বিশ্বাস প্রমুখ। গানে মন ভরালেন চন্দ্রা মহলানবিশ, টুলটুল ভট্টাচার্য, সুপ্রতিম চক্রবর্তী, তাপসী চট্টোপাধ্যায়, অপর্ণা ঘোষ বিশ্বাস, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য প্রমুখ শিল্পী। ব্রহ্মমন্দিরের সম্পাদক তপোব্রত ব্রহ্মচারী উপস্থিত ছিলেন। অতিথিদের স্মারক সম্মানে ভূষিত করা হয়।

মানিকতলায় সভাগৃহ উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১৯ ডিসেম্বর (২০২৩) সন্ধ্যায় ১৭৭সি, বিবেকানন্দ রোডে 'অশোক নাথ–ডক্টর গৌরীনাথ শাস্ত্র স্মারক সমিতি'র উদ্যোগে ও সম্পাদক বিমান ভট্টাচার্য্যের সুষ্ঠু পরিচালনা ও সঞ্চালনায় সাড়ম্বরে 'মধুসূদন সভাগৃহ' উদ্বোধন হল। প্রদীপ জ্বালিয়ে ও ফিতে কেটে গৃহের উদ্বোধন করেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি ও মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান শ্যামল সেন ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডক্টর গোপাল মিশ্র। সারগর্ভ ভাষন দেন শান্তিনাথ ঘোষ, দেবযানী ঘোষ, তিমির হালদার, বিপাশা বসু, রণজিৎ ঘোষ, তিমির হালদার, বিপাশা বসু, রণজিৎ রায়, জয়ন্ত চক্রবর্তী, তাপস মান্না, সুবীর সাহা, মালা পাল, দেবিকা ঘোষ, সন্ধ্য হালদার, আশিস গিরি প্রমুখ। মাউথ অর্গ্যান বাজান অলোক দাস। সঙ্গীত পরিবেশন করেন মিঠু চক্রবর্তী, অনিতা গুপ্ত প্রমুখ। অতিথি আপ্যায়নে ছিলেন আরাধনা পাল প্রমুখ। সংস্থার পক্ষ থেকে শ্রোতাদের মিষ্টান্ন ও ২০২৪ সালের ক্যালেন্ডার বিতরণ করা হয়। প্রাণবন্ত পবিত্র সভায় অসংখ্য শ্রোতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

৫ম হট্টমেলা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব '২৩

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২৩ এবং ২৪ ডিসেম্বর কোলকাতার 'মোহিত মৈত্র মঞ্চ'–এ অনুষ্ঠিত হল '৫ম হট্টমেলা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব ২০২৩'। বরেণ্য পথপ্রদর্শক চলচ্চিত্রকার শ্রীবিমল রায়কে উৎসর্গকৃত এই বারের উৎসব । ২০টি দেশের বিভিন্ন ধারার স্বল্পদৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয় এই বছর ।

উৎসবের আয়োজক তথা কার্য পরিচালক কৌশিক রায় (পাউ)–এর বার্তাবহ মজাদার চলচ্চিত্র 'ভিড়ভ্রান্তি'–র বিশেষ প্রদর্শন হয় । উৎসবে প্রধাণ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট যন্ত্রসঙ্গীত তথা শব্দশিল্পী অভিজিৎ ব্যানার্জী, বিশিষ্ট অভিনেত্রী রমি চৌধুরী, চলচ্চিত্র গবেষক ও অধ্যাপক সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সঙ্গীত পরিচালক মেঘ ব্যানার্জী, সাংবাদিক গোপাল দাস । অংশগ্রহণ করেন অভিনেত্রী দেবলীনা দত্ত, অভিনেতা সৌম্য ব্যানার্জী সহ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের তথা বাংলাদেশের বহু গুণী নির্মাতারা।

সিউড়ি উৎসবের সূচনায় সাংসদ

নিজস্ব প্রতিনিধি : বীরভূম জেলা সদর শহর সিউড়ি । সিউড়ি শহরে বড় কোনো অনুষ্ঠান হয় না, আক্ষেপ সিউড়ীবাসীর । সেই অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে ২৫ ডিসেম্বর সোমবার সিউড়ি পৌরসভা উদ্যোগে শুরু হলো সিউড়ি উৎসব। বিকালে প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে সিউড়ি উৎসবের সূচনা করেন সাংসদ শতাব্দী রায় । বীরভূম জেলাপরিষদ সভাধিপতি ফাইজুল হক ওরফে কাজল শেখ,অতিরিক্ত জেলাশাসক (জেলাপরিষদ) কৌশিক সিংহ, বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী,সিউড়ি পৌরসভা চেয়ারম্যান উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়,নানুর বিধানসভাকেন্দ্রের বিধায়ক বিধানচন্দ্র মাঝি, হাঁসন বিধানসভাকেন্দ্রের বিধায়ক অশোক চট্টোপাধ্যায় সহ বিশিষ্টজনেরা উপস্থিত ছিলেন । মঞ্চে কবিতা আবৃত্তি করেন সাংসদ শতাব্দী রায় । সাংবাদিকদের সাংসদ শতাব্দী রায় বলেন, উৎসব রাজনৈতিক মঞ্চ নয় সেইজন্য কবিতা পাঠ করলাম । আগামী ৩১ ডিসেম্বর বর্ষবরণের অনুষ্ঠান করা হবে বলে পৌরসভাসূত্রে জানা গিয়েছে ।

ভারত সেবাশ্রমে শংকরাচার্য

নিজস্ব প্রতিনিধি : দ্বারকা শারদাপীঠাধীশ্বর অনন্ত শ্রী বিভূতি জগৎগুরু শংকরাচার্য শ্রীমৎ স্বামী সদানন্দ সরস্বতীজী মহারাজ গত বুধবার কলকাতার বালিগঞ্জে ভারত সেবাশ্রম সংঘের প্রধান কার্যালয় পরিদর্শন করেন। ভারত সেবাশ্রম সংঘের গয়া আশ্রমের শতবর্ষ উপলক্ষে তিনি বালিগঞ্জে ভারত সেবাশ্রম সংঘের প্রধান কার্যালয়ে আসেন। জগৎগুরু শঙ্করাচার্য শ্রীমৎ স্বামী সদানন্দ সরস্বতীজীকে স্বাগত জানান ভারত সেবাশ্রমের সংঘের প্রধান সম্পাদক স্বামী বিশ্বাত্মানন্দ মহারাজ। উপস্থিত ছিলেন সংঘের অন্যান্য সন্ন্যাসীরা। জগৎগুরু শংকরাচার্য ভারত সেবাশ্রম সংঘের সেবা কাজের ভুয়সী প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, বারবার বিধর্মীরা হিন্দু ধর্মকে শেষ করতে চেয়েছে। কিন্তু তা পারেনি। আদি গুরু শংকরাচার্য যেমন এই বিধর্মীদের ধরাশায়ী করেছিলেন, একইভাবে অন্যান্য মহাপুরুষরাও বারবার হিন্দু ধর্মকে রক্ষা করে এসেছেন। তাই আমাদের সকলের উচিত আমাদের ধর্মকে রক্ষা করা।

স্বাধীনতা সংগ্রামী শান্তিমোহন রায়ের জন্মশতবার্ষিকী

নিজস্ব প্রতিনিধি : শেওড়াফুলি বৈদ্যবাটী শহর কংগ্রেস সেবাদলের উদ্যোগে বুধবার প্রবীন কংগ্রেস বিধায়ক তথা স্বাধীনতা সংগ্রামী শান্তি মোহন রায়ের ১০৮তম জন্ম বার্ষিকী উদযাপিত হল। এদিন সকাল বেলা শেওড়াফুলি স্টেশন লাগোয়া নোনাডাঙ্গা কংগ্রেস পার্টি অফিসের সামনেই শান্তিমোহন রায়ের মর্মর মূর্তিতে কংগ্রেস সেবাদলের সদস্যরা মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ অর্পণ করেন। একসময় এই নোনাডাঙাতে কংগ্রেসের পুরানো দলীয় অফিস ছিল। সেখানেই শান্তিমোহন রায় থাকতেন। বর্তমানে অফিসটি প্রাক্তন কংগ্রেস বিধায়ক আবদুল মান্নান ও তাঁর কর্মীরা দখল করে নেয়। এমনকি এই অনুষ্ঠানের জন্য ঘরটি তালাবন্ধ করে রাখে। শান্তিমোহন রায় পুরশুঁড়া বিধানসভা কেন্দ্র থেকে জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষে

দুবার জয়ী হন। এরপর চাঁপদানী বিধানসভা থেকে টিকিট নিয়ে লড়েছিলেন। কিন্তু পরাজিত হন। এই প্রবীন প্রয়াত বিধায়ক হুগলির সুযোগ্য সন্তান নিরহঙ্কারী মানুষটি রাজা রামমোহন রায়ের ভাইপো ছিলেন। আরামবাগের খানাকুলে শান্তিমোহনের জন্ম। তিনি খানাকুলে রাজা রামমোহন কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। এই সেবাদল সংগঠন প্রয়াত রাজীব গান্ধির জন্মবার্ষিকীতে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে।

সারা বাংলা সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা – ২০২৪

পরিচালনায় মাঙ্গলিকী (নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাংস্কৃতিক শাখা)

২০শে জানুয়ারী ২০২৪, শনিবার ঃ

প্রতিযোগিতার স্থান ঃ সামালি মনসাতলা, দঃ ২৪ পরগণা।

সকাল ১১টায় ঃ **একক রবীন্দ্র সংগীত প্রতিযোগিতা**
ক বিভাগ ঃ ১০ বৎসর উর্ধ্বে ১৫ বৎসর পর্যন্ত
প্রকৃতি পর্যায়-এর যে কোন গান।

দুপুর ১২-৩০ টায় ঃ **একক রবীন্দ্র সংগীত প্রতিযোগিতা**
খ বিভাগ ঃ ১৫ বৎসর উর্ধ্বে ২৫ বৎসর পর্যন্ত
প্রেম পর্যায়-এর যে কোন গান।

দুপুর ২টায় ঃ **একক আধুনিক রুচিসম্মত বাংলা গান প্রতিযোগিতা** (১৫ বৎসর উর্ধ্বে ২৫ বৎসর পর্যন্ত)

২১শে জানুয়ারী ২০২৪, রবিবার ঃ

সকাল ১১টায় ঃ **আবৃত্তি প্রতিযোগিতা,**
ক - বিভাগ ঃ ১০ বৎসর উর্ধ্বে ১৫ বৎসর পর্যন্ত
সুবোধ সরকার, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী,
ভবানীপ্রসাদ মজুমদার-এর যে কোন কবিতা
সর্বোচ্চ সময় সীমা - ৪ মিঃ

দুপুর ১২ টায় ঃ **আবৃত্তি প্রতিযোগিতা,**
খ - বিভাগ ঃ ১৫ বৎসর উর্ধ্বে ২৫ বৎসর পর্যন্ত
বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়,
জয় গোস্বামী-এর যে কোন কবিতা
সর্বোচ্চ সময় সীমা - ৫ মিঃ

দুপুর ১টায় ঃ **তাৎক্ষণিক বক্তৃতা প্রতিযোগিতা**
(১৫ বৎসর উর্ধ্বে ২৫ বৎসর পর্যন্ত) সর্বোচ্চ সময় সীমা - ৫ মিঃ
বিষয় ঃ প্রতিযোগিতার দিন লটারীর মাধ্যমে সংগ্রহ করতে হবে।

দুপুর ২-৩০টায় ঃ **একক সৃজনশীল নৃত্য,**
ক - বিভাগ ঃ ১০ বৎসর উর্ধ্বে ১৫ বৎসর পর্যন্ত

দুপুর ৩-৩০টায় ঃ **একক সৃজনশীল নৃত্য,**
খ - বিভাগ ঃ (১৫ বৎসর উর্ধ্বে ২৫ বৎসর পর্যন্ত)

২৩শে জানুয়ারী ২০২৪, মঙ্গলবার ঃ

প্রতিযোগিতার স্থান ঃ সামালি মনসাতলা, দঃ ২৪ পরগণা।

সকাল ১০-৩০টায় ঃ **অঙ্কন প্রতিযোগিতা,**
(কাগজ সরবরাহ করা হবে)
'ক' বিভাগ - ৭ বৎসর পর্যন্ত (যেমন খুশি), 'খ' বিভাগ - ৭ বৎসর উর্দ্ধে ১০ বৎসর পর্যন্ত (যেমন খুশি), 'গ' বিভাগ - ১০ বৎসর উর্দ্ধে ১৩ বৎসর পর্যন্ত (প্রতিযোগিতার দিন জানানো হবে), 'ঘ' বিভাগ - ১৩ বৎসর উর্দ্ধে ১৬ বৎসর পর্যন্ত (প্রতিযোগিতার দিন জানানো হবে)।

-ঃ নাম জমা দেবার স্থান ঃ-

আলিপুর বার্তার সম্পাদকীয় দপ্তর,
সুধীর নন্দী, সামালী বিবেক নিকেতন ঃ 2495 9148 / 8013523095
স্বপনকুমার মান্না, উমেদপুর, বজবজ - ২ ঃ 8240333544
রশ্মি বালা, সরতলা, বেহালা ঃ 8777757597
দেবাশীষ ঘোষ, বজবজ ঃ 9123767097
কাশীনাথ সিংহ, বাখরাহাট ঃ 6291783722
সুভাশীষ চক্রবর্তী, বাওয়ালী ঃ 8777796002
সোমনাথ সিংহ রায়, মহেশতলা ঃ 9051199169
সুপর্ণা চক্রবর্তী, বজবজ ঃ 8777767891

সপ্তগ্রামে সরস্বতী নদীর ইতিহাস সম্পর্কে আলোচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২০ ডিসেম্বর ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের ভারতীয় সংগ্রহালয় কলকাতা আয়োজিত সংস্কৃতির সঙ্গমকেন্দ্র ত্রিবেণী সপ্তগ্রাম শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হল আশুতোষ জন্মশতবর্ষ প্রেক্ষাগৃহে। এই সভায় সংস্কৃসংস্কৃরি ত্রিবেণী সঙ্গম বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক অশোক গঙ্গোপাধ্যায়। তার বক্তব্যে বলেন, ১৪৫৫ সালে সপ্তগ্রাম শহরের উত্থান। বিশিষ্ট প্রত্নতাত্ত্বিক রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমলে সেখান থেকে প্রচুর মূর্তি সংগ্রহ হয়। দামোদর নদীর দক্ষিণে গতিবেগ পরিবর্তনের ফলে গঙ্গা নদীর পতন হয়। আগে সরস্বতী নদী বিরাট আকারের ছিল। এখন তা মজে সরু হয়ে নালার আকার নিয়েছে। বাণিজ্যিক ও প্রশাসনিক গুরুত্বহীনতার পর দিল্লির মোঘল সাম্রাজ্যের বাদশাদের ভোগের জন্য শহর ১৬৭৯–৮০ খ্রীস্টাব্দে সপ্তগ্রামের বন্দরের পতন হয়। উত্তরপ্রদেশের প্রয়াগরাজে (এলাহাবাদ)কে যুক্তবেণী রয়েছে। সেরকম গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী মিলনক্ষেত্র হুগলির ত্রিবেণীও তিনটি নদীর সঙ্গমস্থল হওয়ায় মুক্তবেণী নামে পরিচিত। এছাড়াও বিষয়ে বিভিন্ন আঙ্গিকে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপিকা মধুপর্ণা রায় চৌধুরী, ডক্টর দীনেশ ঘোষ, ডক্টর সত্রাজিৎ গোস্বামী, বলাগড় বিজয়কৃষ্ণ কলেজের বাংলার অধ্যাপক পার্থ চট্টোপাধ্যায়, গবেষক সেবক কুমার মহান্তি। পরবর্তী কর্মসূচি জেলায় হবে বলে জানা গেছে। অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন গৌতম দে, সাহিত্যিক কাঞ্চন ব্যানার্জী প্রমুখ।

ক্রীড়াক্ষেত্রে ফিরে দেখা ২০২৩

রিঙ্কুর ৫ ছক্কা থেকে বিরাটের ৫০ সেঞ্চুরির নজির

নিজস্ব প্রতিনিধি: চলতি বছরটা ভারতীয় ক্রিকেট দলের কাছে যথেষ্টই ভালো গিয়েছে। একদিনের ক্রিকেট বিশ্বকাপ ফাইনালের কথা যদি ভুলে যাওয়া যায়, তাহলে গোটা বছরই প্রায় ক্রিকেট বিশ্বে টিম ইন্ডিয়ার দাপট দেখতে পাওয়া গিয়েছে। আসুন তাহলে জেনে নেওয়া যাক, এই বছরে ভারতীয় ক্রিকেটে সেরা ৫ মুহূর্ত।

এই বছরের শুরুতেই ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে কলকাতা নাইট রাইডার্সের ব্যাটার রিঙ্কু সিং দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করেছেন। গুজরাট টাইটান্সের বিরুদ্ধে তিনি ব্যাক টু ব্যাক পাঁচটি ছক্কা হাঁকিয়ে ক্রিকেট বিশ্বের নজর কেড়ে নিয়েছিলেন। গুজরাটের বোলার যশ দয়ালকে রিঙ্কু পরপর ৫ বলে পাঁচটা ছক্কা হাঁকান। আর সেইসঙ্গে গুজরাটের মুঠো থেকে তিনি ম্যাচ বের করেও নিয়ে যান। এই ম্যাচের পর রিঙ্কু সিংকে আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি। একের পর এক ম্যাচে তিনি নিজের প্রতিভার প্রতি সুবিচার করে গিয়েছেন। আপাতত তিনি টিম ইন্ডিয়ায় একজন ফিনিশারের দায়িত্ব পালন করছেন। চলতি বছর এশিয়া কাপের ফাইনালে মহম্মদ সিরাজ নিজের বিধ্বংসী বোলিং স্পেলে গোটা বিশ্বকে কার্যত স্তম্ভিত করে দেন। সিরাজ এই ম্যাচে এক ওভারেই ৪ উইকেট শিকার করে শ্রীলঙ্কার কোমর ভেঙে দিয়েছিলেন। সিরাজের বোলিং দাপটে শ্রীলঙ্কা মাত্র ১২ রানে ৬ উইকেট হারিয়ে ফেলেছিল। এই ম্যাচে মহম্মদ সিরাজ মোট ৬ উইকেট শিকার করেন। এবং শ্রীলঙ্কা মাত্র ৫০ রানে অলআউট হয়ে যায়। এরপর টিম ইন্ডিয়া মাত্র ৩৭ বলেই এই ম্যাচে জয়লাভ করে। এই বছর প্রথমবার মহিলা প্রিমিয়ার লিগের আয়োজন করা হয়েছিল। প্রথম মরশুমে হরমনপ্রীত কৌরের অধিনায়কত্বে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স দিল্লি ক্যাপিটালসকে ফাইনাল ম্যাচে হারিয়ে শিরোপা জয় করে নিয়েছিল। ভারতীয় ক্রিকেট দল এই বছরটা বিরাট কোহলির একদিনের ক্রিকেটে ৫০তম শতরান জন্যও মনে রাখবে। এই শতরানের পাশাপাশি কিং কোহলি ভারতের ব্যাটিং মায়েস্ট্রো সচিন তেন্ডুলকরের রেকর্ড ভেঙে ক্রিকেট বিশ্বে এক নয়া কীর্তি স্থাপন করেন। ওয়ানডে ক্রিকেটে বিরাটই একমাত্র ব্যাটার যিনি এই রেকর্ড স্পর্শ করেছেন। বছরের শেষে একদিনের ক্রিকেট বিশ্বকাপ ফাইনালে হারের জন্য ভারতীয় ক্রিকেট সমর্থকদের মন হয়ত অনেকটাই ভেঙে গিয়েছে, কিন্তু, এবছর টিম ইন্ডিয়ার পারফরম্যান্সে গোটা ক্রিকেট বিশ্ব কার্যত কোণঠাসা হয়ে গিয়েছে। ফাইনাল ম্যাচে হারলেও টিম ইন্ডিয়া তিনটে ফরম্যাটেই শীর্ষস্থান দখল করেছে। চলতি বছরে বল হাতে যেন পুনর্জন্ম হয়েছে মহম্মদ শামির। বিশ্বকাপে তাঁর আগুনে বোলিংয়ে ভর করে একের পর এক ম্যাচ জিতেছে ভারত। একদিনের বিশ্বকাপে বাংলা দলের তারকা পেসার খেলেছেন সাতটি ম্যাচ। ২৪ উইকেট নিয়ে টুর্নামেন্টের সর্বোচ্চ উইকেট প্রাপকও হয়েছেন মহম্মদ শামি। সাত ম্যাচ খেলে ২৪টি উইকেট পেয়েছেন শামি। এরমধ্যে আছে সেমিফাইনালে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৭ উইকেট নেওয়ার কৃতিত্বও। বছর শেষে পরিসংখ্যান বলছে শামি একদিনের ক্রিকেটে এবার মোট ৪৩টি উইকেট নিয়েছেন।

বছর শেষে কুস্তিতে চরম নাটকীয়তা চলছে পদক ফেরানোর হিড়িক

নিজস্ব প্রতিনিধি: কুস্তি ঘিরে যখন চরম নাটকীয়তা চলছে। বজরং পুনিয়ার পর এবার কুস্তিগীর বীনেশ ফোগটও কেন্দ্রের দেওয়া পুরস্কার-সম্মান ফেরানোর ঘোষণা করলেন। দেশের নাম উজ্জ্বল করার জন্য তাঁর প্রাপ্ত খেলরত্ন ও অর্জুন পুরস্কার ফিরিয়ে দেওয়ার কথা বলেছেন ফোগট। চলতি সপ্তাহেই অলিম্পিক পদকজয়ী কুস্তিগীর সাক্ষী মালিক খেলা ছেড়ে দেওয়ার ঘোষণা করেন। বজরং পুনিয়াও তাঁর পদ্মশ্রী ফিরিয়ে দেন। এবার সেই তালিকায় জুড়ল আরও একটি নাম। আরেক অলিম্পিক পদকজয়ী বীনেশ ফোগটও খেলরত্ন ও অর্জুন পুরস্কার ফেরানোর কথা ঘোষণা করলেন। একইসঙ্গে তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকেও একটি খোলা চিঠি লিখেছেন জাতীয় কুস্তি ফেডারেশনের প্রধান নির্বাচন ও মহিলা কুস্তিগিরদের হেনস্থা সম্পর্কে। তিনি অভিযোগ জানিয়েছেন, বিজেপি সাংসদ ব্রিজভূষণ কীভাবে প্রতিনিয়ত মহিলা কুস্তিগিরদের হেনস্থা

করেছেন। তাঁদের প্রতিবাদ সত্ত্বেও কিছু বদলায়নি। প্রতিবাদ স্বরূপ সাক্ষী মালিকের খেলা ছেড়ে দেওয়া এবং বজরং পুনিয়ার কর্তব্য পথের ফুটপাথে পদ্মশ্রী পুরস্কার রেখে আসার কথাও চিঠিতে উল্লেখ করেছেন। প্রধানমন্ত্রীর কাছে বীনেশ ফোগট জানিয়েছেন, সরকারের কাছ থেকে ঠিকমতো সহযোগিতা পাচ্ছেন না কুস্তিগীররা। ধীরে ধীরে তাঁর অলিম্পিকের স্বপ্ন আবছা হয়ে যাচ্ছে।

বিতর্কের সূত্রপাত বছরের গোড়া থেকে। রেসলিং ফেডারেশন অব ইন্ডিয়ার প্রাক্তন প্রধান ব্রিজভূষণ সরণ সিংয়ের বিরুদ্ধে যৌন হেনস্থার অভিযোগ এনেছিলেন দেশের তাবড় তাবড় কুস্তিগিররা। ব্রিজভূষণের শাস্তির দাবিতে তাঁরা পথেও নেমেছিলেন। শেষে দায়ের হয় মামলা, শুরু হয় তদন্ত। কিন্তু বিতর্কের জল গড়িয়েছে অনেক দূর। সম্প্রতিই রেসলিং ফেডারেশনের নতুন প্রধান নির্বাচন করা হয়। তাতে জয়ী হন ব্রীজভূষণেরই ঘনিষ্ঠ সতীর্থ। ক্ষোভে-কান্নায় ভেঙে পড়েন কুস্তিগিররা। এদিকে, নতুন প্রধান সঞ্জয় সিংকে ঘিরে বিতর্ক শুরু হতেই কেন্দ্রীয় ক্রীড়া মন্ত্রকের তরফে নতুন কমিটিকেই সাসপেন্ড করে দেওয়া হয়।

প্রজ্ঞানন্দ থেকে নীরজ, এসেছে একাধিক সাফল্য

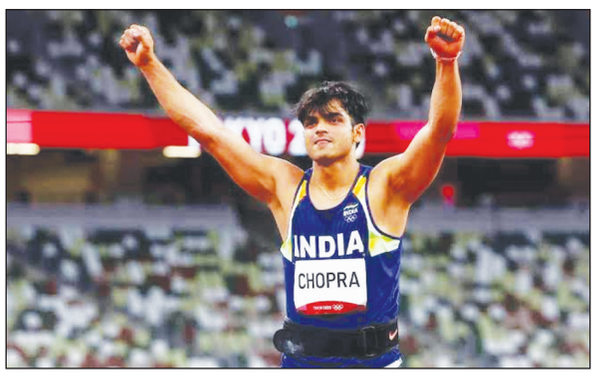

নিজস্ব প্রতিনিধি: নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছেন রমেশবাবু প্রজ্ঞানন্দ। আগস্ট মাসে আজেরবাইজানের বাকুতে বসেছিল দাবা বিশ্বকাপের ফাইনাল। খেতাব জয়ের ম্যাচে ভারতীয় তরুণ দাবাড়ু রমেশবাবু প্রজ্ঞানন্দের মুখোমুখি হয়েছিলেন নরওয়ের ম্যাগনাস কার্লসেনের। ইতিহাস তৈরি করা হয়ত হয়নি প্রজ্ঞানন্দের। বিশ্ব দাবা চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে হারেন ভারতীয় তরুণ দাবাড়ু। চ্যাম্পিয়ন হলেন কার্লসেন। বিশ্বনাথন আনন্দের পর ভারতের আর কেউ দাবার বিশ্বকাপ জিততে পারেননি। এবারও খালি হাতেই ফিরতে হয় ভারতকে। তবে প্রজ্ঞানন্দ কিন্তু নজর কাড়লেন। চলতি বছর চিনে বসেছিল এশিয়ান গেমসের আসর। ১০৭টি পদক জিতে ইতিহাস তৈরি করেছেন ভারতীয় অ্যাথলিটরা। তবে তিরন্দাজি ইভেন্টে নজর কাড়লেন জ্যোতি সুরেখা। তিনটি সোনার পদক জিতেছেন ভারতীয় এই মহিলা তিরন্দাজ। ব্যক্তিগত ইভেন্ট ছাড়াও মহিলাদের দলগত এবং মিক্সড টিম ইভেন্টে সোনা জিতে ইতিহাস তৈরি করেন জ্যোতি সুরেখা।

বক্সিংয়ে নজরকাড়া সাফল্য পান নিখাদ জারিন। ২০২৩ সালে টানা দ্বিতীয়বারের জন্য বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে স্বর্ণপদক জেতেন। নিখাত ভিয়েতনামের নগুয়েন থি ট্যামকে ৫-০ হারিয়ে এই কৃতিত্ব অর্জন করলেন। ইন্দিরা গান্ধী ইন্ডোর স্টেডিয়ামে তাঁর সাফল্যের জন্য গর্বিত হল ভারত। গত বছরের মে মাসেও এই টুর্নামেন্টে সোনা জিতেছিলেন নিখাত জারিন। ২০২৪ সালে অলিম্পিকে পদকের প্রত্যাশাও রয়েছে তাঁকে ঘিরে। ২০২৩ সালে ভারতীয় ব্যাডমিন্টনে ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন স্বস্তিকসাইরাজ এবং চিরাগ শেট্টি জুটি। চলতি বছরে সুইস ওপেন, ইন্দোনেশিয়া ওপেন, কোরিয়া ওপেন জিতেছেন ভারতীয় এই ব্যাটমিন্টন জুটি। যে টুর্নামেন্টেই খেলেছেন সোনা জিতেছেন। শুধু তাই নয় একইসঙ্গে এশিয়ান গেমসেও সোনা জিতে ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন ভারতীয় শাটলার জুটি। স্বস্তিক এবং চিরাগ ভারতীয় ব্যাডমিন্টনে এখন সোনালী জুটি। অ্যাথলেটিক্স বললেই বর্তমানে প্রথম নামটাই আসে নীরজ চোপড়ার। ২০২১ সালে টোকিও অলিম্পিকে সোনা জেতার পর থেকেই ভারতীয় অ্যাথলেটিক্সের মুখ হয়ে উঠেছেন নীরজ। চলতি বছরে এশিয়ান গেমসে সোনা জিতেছেন। বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে সোনা জিতে ইতিহাস গড়েছেন। তবে ডায়মন্ড লিগে সোনা অধরাই থেকেছে নীরজের।

ভারতীয় ক্রীড়াজগতে দুই নক্ষত্রপতন

নিজস্ব প্রতিনিধি: সত্তরের দশকে ভারতীয় ফুটবলে সোনালী অধ্যায়ের অন্যতম নাম মহম্মদ হাবিব। কলকাতা ময়দানের 'বড়ে মিঁঞা' মহম্মদ হাবিব প্রয়াত হন চলতি বছরের ১৫ আগস্ট। ৭৪ বছর বয়সে প্রয়াত হন তিন প্রধানে খেলা এই কিংবদন্তি ফুটবলার। তিন প্রধানে দাপিয়ে খেলেছেন। তেমনই হাবিব বেশ কয়েক বার মহমেডানের কোচ হয়েছেন। গত দুই বছর ধরেই শরীরটা একদমই ভালো ছিল না মহম্মদ হাবিবের। গত বছর তিনি ডিমেনশিয়া ও পারকিনসন সিন্ড্রোমে আক্রান্ত ছিলেন। জীবনের লড়াইয়ে অবশেষে হার মানেন হাবিব। নিজের শহরে হায়দরাবাদেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি রেখে যান স্ত্রী ও তিন কন্যাকে। ১৯৬৫ থেকে ১৯৭৬-এর মধ্যে হাবিব ভারতের হয়ে বহু আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টে মাঠে নামেন। বিশ্বকাপের মধ্যেই ২৩ অক্টোবর প্রয়াত হন বিষেণ সিং বেদী। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৭ বছর। বেশ কয়েক বছর ধরেই বার্ধক্যজনিত রোগে ভুগছিলেন প্রাক্তন এই ক্রিকেটার। শেষ পর্যন্ত বিশ্বকাপের মধ্যেই জীবনের বাইশগজকে চির বিদায় জানান বেদী। এই কিংবদন্তির প্রয়াণে ভারতীয় ক্রিকেট মহলে শোকের ছায়া নামে।

১৯৬৬ সালের ৩১ ডিসেম্বর জাতীয় ক্রিকেট দলের হয়ে অভিষেক হয় বেদীর। অভিষেক ম্যাচে প্রতিপক্ষ ছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ১৯৬৭ থেকে ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত ভারতের হয়ে ৬৭টি টেস্ট ও ১০টি এক দিনের ম্যাচ খেলেছেন বেদী। টেস্টে নিয়েছেন ২৬৬টি উইকেট। ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক বিষেণসিং বেদী দেশের হয়ে একাধিক ইতিহাস রচনা করে গেছেন। ব্লু ব্রিগেডদের স্পিন বোলিংয়ের বিপ্লব তার হাত ধরেই আসে।

বৈদ্যবাটীতে এমএলএ কাপ ফুটবল

মলয় সুর : চাঁপদানির তৃণমূল বিধায়ক অরিন্দম গুঁইন-এর উদ্যোগ বৈদ্যবাটী বিএসপার্ক মাঠে রবিবার সূচনা হল এমএমএ কাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের। এই দ্বিতীয় বর্ষ আমন্ত্রণমূলক আট দলীয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন শ্রীরামপুর লোকসভার সাংসদ কল্যাণ মুখোপাধ্যায়। প্রথম দিন খেলা হয় বৈদ্যবাটী কৃষ্টিচক্র ও শেওড়াফুলি চলমান সমিতির মধ্যে। ফলাফল নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অমীমাংসিত থাকে। শেষ পর্যন্ত টাইব্রেকারে চলমান সমিতি ৪-১ গোলে কৃষ্টিচক্রকে পরাজিত

করে সেমি ফাইনালে পৌঁছে যায়। চলমান সমিতির দেবায়ণ হাজরা ম্যান অব দি ম্যাচ নির্বাচিত হয়। ফাইনাল খেলা ৩১ ডিসেম্বর। এদিন মাঠে উপস্থিত ছিলেন চাঁপদানি বিধায়ক অরিন্দম গুঁইন, প্রাক্তন জাতীয় ফুটবলার হেমন্ত ডোরা, বৈদ্যবাটী পুরসভার চেয়ারম্যান পিন্টু মাহাতো, কাউন্সিলার প্রবীন পাল, ধনেখালির বিধায়ক অসীমা পাত্র, হুগলি-চুঁচুড়া পৌরসভার চেয়ারম্যান অমিত রায় প্রমুখরা।

খারাপ মানের রেফারিং নিয়ে বিতর্কের ঝড়

রিভিউ মিটিংয়ে বসছে এআইএফএফ

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত কয়েক ম্যাচে খারাপ রেফারিং নিয়ে আওয়াজ তোলে আইএসএলের দলগুলি। বিশেষ করে কেরালা ব্লাস্টার্স এফসি এবং ইস্টবেঙ্গল। সম্প্রতি, তারা এআইএফএফকে চিঠি দেওয়ার পাশাপাশি তারা বেশকিছু ভিডিয়োও পাঠায়। শুধু ইস্টবেঙ্গল ম্যাচেই নয়, মুম্বই সিটি এফসি বনাম মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট ম্যাচেও রেফারিং নিয়ে অভিযোগ ওঠে। মোট ৭ জন ফুটবলারকে লাল কার্ড দেখানো হয়। ফেডারেশনের বিরুদ্ধে ক্লাব এবং সমর্থকরা একাধিক মন্তব্য করতে থাকেন। এবার নড়েচড়ে বসতে চলেছে এআইএফএফ। অবশেষে সভাপতি কল্যাণ চৌবে রিভিউ মিটিংয়ের ডাক দিয়েছেন। বছরের শেষের দিন, অর্থাৎ ৩১ ডিসেম্বর, হবে এই বৈঠক। সঙ্গে থাকবেন প্রধান রেফারিং অফিসার ট্রেভর কেটেল।আইএসএল শুরু হয়েছে মাস দুয়েক আগে। তবে এবারের মরসুম চলাকালীন লাগাতার উঠে এসেছিল খারাপ রেফারিং ঘিরে অভিযোগ। এমনকী, এই বিষয়ে আওয়াজ উঠানোর জেরে শাস্তির মুখোমুখি হতে হয়েছে কেরালা ব্লাস্টার্স এফসির হেড কোচকে। তবুও তাতে দোমে যায়নি অন্য দলগুলির সুর। দিন কয়েক আগে ইস্টবেঙ্গলের তরফ থেকে এআইএফএফকে চিঠি দেওয়ার পাশাপাশি পাঠানো হয় বেশকিছু ভিডিয়ো। তাদের বক্তব্য ছিল, খারাপ রেফারিংয়ের জেরে তারা জয় থেকে বঞ্চিত হচ্ছে লাগাতার। এরপর মুম্বই সিটি এফসি বনাম মোহনবাগান সুপার জায়ান্টস ম্যাচে ৭ জন ফুটবলারকে লাল কার্ড দেখানো অবশেষে জাগিয়ে দিয়েছে এআইএফএফকে। ফেডারেশন জানিয়েছে, 'এআইএফএফ সভাপতি কল্যাণ চৌবে ৩১ ডিসেম্বর রেফারিদের নিয়ে একটি রিভিউ বৈঠক ডেকেছেন। এই বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন চিফ রেফারিং অফিসার ট্রেভর কেটেল।' এক সূত্রের বক্তব্য, 'লাগাতার এই টুর্নামেন্ট থেকে রেফারিদের ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে উঠে আসছিল অভিযোগ, তাই সবার অভিযোগ শুনে অবশেষে কল্যাণ চৌবে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আগামী ৩১ ডিসেম্বর তিনি সব রেফারিদের নিয়ে বৈঠকে বসবেন।

সাফে সাফল্য থেকে স্টিমাচের মেয়াদ বৃদ্ধি, নানা ঘটনায় সাজানো ভারতীয় ফুটবল

মলয় সুর, হুগলি : সাফ ফুটবল চ্যাম্পিয়ন হয় ভারত। ফাইনালে কুয়েতকে হারান সুনীল ছেত্রীরা। ২০২৩ সালের সাফ কাপ অনুষ্ঠিত হয় বেঙ্গালুরুতে। ফাইনাল ম্যাচে পেনাল্টি বাঁচিয়ে নায়ক ৩১ বছরের গুরপ্রীত সিং সান্ধু। নির্ধারিত সময় খেলার ফল ছিল ১-১। অতিরিক্ত সময়ে গোল না হওয়ায় খেলা গড়ায় টাইব্রেকারে। ভারতীয় গোলরক্ষক গুরপ্রীত হতাশ করেননি। টিম ম্যানেজমেন্টের আস্থার মর্যাদা রাখেন, তাঁর হাতেই আটকে যায় কুয়েত। এই নিয়ে ৯ বার সাফে চ্যাম্পিয়ন হল ভারত। এই টুর্নামেন্টে অংশ নিতে ভারতে আসে পাকিস্তান দল। যা নিয়ে বিতর্কও কম হয়নি, গ্রুপ লিগের ম্যাচে পাকিস্তানকে হারায় সুনীল ছেত্রীরা। সাফ কাপ জেতার পাশাপাশি ত্রি দেশীয় টুর্নামেন্টেও চ্যাম্পিয়ন হয় ভারত। মণিপুরে অনুষ্ঠিত এই টুর্নামেন্টে প্রথম ম্যাচে অনিরুদ্ধ থাপার গোলে মায়ানমারকে হারায় ভারত। দ্বিতীয় ম্যাচে কিরঘিস্থানকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় ভারত। তবে সাফল্যের পাশাপাশি ব্যর্থতাও আছে। কিংস কাপ এবং মারডেকাতে চূড়ান্ত ব্যর্থ হয় ভারতীয় ফুটবল দল। দীর্ঘ টালবাহানার পর এশিয়ান গেমসে খেলতে নামে ভারত। চিনে অনুষ্ঠিত এই প্রতিযোগিতায় গ্রুপ পর্বের বাধা টপকে নক আউটেও পৌঁছায় সুনীল ছেত্রীরা। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে জয়ের পর চিনের কাছে হারে ভারত। গ্রুপ পর্বের তৃতীয় ম্যাচে মায়ানমারের সঙ্গে এক-এক ড্র করে এশিয়ান গেমস ফুটবলের নকআউটে যায় ভারত। ১৩ বছর পর এশিয়ান গেমসের মঞ্চে ইতিহাস তৈরি করলেন সুনীল ছেত্রীরা। মায়ানমারের সঙ্গে ড্র করার ফলে গ্রুপ থেকে রানার্স হয়েই দ্বিতীয় রাউন্ডে যায় ভারত। নকআউটে ভারতের প্রতিপক্ষ ছিল সৌদি আরব। কিন্তু সেই ম্যাচে হেরে টুর্নামেন্ট থেকে বিদায় নেয় ভারত। ভারতীয় দলের কোচ হিসাবে মেয়াদ বাড়ে ইগর স্টিমাচের। ২০২৬ সালের জুন মাস পর্যন্ত কোচের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়। তাঁকে নিয়ে বিতর্কও কম হয়নি। জ্যোতিষী কাণ্ডে বিতর্ক বেড়েছিল ইগরকে নিয়ে। শেষ পর্যন্ত স্টিমাচের উপরই ভরসা রাখল ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন। ২০২৬ সালের বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বের ম্যাচে কুয়েতকে তাদের ঘরের মাঠে হারাল ভারত। ম্যাচের একমাত্র গোলটি করেন মনবীর সিং। এছাড়াও চলতি বছরে বাবা হন ভারতীয় ফুটবল দলের অধিনায়ক সুনীল ছেত্রী।

টিটিতে জাতীয় চ্যাম্পিয়ন হিন্দমোটরের পয়মন্তী

নিজস্ব প্রতিনিধি : হুগলি হিন্দমোটরের দেবাই পুকুর রোড থেকে হরিয়ানার পঞ্চকুলা। এই দীর্ঘপথ অতিক্রম করে টেবল টেনিসে নতুন জাতীয় চ্যাম্পিয়ন হলেন পয়মন্তী বৈশ্য। ২১ বছরের এই প্রতিভাবান মেয়েটি এর আগে বড় কোনও সাফল্য পাননি। কিন্তু তারকার তারকা ঐহিকা মুখোপাধ্যায়কে ফাইনালে হারিয়ে পয়মন্তী হয়ে উঠলেন নয়া জ্যোতিষ্ক। মহিলাদের জাতীয় সিনিয়র টেবল টেনিসে খেতাব পাওয়ার পরে বিমানে নয়, বরং সাধারণ যাত্রীদের সঙ্গে ট্রেনে করেই ফিরেছেন মেট্রো রেলে কর্মরতা পয়মন্তী। যিনি জাতীয় টিটি'র আসরে হারিয়েছেন তাঁর থেকে সিনিয়র অর্চনা কামাথ এবং সৃজা আকুলাকেও। ফাইনালে ঐহিকাকেও দাঁড়াতেও দেননি। এবার জাতীয় টিটিতে পয়মন্তী মোট চারটি সোনার পদক পেয়েছেন। মহিলাদের টিম ইভেন্ট ছাড়াও সিঙ্গলস, ডাবলসে সুতীর্থা মুখোপাধ্যায়কে নিয়ে, আর মিক্সড ডাবলসে আকাশ পালকে নিয়ে খেতাব জিতে ফিরেছেন। এই সাফল্যও নজিরবিহীন বাংলার বুকে। পাঁচবছর বয়সে টিটি'তে হাতেখড়ি। প্রথমে বাংলার নামী প্রাক্তন তারকা অনিন্দিতা চক্রবর্তীর কাছে শিখতেন। তারপর অভিষেক মুখোপাধ্যায়ের কাছে গত ৫ বছর ধরে শিখে আরও

উন্নতি করেছেন সপ্রতিভ এই মেয়েটি। তবে বাড়ির সকলের কাছে তিতলির (পয়মন্তীর ডাকনাম) আইকন টেবল টেনিসের কিংবদন্তি চেন্নাইয়ের শরথ কমল। পয়মন্তী অবশ্য এত বড় সাফল্যের পরেও উচ্ছ্বাসহীন। বাড়িতে ফোন করলে মা ভারতী বৈশ্যও বললেন, সবে সাফল্য এসেছে, মেয়েকে আরও এগোতে হবে। দেশের হয়ে পদক আনলে বিরাট ব্যাপার হবে। বাবা প্রণব কুমার বৈশ্যের সঙ্গেই তিতলি গিয়েছিলেন স্থানীয় একটা দাবা প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে। কারণ সারা পাড়ার গর্ব এই মেয়েটি। তাঁর কৃতিত্ব বিশেষভাবে উৎসর্গ করেছেন কোচ অভিষেককে। পরিশ্রমী কোচ অভিষেক মুখোপাধ্যায় বালির নিশ্চিন্দা চারুপ্রভা চক্রবর্তী টেবল টেনিস সেন্টারে পয়মন্তী গত একবছর ধরে শিখছেন। আগে হিন্দমোটরে বিবেকানন্দ ক্লাবেও অভিষেকের কাছেই চারবছর ধরে তালিম নিয়েছেন নামী প্রতিভা। পয়মন্তীর কোচ বলেন, পয়মন্তীর সবচেয়ে বড় গুণ ও খুব মনোযোগী ও একনিষ্ঠ। এমন কোনওদিন হয়নি, যা বলেছি, সেটি করেনি। ওর ওই নিষ্ঠাই এতদূর এগিয়ে দিয়েছে। তবে নিজের আর্থিক আনুকূল্য না থাকায় বিদেশে টুর্নামেন্ট খেলতে যেতে পারেনি। তারপরেও দেশের নামী তারকাদের হারিয়ে সাফল্য পাওয়া সহজ ছিল না। তবে চিনে বিশ্বকাপে দেশের হয়ে খেলতে গিয়ে ওর আত্মবিশ্বাস বে।ছে।' প্রসঙ্গত, সবে মাত্র মেট্রো রেলে চাকরি পেয়েছেন এই তরুণী। বাবা একটা সাধারণ প্রাইভেট ফার্মে কাজ করেন।

মা-বাবার সঙ্গেই টেস্ট অভিষেকের সাফল্য ভাগ করলেন শিলিগুড়ির রিচা

নিজস্ব প্রতিনিধি : মুম্বইয়ের মাটিতে ইতিহাস রচনা করলেন বাংলার মেয়ে রিচা ঘোষ। অভিষেক টেস্টেই হাফসেঞ্চুরি করেন তিনি। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ১০৪ বলে ৫২ রান করেন রিচা। রিচার ইনিংস দেখে অনেকেরই সৌরভ গাঙ্গুলির লর্ডসের মাঠে ঐতিহাসিক ইনিংসের কথা মনে পড়তেই পারে। নিজের অভিষেক টেস্টে সেঞ্চুরি করেছিলেন সৌরভ গাঙ্গুলি। রিচার ব্যাট থেকে সেঞ্চুরি না এলেও যথেষ্ট দক্ষ ব্যাটার হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করেন তিনি। ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলে এর আগে কোনো বাঙালি ক্রিকেটারের অভিষেক টেস্টে হাফসেঞ্চুরি আসেনি। বিসিসিআই'র তরফ থেকে বলা হয়েছে, অভিষেক টেস্টকে স্মরণীয় করে রাখলেন রিচা। সতীর্থ, বাবা-মা সকলেই তাঁর এই ইনিংসের প্রশংসা করছেন। বাবার সামনেই রিচার হাতে টেস্ট ক্যাপ তুলে দেন স্মৃতি মন্ধনা। মেয়ের দুরন্ত ইনিংসের পরে

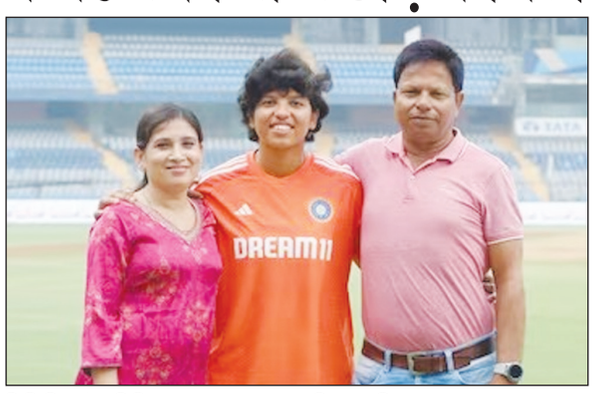

বিসিসিআই টিভির সাক্ষাৎকারে রিচার মামা-বাবা নিজেদের প্রাণখোলা অনুভূতি প্রকাশ করেন নিতান্ত সরলভাবে। অভিষেক টেস্টে হাফ-সেঞ্চুরি করার জন্য রিচাকে অভিনন্দন জানান তাঁর বাবা। সঙ্গে এটাও মনে করিয়ে দেন যে, আসল লক্ষ্য হল দেশের জয়। ভারতের জয়ে ইতিবাচক ভূমিকা নেওয়াই যে তাঁর প্রধান কর্তব্য, রিচাকে সেটা স্মরণ করিয়ে দিতে ভোলেননি মানবেন্দ্র। তিনি আরও বলেন, তোমার কঠিন পরিশ্রম ফল দিয়েছে। আমাদের বিশ্বাস ছিল, কখনও না কখনও তুমি টেস্ট খেলার সুযোগ পাবে। এটা সবে শুরু মাত্র। তোমাকে ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হবে।' ম্যাচের পর সোশাল সাইটে রিচা লিখেছেন, 'অভিষেক টেস্ট স্মরণীয় হয়ে থাকল অর্ধশতরানের জন্য। দলের কাছে আমি কৃতজ্ঞ, সবার প্রচেষ্টাতেই ওয়াংখেড়েতে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক জয় এসেছে। আমি কৃতজ্ঞ আমার মা-বাবার কাছে, ওনারাই আমার সাপোর্ট সিস্টেম, ওনাদের ছাড়া আমি কিছুই করতে পারতাম না।'

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 6291206675 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। কার্যকরী সম্পাদক : প্রণব গুহ। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com